ওম্

পূনা প্রবচন

অনুবাদক

আচার্য্য প্রিয়দর্শন

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য়ম্

ওম্

দয়ানন্দ প্রবচন সংগ্রহ

অর্থাৎ

পূনা বম্বাই প্রবচন

পূনা প্রবচন—প্রবচন-কাল সন্ ১৮৭৫ সালে মরাঠী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তিকা সমূহ হইতে আর্য্য ভাষায় অনূদিত পঞ্চদশ প্রবচনের প্রামাণিক সংস্করণ

অনুবাদক এবং সম্পাদক
যুধিষ্ঠির মীমাংসক

আর্য্যসমাজ কলিকাতা শত বার্ষিকী সমারোহ উপলক্ষ্যে বঙ্গভাষায় অনূদিত

পূনা প্রবচন

বঙ্গানুবাদক এবং সম্পাদক
আচার্য্য প্রিয়দর্শন

গ্রন্থ পরিচয় ও সম্পাদকীয়

শ্রীযুত ন্যায়মূর্ত্তি গোবিন্দ রানাডে এবং মহাদেব মোরেশ্বর কুণ্টে আদি কতিপয় প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারকের আমন্ত্রণে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সম্বৎ ১৯৩২, আষাঢ় কৃষ্ণ চতুর্দশী মঙ্গলবার, তদনুসার ২০ জুন ১৮৭৫ সালে পুনা নগরে উপস্থিত হন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'দয়ানন্দ চরিত' অনুসারে স্বামীজী মহারাজ পুনা নগরে এবং ছাউনীতে ৫০টি বক্তৃতা দেন। সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তদানীন্তন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। শ্রীমহাদেব রানাডে ১৫টি ব্যাখ্যান নিজে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অসুস্থতার জন্য তিনি ছাউনীর বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই কিন্তু বক্তৃতাকালে উপস্থিত ছিলেন।

এইভাবে শ্রীন্যায় মূর্ত্তি গোপালরাওহার দেশমুখ দ্বারা দয়ানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

সেই মহত্বপূর্ণ বক্তৃতাবলী আজমের ও অন্যান্য সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রামাণ্য বিষয় ভাষা আদি বোধগম্য করিবার জন্য রামলাল কপূর ট্রাষ্টের পক্ষে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুধিষ্ঠির মীমাংসক যেরূপ অন্যান্য গ্রন্থের জটিল ভাগ উদ্ধার করিয়া জনসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন সেইরূপ 'পুনা প্রবচন সংগ্রহ' পুস্তকের বিষয়টিকে জটিলতা মুক্ত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

এই পুস্তিকার যাবতীয় টিপ্পনী মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছে। টিপ্পণীর যে স্থলে আমি বা ( ) [ ] চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়াছে সেগুলি তাঁহারই, বঙ্গানুবাদকের নহে।

আর্য্যসমাজ কলিকাতার শতবার্ষিকী সমারোহ সমিতি দ্বারা সেই গ্রথিত বক্তৃতাবলী, যাহা হিন্দী ভাষায়, 'পূনা প্রবচন সংগ্রহ' নামে পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা অনূদিত ও সম্পাদিত হয় উহাই বঙ্গভাষায় 'পূনা প্রবচন' নামে প্রকাশিত হইল। পুস্তকে অশুদ্ধি থাকা স্বাভাবিক। কেননা, অতি অল্প সময়ে এই গ্রন্থটির অনুবাদ করিতে হইয়াছে। পাঠকগণ! সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অবশ্যই অনুবাদককে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবেন।

আচার্য প্রিয়দর্শন

পূনা-প্রবচন

বিষয় সূচী

—০—

ওম্

পূনা-প্রবচন

প্রথম-প্রবচন

ঈশ্বর সিদ্ধি

[১]স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ ইং ১৮৭৫, ৪ জুলাই[২] রাত্রি [৮ ঘটিকায়[৩]] যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, উহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওম্. শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥[৪]

নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বাযো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। [ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্ বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্ ॥[৫]]

(ইত্যাদি[৬] পাঠ স্বামীজী মহারাজ প্রথম উচ্চারণ করেন—)[৭]

'ওম্' ইহা ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট নাম, কেননা ইহাতে তাহার সমস্ত গুণের সমাবেশ রহিয়াছে ॥[৮]

১। প্রত্যেক ব্যাখ্যানের উপরে স্থূল অক্ষরে এই যে পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে উহা মারাঠি ব্যাখ্যানের পুস্তিকা সমূহে স্থূল অক্ষরে শীর্ষক রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

২। আষাঢ় শুক্ল ১, রবিবার সং ১৯৩২।

৩। '৮ ঘটিকা'র সঙ্কেত মারাঠী সংস্করণের প্রথম দুই ব্যাখ্যান ব্যতীত সর্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব উহা এস্থলেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। ঋগ্বেদ ১।৯০।৯॥

৫। তৈ. উপ. শিক্ষাবল্লী ১।১॥

৬। আদি পদ দ্বারা সূচিত শেষ মন্ত্র পাঠ কোষ্ঠে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৭। ( ) এই প্রকারের কোষ্ঠে রক্ষিত পাঠ লেখকের পক্ষে লেখা হইয়াছে। ইহার পর যে স্থলে ( ) এই কোষ্ঠান্তর্গত পাঠ উপলব্ধ হইবে, উহা লেখক দ্বারা প্রদত্ত চিহ্ন জানিবেন। মারাঠী সংস্করণে এই প্রকারের পাঠ কোষ্ঠে দেওয়া হয় নাই। আমরা লেখকের বাক্যের প্রবক্তার পাঠ হইতে পার্থক্য জ্ঞাপনার্থে ( ) কোষ্ঠক প্রযুক্ত হইয়াছে। আমি যদি কোনও স্থলে পদ বা বাক্য নিজে অধিক লিখিয়া যুক্ত করিয়া থাকি উহার সর্বত্র [ ] এই প্রকারের চতুষ্কোণ কোষ্ঠে রাখিয়াছি।

৮। 'ওম্' নামের ব্যাখ্যা জানিতে হইলে 'সত্যার্থ প্রকাশ' প্রথম সমূল্লাস এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিধির অন্তর্গত গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রথমে আমাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। তৎপশ্চাৎ ধর্ম বিষয়ক বর্ণনা করা উপযুক্ত, কেননা **"সতি কুড্যে চিত্রম্"** এই ন্যায় অনুসারে যত সময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ করা না হইবে তত সময় ধর্ম-ব্যাখ্যানের অবকাশ কোথায় ?

"স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ
মস্নাবির ঁ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতো
ঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥"[১]

"ন তস্য কার্যং করণং চ [বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।] পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"[২]

(এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া স্বামীজী মহারাজ ইহার ব্যাখ্যা করিলেন)

মূর্ত্ত দেবতাদের[৩] মধ্যে এই সমস্ত গুণ প্রযুক্ত হইতে পারেনা। এই কারণ মূর্ত্তি পূজা নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন যে, রাবণ আদির ন্যায় দুষ্টদের পরাস্ত করিবার জন্য এবং ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য [ঈশ্বরকে] অবতার হইতে হয়। পরন্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ হওয়ায় তাঁহার অবতার হইবার প্রয়োজন হয়না। কারণ, ঈশ্বর ইচ্ছা মাত্রই রাবণ (সদৃশদের) বিনাশ করিতে পারে। এই ভাবে ঈশ্বরের উপাসনার্থে ভক্তদের পক্ষে তাঁহার কোনও না কোনও প্রকারের আকার[৪] হওয়া উচিত। এরূপ কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এরূপ বলাও যথার্থ নহে। কারণ এই যে, শরীরে যে জীব রহিয়াছে, উহাও আকার রহিত এইরূপ সকলে স্বীকার করেন। আকার না থাকিলেও আমরা একে অপরকে চিনিতে পারি, এবং মনুষ্য প্রত্যক্ষ রূপে কখনও কাহাকে না দেখিলেও কেবল গুণানুবাদ দ্বারাই সম্ভাবনা ও পূজ্যবুদ্ধি [অদৃষ্ট] ব্যক্তির সম্বন্ধে পোষণ করে। এই ভাবের কথা

১। যজুঃ ৪০।৮॥ পরোপকারিণী সভা দ্বারা মুদ্রিত মারাঠী সংস্করণে এই প্রমাণ সংকেত মূল পাঠের সহিত মুদ্রিত আছে।

২। শ্বেতা. উপ. ৬।৮॥

৩। অর্থাৎ মন্দির সমূহে দেবতাদের নামে স্থাপিত মূর্ত্তি সমূহে।

৪। সমস্ত অনুবাদে 'অবতার' পাঠ আছে পরন্তু মারাঠী সংস্করণে 'আকার' পাঠই আছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটেনা একথা বলাও ঠিক্ নহে। এতদ্ব্যতীত মনের কোনও আকার নাই। মন দ্বারাই পরমেশ্বর গ্রাহ্য—গ্রহণীয়। উহাকে জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার[১] অন্তর্ভুক্ত করা অপ্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ এক ভদ্র পুরুষ ছিলেন। ভারতে তাঁহার[২] উত্তম বর্ণনা করা আছে[৩] পরন্তু ভাগবত [পুরাণ] গ্রন্থে তাঁহার প্রতি সর্বপ্রকারের দোষারোপ করিয়া দুর্গুণের বাজার উত্তপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্। শক্তির[৪] অভিপ্রায় কি? **"কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুম্"** এইরূপ ভাব তাঁহাতে নাই। কিন্তু সর্ব শক্তিমান্ অর্থাৎ ন্যায়কে উল্লঙ্ঘন না করিয়া কর্ম করিবার শক্তির অধিকারী হওয়া, ইহা সর্ব শক্তিমানের অর্থ জানিবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর তাঁহার পুত্র[৫]কে পাপক্ষালনের জন্য [সংসারে] পাঠাইয়াছেন। কেহ বলেন—উপদেশ প্রদানের জন্য পয়গম্বরকে[৬] প্রেরণ করা হইয়াছিল। এ সমস্ত কার্য্য সাধিবার জন্য পরমেশ্বরের এতাদৃশ কোনও প্রকার সাধনের প্রয়োজন ছিলনা, কারণ তিনি সর্ব শক্তিমান্।

বল, জ্ঞান ও ক্রিয়া এগুলি শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। বল, জ্ঞান ও ক্রিয়া অনন্ত হইয়াও স্বাভাবিক। ঈশ্বরের আদি কারণ নাই। আদি কারণ স্বীকার করিলে অনবস্থা-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে[৭]। নিরীশ্বরবাদের সৃষ্টি সাংখ্যশাস্ত্র হইতে হইয়াছে প্রতীত হয়; পরন্তু সাংখ্য শাস্ত্রকার কপিল মুনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, তাঁহার সূত্র সমূহকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার সূত্র সমূহের অর্থ যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ করা হয় নাই।

সূত্রগুলি এইরূপ—

১। এখানে পাঠে কিছু ত্রুটি রহিয়াছে মনে হয়। শ্রীরাম শর্মা 'ঘটানা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

২। অর্থাৎ মহাভারতে।

৩। তুলনা করুন—সত্যার্থপ্রকাশ প্রথম সংস্করণ সং (সন্ ১৮৭৫) পৃষ্ঠ ০২৭০, সত্যার্থপ্রকাশ (সংশোধিত) পৃ. ৫২৯ পং. ১৯-২২ (আদর্শ সং. ২)। বিশেষ দ্রষ্টব্য—'ভাগবত খণ্ডনম্' পরিশিষ্ট পৃ. ৪০৭, ৪০৮ (দলগ্রসং)।

৪। কোনও কোনও সংস্করণে 'শক্তিমান্' এবং কোনও সংস্করণে 'সর্বশক্তিমান্' পাঠ আছে। মরাঠী সংস্করণে 'শক্তি' এই পাঠই আছে। ইহাই ঠিক্।

৫। অর্থাৎ যীশু খৃষ্টকে। ৬। অর্থাৎ মোহম্মদ সাহেবকে।

৭। ঈশ্বরের আদি কারণ আছে, ইহা স্বীকার করিলে সেই আদি কারণেরও আদি কারণ স্বীকার করিতে হইবে, আবার তাহারও আদি কারণ। এইভাবে এই আদি কারণের পরম্পরা কোথাও কখনও শেষ হইবে না। ইহাকেই অনবস্থা-প্রসংগ দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।
মুক্তবদ্ধযোরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।
উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্।
মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা।"[১] ইত্যাদি

পরন্তু সূত্রসাহচর্য্য দ্বারা বিচার করিলে ঈশ্বর এক, দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। এইরূপ কল্পিত মানিতেন। কারণ, "পুরুষ" আছেন তাঁহার সিদ্ধান্ত এইরূপ। সেই পুরুষ **সহস্র-শীর্ষাদি** সূক্তে[২] বর্ণিত রহিয়াছে। তাহারই সম্বন্ধে **বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্**[৩] ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

প্রমাণ বহুবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ প্রমাণের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা স্বীকার করেন।

মীমাংসা-শাস্ত্রকার জৈমিনি দুইটি প্রমাণ স্বীকার করেন। গৌতম ন্যায় শাস্ত্রকার আটটি প্রমাণ স্বীকার করেন। কেহ অর্থাৎ অন্য ন্যায়-শাস্ত্রকার চারটি স্বীকার করেন। পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রকার তিনটি স্বীকার করেন। বেদান্তে ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা স্বীকার করা ইহা সেই সমস্ত শাস্ত্রকারদের বিষয়ানুরূপে করা হইয়াছে। সমস্ত প্রমাণ সমূহের (একটি অপরটিতে) অন্তর্ভাব করিয়া তিনটি প্রমাণ অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

এই তিনটি প্রমাণের লাপিকা[৪] করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধি-বিষয়ক প্রযত্ন করিবার সময় প্রত্যক্ষের লাপিকা করিয়া পূর্ব অনুমানের লাপিকা করা উচিত। কারণ, প্রত্যক্ষের জ্ঞান অতীব সংকুচিত এবং ক্ষুদ্র[৫]। একক

১। সাংখ্য ১।৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫। এই স্থান নির্দেশ পরোপকারিণী সভা'র মরাঠী সংস্করণে সূত্রের সহিত মূল পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। শেষের সূত্রটির মরাঠী শুদ্ধ পাঠ আছে। কোথাও কোথাও 'প্রশংসোপাসা०' 'উপাসনা০' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২। গ, ঘ, ঙতে সূত্র সমূহের পাঠ আছে। মরাঠী সং (ক) ইহাতে সূক্তেরই নির্দেশ আছে। সহস্রশীর্ষা সূক্ত ঋ. ১০।৯০ এবং যজুঃ ৩১॥

৩। যজুঃ ৩১।১৮॥

৪। 'লাপিকা শব্দ' আ-লাপিকা'র এক অংশ। যথা সত্যভামা—ভামা। মরাঠী ভাষায় প্রযুক্ত এই শব্দের অর্থ—আলাপ=বিচার-বিবেচনা॥

৫। অর্থাৎ, অল্প।

ব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয় দ্বারা কতটুকু জ্ঞান সম্ভব? এ কারণ প্রত্যক্ষকে একদিকে রাখিয়া শাস্ত্রীয় বিষয়ে অনুমানকেই বিশেষ রূপে গণ্য করা হইয়াছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে [ও] অনুমান আবশ্যক।[১] অনুমান ব্যতীত ভবিষ্যতের ব্যবহারিক বিষয়ে আমাদের যে স্থির নিশ্চয়, উহা নিরর্থক হইবে। আগামী কাল সূর্য উদয় হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ নহে, তথাপি এ বিষয়ে কাহারও মনে তিল মাত্রও সন্দেহ হয়না। এবার এই অনুমানের তিনটি প্রকার ভেদ দেখা যায়।—**শেষবৎ, পূর্ববৎ, ও সামান্যতো দৃষ্ট।**

'পূর্ববৎ' অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্য্যের অনুমান।

'শেষবৎ' অর্থাৎ কার্য্য দ্বারা কারণের অনুমান।

'সামান্যতো দৃষ্ট' অর্থাৎ সংসারে যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় উহা দ্বারা যে অনুমান হইয়া থাকে, উহা।

এই তিন প্রকার অনুমানের লাপিকা [বিচার বিবেচনা] করিলে ঈশ্বর = পরমপুরুষ = সনাতন ব্রহ্ম সর্ব পদার্থের বীজ, ইহা সিদ্ধ হইয়া যায়। রচনারূপী কার্য দৃষ্ট হয়। ইহার কেহ রচয়িতা আছে।[২] পঞ্চভূত সমূহের দ্বারা রচিত সৃষ্টি নিজে নিজেই হয় নাই। কারণ, ব্যবহারিক রূপে গৃহ [নির্মাণের] উপকরণ থাকিলেও গৃহ নির্মাণ হয় না, ইহা আমরা দেখিয়া থাকি। এবং এই অনুভবই সর্বত্র দৃষ্ট হয় যে, ইহার সহিতই [পঞ্চ ভূতের] নিয়মিত প্রমাণ দ্বারা মিশ্রণ এবং বিশিষ্ট কাব্য উৎপন্ন হইবার সুগমতার জন্য কদাপি ও নিজে নিজে সংঘটিত হয় না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আমরা সৃষ্টির যে ব্যবস্থা দেখিতে পাই, উহার উৎপাদক ও নিয়ন্তা এরূপ কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষ অবশ্যই থাকা উচিত।

এমতাবস্থায় ঈশ্বর সিদ্ধিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রযুক্ত হয় কি? যদি এইরূপ কাহারও অপেক্ষা হইয়াই থাকে তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে বিচার এইভাবে করা যাইতে পারে যে, প্রত্যক্ষ রীতি অনুসারে গুণের জ্ঞান হইয়া থাকে। গুণের অধিকরণ যাহা গুণী দ্রব্য উহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ রীতি

১। এ বাক্য মরাঠী সংস্করণে আছে।

২। গ, ঘ, ঙ, ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, ইহার রচয়িতা কেহ আছে। এই পাঠটি মরাঠী সংস্করণের অনুরূপ। ভবিষ্যতে যে সমস্ত স্থলে ইহার পাঠ অপর সংস্করণের সহিত ভিন্ন দৃষ্ট হইবে, সে স্থলের সর্বত্র এইরূপ পাঠকে মরাঠী সংস্করণের অনুকূল জানিবেন। সর্বত্র প্রাচীন পাঠের উল্লেখ করা হইবে না।

অনুসারে হয় না।[১] এইরূপে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গুণের জ্ঞান চেতন এবং অচেতন সৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা এই সমস্ত গুণের যিনি অধিকরণ ঈশ্বর, উহার জ্ঞান হইয়া থাকে।[২] এরূপ জানা উচিত।

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তভাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায হবিষা বিধেম ॥"[৩]

হিরণ্যগর্ভের অর্থ শালিগ্রামের বটিকা নহে, কিন্তু হিরণ্য অর্থাৎ যাহার উদরে "(জ্যোতি)[৪] বিদ্যমান। সেই জ্যোতিরূপ পরমাত্মা" এইরূপ অর্থ হইবে। জনসাধারণের মধ্যে মূর্ত্তি পূজার পাগলামি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের কি করা উচিত? ইহা এক প্রকারের গায়ের জোর। মূর্ত্তি পূজার আড়ম্বর হিন্দুরা জৈনিদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা[৫] পরমাত্মা ॥

তিনি অমৃত এবং তিনিই সকলের উপাসনার যোগ্য। তদ্ভিন্ন সমস্ত মিথ্যা, উহা স্বীয় আধার [মান্য] নহে।

১। কতিপয় নৈয়ায়িক পদার্থকে প্রত্যক্ষরূপে স্বীকার করে না। গুণেরই প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে, এ কথা তাহারা স্বীকার করে। অপর নৈয়ায়িক গুণ সহিত গুণীঃও প্রত্যক্ষ স্বীকার করে।

২। দ্রষ্টব্য সত্যার্থ প্রকাশ, ৭ম সমুল্লাস, পৃষ্ঠ ২৭৮, পংক্তি ৬-১২ (আসশ সং. ২)।

৩। ঋগ্বেদ ১০।১২১।১।।

৪। জ্যোতি বৈ হিরণ্যম্। শত. ব্রা. ৬।৭।১।২।।

৫। ছা. উ. ৭।২৪।১।। এখানে পরের 'পরমাত্মা' পদটি ব্যাখ্যান রূপ অথবা অধ্যাহৃত জানিবে।

দ্বিতীয় প্রবচন

ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

মঙ্গলবার তাং ৬ই জুলাই ১৮৭৫ সাল[১] [রাত্রি ৮ ঘটিকায়] স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ঈশ্বর-বিষয়ক ব্যাখ্যান[২] সম্বন্ধীয় বাদ-বিবাদের সারাংশ—

প্রশ্ন ঃ কার্য্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন, না—আর কোন প্রকার ?

উত্তর ঃ কোনও কোনও স্থলে অভিন্ন, আবার কোনও কোনও স্থলে ভিন্নও। উদাহরণ স্বরূপ—মৃত্তিকা নির্মিত ঘটে মৃত্তিকাই থাকে। আর নখ, রক্ত মাংস হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু নখ রক্ত মাংস নহে। এইভাবে মাকড়সার পেট হইতে জাল উৎপন্ন হয়, তাই বলিয়া পেট মাকড়সার জাল হইয়া যায় না।

গোময়াজ্জায়তে বৃশ্চিকঃ।[৩]

[অর্থাৎ—গোময় হইতে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়।] তাই বলিয়া কি গোময় ও বৃশ্চিক এক হইতে পারে ? সর্বশক্তিমান্ [এবং] চৈতন্য[৪] ইহাদের মধ্যে চৈতন্যে রহিয়াছে সর্বশক্তিত্ব, অর্থাৎ সামর্থ্যের যোগে চৈতন্য নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে। এস্থলে বিশ্বের উপাদান কারণ যে জড় পদার্থ, উহা এবং নিমিত্ত কারণ যে চৈতন্য উহা এক নহে। এবার—

একমেবাদ্বিতীয়ম্।[৫]

শ্রুতি বচন এইরূপ। উহার অর্থ করিতে হইলে উপর্যুক্ত ব্যবস্থায় কোনও বাধা সৃষ্টি হয় না। কারণ [ইহার অর্থ] 'অদ্বিতীয় অর্থাৎ ঈশ্বরই উপাদান [কারণ] হইল কিন্তু উহা এরূপ নহে। কারণ ভেদ তিন প্রকারের—কথনও কথনও স্বজাতীয় ভেদ, কথনও কথনও বিজাতীয়, এবং কথনও[৬] বা স্বগত ভেদ হয়।

১। আষাঢ় শুক্লা ৪, সম্বৎ ১৯৩২। সোমবারে দ্বিতীয়—তৃতীয়া সম্মিলিত ছিল।

২। অর্থাৎ ৪ জুলাইতে প্রথম ব্যাখ্যান।

৩। এই লৌকিক প্রসিদ্ধি বহু প্রাচীন গ্রন্থে নির্দিষ্ট আছে।

৪। এখানে সর্বত্র এই পদের প্রয়োগ 'চেতন' শব্দ স্থলে করা হইয়াছে। ঋষি দয়ানন্দ এইরূপ 'মান' শব্দের স্থানে সর্বত্র 'মান্ত' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

৫। ছা. উ. ৬।২।১।।

৬। পরোপকারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত মরাঠী সংস্করণে বিজাতীয় ভেদ 'অসতো কেরহা' এই পাঠ সংশোধকের প্রমাদে অনুল্লেখ হইয়াছে মনে হয়। কেননা, হিন্দী অনুবাদে বিজাতীয় এবং কথনও' পাঠ বিদ্যমান আছে।

এবার রহিল 'অদ্বিতীয়'। অর্থাৎ সমস্ত, এক কথায় যাহা কিছু বিদ্যমান আছে উহা ঈশ্বর। এরূপ অর্থ আধুনিক বেদান্তে গৃহীত হয়। কিন্তু এরূপ অর্থ উপযুক্ত নহে, পরন্তু (অদ্বিতীয়ের) দ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বর সে এক এবং সে সংযুক্ত নহে, ইহাই অর্থ হয়। অতঃপর—

"ঈশ্বরঃ সর্বংসৃষ্টিংপ্রাবিশৎ।"

শ্রুতির অর্থ এইরূপ[১] ইহার অর্থ কিরূপ করা উচিত। অথবা—

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"[২]

এই বাক্যের অর্থ কিভাবে করা হইবে? আধুনিক বেদান্তীরা, **'ইদং বিশ্বম্'** এইরূপ স্বীকার করিয়া, সেই শব্দের অন্বয় **'সর্বম্'**কে ইহার পক্ষে করে, পরন্তু সাহচর্য্য অর্থাৎ গ্রন্থের অগ্র পশ্চাৎ অভিপ্রায়ের প্রতি বিবেচনা করিলে **'ইদম্'** শব্দের অন্বয় **'ব্রহ্ম'** শব্দের পক্ষে করিতে হইবে। [যথা] **'ইদং সর্বং ঘৃতম্'** অর্থাৎ ইহা সবই ঘৃত, তৈলমিশ্রিত নহে। এইভাবে এই ব্রহ্ম নানা বস্তু সমূহ দ্বারা মিশ্রিত নহে। এইরূপ সর্ব শব্দের অর্থ জানিবে। এইরূপ অর্থ করিলে উক্ত আমার কথন অনুসারে শ্রুতির অর্থ হইলে [কোনও প্রকার] বাধা বিপত্তি থাকে না।

"নানা বস্তু ব্রহ্মণি"[৩] অথবা বৃহদারণ্যকোপনিষদে **"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আ [ত্মনোঽন্তরো যমা] ত্মা ন বেদ"**[৪] অথবা **"যস্য আত্মা শরীরম্"**।[৫] এই বাক্যের অর্থ করিবার সময় বাধা সৃষ্টি হইবে। এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। একই শরীরে ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এই [পৃথক্] দুই ধর্মের সমন্বয় করা সম্ভব হইবে না। গৃহ ইহা আকাশে স্থিত, আর আকাশ ইহা ব্যাপক, গৃহ ব্যাপ্য এই দৃষ্টিতে আকাশ ও গৃহ ইহারা এক এবং অভিন্ন, এরূপ অনুমান করা সম্ভব

১। দ্র. তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ (তৈ-উ. ২।৬)। ২। ছা. উ. ৩।১৪।১।।

৩। মনে হয় এটি লৌকিক শব্দ।

৪। শত পথ মাধ্যন্দিন পাঠ ১৪।৬।৭।৩০।। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শত পথের অন্তর্গত। শতপথের মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব দুইটি পাঠ পাওয়া যায়। বর্তমানে যে প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পাওয়া যায় উহা কাণ্ব-পাঠানুসারী। স্বামীজী মহারাজের পাঠ মাধ্যন্দিন পাঠানুসারী। স্বামীজী তাঁহার 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থের সপ্তম সমুল্লাস, পৃষ্ঠা ৩০২, পংক্তি ৬ (আসশ সং ২) এ ও এই পাঠ বৃহদারণ্যকের নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'বেদান্তিধ্বান্তি নিবারণ' পৃ. ৩৭১, পং ৩-৪ (দ ল গ্র সং) ইহাতেও এই পাঠ উদ্ধৃত আছে।

৫। শ. মা. ১৪।৬।৭।৩০।। দ্র. পূর্বপৃষ্ঠা ৮, টি. ৫।

নহে।[১] এভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইহারা অভিন্ন এরূপ বলিবার অবকাশ থাকে না।

"অহং[২] ব্রহ্মাস্মি"—এই বাক্যের যদি অর্থ করা যায় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত প্রীতির উদাহরণ (=আদর্শ) হইবে। ইহাই লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট হয়,—'আমিই আমার মিত্র' এরূপ বলা হয়, পরন্ত আমি এবং আমার মিত্র, ইহাদের মধ্যে সর্ব থৈব অভিন্নতা রহিয়াছে এরূপ ফলিতার্থ করা সম্ভব নহে।

সমাধিস্থ অবস্থায় **তত্ত্বমসি**[৩] মুনিরা এইরূপ বলিয়াছেন, পরন্ত সাহচর্যের প্রতি ধ্যান দিলে মুনিদের এই উক্তি "জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন" এই মতের পোষক হয় না। কারণ, এই বচনের [কি উক্তির] পূর্ব ভাগে[৪] এই সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে কারণ রূপে পরমাত্মার ঐতদাত্ম্য [কথিত] বিদ্যমান। পরমাত্মার আত্মা ভিন্ন নহে, **"স আত্মা**[৫] সেই আত্মা '**তদন্তর্যামী ত্বমসি**[৬] যিনি সমস্ত জগতের আত্মা, সে তোমারই। এ কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইহাদের মধ্যে পরস্পর সেব্য-সেবক, ব্যাপ্য-ব্যাপক আধারাধেয় এসমস্ত বাস্তবিকই খাটে। ঐতরেয়োপনিষদ্ গ্রন্থে—

'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'[৭]

বাক্যটি এই রূপ। ইহার মহাবাক্য-বিবরণে

'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'[৮]

এইরূপ বিস্তার করা হইয়াছে, তথাপি পরমেশ্বরই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ "তৎসৃষ্টিং প্রাবিশত"[৯] এই বাক্যের আধারে অর্থ করিলে কার্য কারণের ভিন্নতা হওয়া সম্ভব। ঈশ্বর, যদি জ্ঞানবান্ হন, তাহা হইলে তিনি অবিদ্যা মায়া আদির অধীন হইয়া সৃষ্ট্যুৎপত্তির কারণ হইবেন। এরূপ বলিলে 'তিনি ভ্রান্ত' এইরূপ প্রতিপাদন করিতে হইবে। যেখানে দেশ, কাল, বস্তু [র] পরিচ্ছেদ হইবে, উহা ভ্রান্তময়। ব্রহ্মের এই ভ্রান্তি হইয়াছে যদি বলা হয় তাহা হইলে ব্রহ্মের জ্ঞান অনিত্য প্রমাণিত হইবে [অতঃ] ইহা বিচারণীয় বিষয়।

১। অর্থাৎ এরূপ অনুমান করা খাটে না। ২। বৃ॰ উ॰ ১।৪।১০। ৩। ছা. উ. ৬।৮, ৯, ১০, খণ্ডে।
৪। মারাঠি সংস্করণের সহিত সর্বত্র 'উত্তর ভাগ' অপপাঠ আছে। কেননা পরবর্তী বাক্যের যে বিষয়ের নির্দেশ রাখা হইয়াছে উহা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের পূর্বে পঠিত।
৫। ছা. উ. ৬।৮, ৯, ১০।।
৬। ইহা 'তত্ত্বমসি'র অর্থ। অর্থাৎ স আত্মা=পরমাত্মা, তৎ=স আত্মা অন্তর্যামী যস্য, তাদৃশস্ত্বমসি। দ্র.—বেদান্তিধ্বান্তনিবারণ পৃষ্ঠ ৩৭২, পং. ১৯-২০ (দ ল গ্র সং)।
৭। ঐ॰ উ॰ ৫।৩।। ৮। দ্র॰—মঠায়ায় উপ॰।
৯। তুলনীয়—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তৈ. উ. ২।৬।। মুদ্রিত পাঠ অশুদ্ধ প্রতীত হয়।

এইরূপ 'জীবভাবনা' ভ্রান্তির পরিণাম। ভ্রান্তি দূর হওয়া মাত্রই জীব ব্রহ্ম হইল। যদি এইরূপ ধারণা হয় তাহা হইলে [এই ধারণা] যথার্থ নহে। কারণ পরমাত্মায় ভ্রান্তি সম্ভব নহে। আধুনিক বেদান্তানুসারে মুক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের উপর অনির্মোক্ষ ব্রহ্মই দেখা দিবে। যদি বলো, জীব ও ব্রহ্ম এক, তাহা হইলে জীবে তো ব্রহ্মের গুণ পাওয়া যায় না। জীবে অপরিমিত জ্ঞান ও অপরিমিত সামর্থ্য নাই। যদি আমি ব্রহ্ম হইয়া যাই তাহা হইলে আমি জগৎ রচনাও করিতে পারিব। এ কারণ পুনঃ একবার এরূপ মনে করা উচিত যে, বিশ্ব জড়, আর ব্রহ্ম চেতন ; ইহাদের মধ্যে আধার-আধেয়, সেব্য-সেবক, ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ বর্তমান।

"সুখমস্বাপ্‌সম্‌"[১] এই অনুভবের যোজনা করা যাইতেছে। কারণ এই যে, ইহা চৈতন্য ও নিত্যজ্ঞানী। তৈত্তিরীয়োপনিষদে আনন্দময় কোষের অবয়ব বর্ণনা করা আছে।

সারাংশ : জীব ব্রহ্ম নহে, জগৎও ব্রহ্ম নহে। এস্থলে কার্য্য কারণ পৃথক্ পৃথক্। ইহা সত্য[২], পরন্তু ঈশ্বর সজীব ও নির্জীব যাবতীয় পদার্থ স্বীয় সামর্থ্য বলে নির্মাণ করিয়াছেন। সেই সামর্থ্য তাহার নিকট সদা বিদ্যমান থাকে, এই তাৎপর্য্যে ভেদ দৃষ্ট হয় না।

২ প্রশ্ন : আপনি বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের অবতার হয় না, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ঈশ্বরকে সগুণ বা নির্গুণ মানিতেছেন কেন ?

উত্তর : জনসাধারণের মধ্যে সগুণ অর্থাৎ 'অবতার' এবং নির্গুণ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, এইরূপ অর্থ প্রচার করিয়া এ সম্বন্ধে বাদ-বিবাদ চলিয়া থাকে। পরন্তু এ অর্থ ঠিক নহে। **'স পর্য্যগাৎ'**[৩] এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে ঈশ্বরের অবতার প্রমাণ করা কোনও প্রকারেই সম্ভব হয় না, **"কবিঃ, মনীষী"**[৩] **"একো দেবঃ"**[৪] **নির্গুণশ্চ**

১। মরাঠী সং. এবং হিন্দী অনুবাদ সমূহে যে 'সুখমবাপ্‌সম্‌' পাঠ আছে উহা অশুদ্ধ।

২। উপর্য্যুক্ত 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' আদি চার বাক্য, তথা নবীন বেদান্তীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার-বিবেচনা করিতে হইলে 'সত্যার্থ প্রকাশ' সমু. ৭, পৃষ্ঠা ৩০০-৩১০ ; সমু. ১১, পৃষ্ঠা ৪৫১-৪৬৫ (আসশ সং ২) : বেদান্তিধ্বান্তনিবারণ পৃ. ৩৬৭-৩৮৪ (দ ল গ্র সং.) তথা বম্বাই-প্রবচনের দ্বিতীয় প্রবচন দেখুন।

৩। যজু. ৪০।৮।। ৪। মরাঠী সংস্করণ সমেত সর্বত্র 'একো ভূতো' অপপাঠ আছে। পূর্ণ পাঠ এরূপ
'একো দেবঃ সর্ব ভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ।। শ্বেতা. উ. ৬।১১।।

শ্রুতিবাক্য এই এইরূপ পাওয়া যায়। এই বাক্য অনুসারে ঈশ্বর সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ এই সমস্ত গুণ ঈশ্বরে থাকায় তিনি সগুণ, পরন্তু তাঁহাতে জড়ের গুণ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত গুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকায় তিনি **নির্গুণ**।[১] প্রথমে আমি যে শ্রুতি বাক্য বলিয়াছি উহার সাহচর্য্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমি যে শ্রুতিবাক্য বলিয়াছি উহা দ্বারা এই অর্থই প্রমাণিত হয়।

৩ প্রশ্ন ঃ প্রার্থনা কেন করা উচিত? ঈশ্বর তো সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বশক্তিমানও, তিনি তো আমাদের মনের কথা জানেন এবং তিনি কেনই বা আমাদের এরূপ ভাবে সৃষ্টি করিলেন যে, আমরা পাপ করিব? এইরূপ পাপবিষয়িনী প্রবৃত্তি (আমাদের মধ্যে) রাখিয়া আমাদের পাপ কর্মের দণ্ডদান করিয়া থাকেন, এমতাবস্থায় ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতাই বা কোথায় রহিল?

উত্তর ঃ আমাদের মাতা-পিতা ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ সমূহ লইয়া আমাদের পালন পোষণ করেন। তথাপি তাঁহারা আমাদের প্রতি মহান্ উপকার করিয়া থাকেন। এই উপকারীদের স্মরণ করা আমাদের ধর্ম, একথা আমরা স্বীকার করি। আবার ঈশ্বর সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন এই অবস্থায় তাঁহার অসংখ্য উপকারকে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়—কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর মন স্বভাবতঃই প্রসন্ন ও শান্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয়—পরমেশ্বরের শরণে—আশ্রয়ে আসিলে আত্মা নির্মল হয়।

চতুর্থ—প্রার্থনা দ্বারা অনুশোচনা উৎপন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে পাপ বাসনার শক্তি ক্ষয় হয়।

পঞ্চম—সততা ও প্রেম এই সমস্ত গুণ আমাদের মধ্যে দৃঢ় হয়।

ষষ্ঠ—স্তুতি অর্থাৎ যথার্থ বর্ণনাসহ ঈশ্বর স্তুতি করিলে নিজের প্রীতি বৃদ্ধি হয়। কেননা, যতই তাঁহার গুণ বুঝিতে সক্ষম হই, ততই তাঁহার প্রতি প্রীতিভাবের বৃদ্ধি হইতে থাকে।

১। নির্গুণ শব্দ লইয়া অনেকে বাদ-বিবাদ করিয়া থাকেন যে, নির্গুণ অর্থাৎ যাহা হইতে গুণ তিরোহিত হইয়াছে এইরূপ নিরাকারের অর্থও করিয়া থাকেন। যাহা হইতে আকার তিরোহিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে উহাতে গুণ ও আকার বিদ্যমান ছিল। পরন্তু এইশব্দ সমূহের এইসব অর্থ সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা জানিতে হইলে শ্রীপণ্ডিত বিদ্যাসাগর শাস্ত্রী কৃত 'অষ্টোত্তরশতনামমালিকা' পৃষ্ঠা ১৬০ (রামলাল কপূর ট্রাস্টে লব্ধ)। নির্গুণ ও সগুণের ব্যাখ্যা আর্য্যোদ্দেশ্য রত্নমালা সংখ্যা ২৭, ২৮ তথা 'সত্যার্থপ্রকাশ' সমুল্লাস ১০, পৃষ্ঠা ৪৪ পংক্তি ১০-১৮ ; সমু. ৭, পৃষ্ঠা ৩১১, পংক্তি ৮-১০ (আসশ সং ২) ইহাও দ্রষ্টব্য।

আবার, উপাসনা দ্বারা আত্মায় সুখের সঞ্চার হয়, এই উপায় ব্যতীত পাপনাশ করিবার অন্য কোনও উপায় নাই। কাশীবাসী হইলে আমাদের পাপ নাশ হয়,[১] অথবা 'তোওবা' করিলে পাপ মুক্ত হওয়া যায়[২], কিংবা আমাদের পাপের বোঝা অমুক ভদ্র পুরুষ উঠাইয়া বলিদান হইয়া গেলেন (শূলে বিদ্ধ হইলেন)[৩], ইত্যাদি অন্যান্যদের ধারণা এইরূপ, এ সমস্ত ধারণা অপ্রশস্ত অর্থাৎ ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপাসনা-যোগ দ্বারা বিবেক জাগ্রত হয়। বিবেকবান্ হইলে ক্ষণিক (নাশবান্) বস্তু সমূহে শোক ও আনন্দ ইহাদের কোনওটাই হয় না।

অতঃপর ইহাও জানিয়া রাখুন যে, ঈশ্বর জীবকে স্বতন্ত্র করিয়াছেন, এ কারণ জীবের দ্বারা পাপ কর্মও অনুষ্ঠিত হয়। যদি তাহাকে পরতন্ত্র=পরাধীন করা হইত তাহা হইলে সে কেবল জড় পদার্থবৎ হইয়া থাকিত। জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকায় ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতার প্রতি কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি হয় না। কারণ ইহাদের উভয়ের[৪] মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নাই। বালককে যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে হোঁচট খাইবে, ইহা মনে করিয়া মা আপন সন্তানকে বাঁধিয়া রাখে না। তথাপি সন্তান দৌরাত্ম্য, মারামারি অবশ্যই করে। এ জ্ঞান মায়ের মনে রহিয়াই থাকে। এই লৌকিক উদাহরণ অনুসারে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতায় এবং জীবের স্বাতন্ত্র্যে কোনও বিরোধ থাকে না। জ্ঞান বিষয়ে স্বতন্ত্রতা যেরূপ তাঁহার আছে, সেইরূপ আচরণ বিষয়ে জীবকে প্রদত্ত সামর্থ্যের মর্য্যাদায় মানুষেরও স্বতন্ত্রতা আছে। যদি এরূপ স্বতন্ত্রতা না থাকিত তাহা হইলে যে সুখভোগ আজ হইতেছে, উহা হইত না এবং জীব-সৃষ্টির উৎপত্তি ব্যর্থ হইয়া যাইত।

———

১। ইহা পৌরাণিকদের ধারণা ও মত। ২। ইহা মুসলমানদের ধারণা ও মত।
৩। খৃষ্টান মতাবলম্বীদের মতে যীশুখৃষ্ট।
৪। অর্থাৎ জীবের স্বাতন্ত্র্য ও ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতায়।

তৃতীয় প্রবচন

ধর্মাধর্ম

[১]স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠয় ভীড়ের বাড়ে তাং ৮ জুলাই[২], রাত্রি ৮ ঘটিকায় যে ব্যাখ্যান দেন, উহার সারাংশ—

ওম্, ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ঋক্ সংহিতা ১।৮৯।৮ [৩]

ওম্, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(স্বামীজী মহারাজ এই ঋচাটি প্রথম পাঠ করেন, ইহার পর ধর্মাধর্ম এই বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যান আরম্ভ করেন।)

পরমেশ্বরের আদেশ, ইহা ধর্ম ;—অবজ্ঞা, ইহা অধর্ম ; বিধি ইহা ধর্ম, নিষেধ ইহা অধর্ম ; ন্যায়, ইহা ধর্ম, অন্যায়, ইহা অধর্ম ; সত্য, ইহা ধর্ম, অসত্য, ইহা অধর্ম ; নিষ্পক্ষপাত ইহা ধর্ম, পক্ষপাত ইহা অধর্ম।

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি[৪] এই প্রতীকের মন্ত্রটি **শুক্ল যজুঃ**[৫] সংহিতার

১। পরোপকারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত মারাঠী সংস্করণে এই পংক্তির উপর মোটা অক্ষরে 'বুধবার তাং ৮ জুলাই ১৮৭৫' পাঠ ছাপা আছে, আমি যে মারাঠী সংস্করণ পাইয়াছি উহাতে ১৮৭৫ সন ছাপা নাই। এথানে 'বুধবার' নির্দেশ অশুদ্ধ জানিবে। ৮ জুলাই ১৮৭৫ সাল, এটি বৃহস্পতিবার। পরোপকারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত মারাঠী সংস্করণে ব্যাখ্যান ৪, ৫, ৬, ৮, ৯ ইহার প্রারম্ভেও এই উল্লেখ পাওয়া যায়, এটি প্রক্ষিপ্ত। ব্যাখ্যান ৫, ৬, ৮, ৯, ইহাতে যে বারের উল্লেখ আছে উহাও অশুদ্ধ। ২। আষাঢ় শুক্লা ৬, বৃহস্পতিবার, সম্বৎ ১৯৩২।

৩। হিন্দীর গ, ঘ, ঙ সংস্করণে এই মন্ত্রের প্রতীক্, 'ঋক্ সংহিতা মন্ত্র ১।অনু ১৪। সূক্ত ৮৯।মন্ত্র ৮ ছাপা আছে। পরন্তু মন্ত্র পাঠ, যজুর্বেদ (২৫।২১) করা হইয়াছে। মারাঠী সংস্করণে (ঋক্-সংহিতা ১।৮৯।৮) প্রতীক্ পাওয়া যায় কোষ্ঠকে। মারাঠী সংস্করণে ঋগ্বেদ এরই মন্ত্রপাঠ আছে। যজুর্বেদের পাঠ (২৫।২১) '০ স্তুষ্টুবাং সস্তনূভির্ব্যশেমহি' এইরূপ আছে।

৪। যজু, ১৯।৩০॥ সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াऽऽপ্নোতি দক্ষিণাম্। দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ॥

৫। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী যজুর্বেদ বলিতে 'শুক্ল যজুঃ' অথবা 'শুক্ল যজুর্বেদ' শব্দের ব্যবহার "ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৭৩, পং ৭ ; পৃষ্ঠা ৩৩৪ পং ১০ ; সত্যার্থ প্রকাশ (সন ১৮৭৫) পৃষ্ঠা ৩৩২, পংক্তি ১১ ; ঋক্‌ভাষ্যের নমুনা সংখ্যার পৃষ্ঠা ১৪৬, পংক্তি ১, ভ্রান্তি নিবারণ পৃষ্ঠা ২২২, পংক্তি ৮ ; পুনা প্রবচনের পঞ্চদশ প্রবচনের আরম্ভে ও করিয়াছেন। "কৃষ্ণ যজুর্বেদ" শব্দের প্রয়োগও ভ্রান্তিনিবারণ, পৃষ্ঠা ২২২, পংক্তি ৯ এ দৃষ্ট হয়।

হইতে বলা হইয়াছে এবং উহার অর্থ করা হইয়াছে।

ধর্ম, উহা যদি সত্য মূলক হয়, তাহা হইলে সেই সত্যটি কি?

প্রমাণৈরর্থ-পরীক্ষণম্[১]। এই ন্যায় অনুসারে যে বস্তুটি হইবে, উহাই সত্য।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সংন্যাস।

"অহিংসা পরমোধর্মঃ।"

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্॥" মনু০৬৷৯২॥

(ধর্ম ও অধর্ম বহু সংখ্যক, পরন্তু উহাদের মধ্যে বিশেষ রীতি অনুসারে এগারটি ধর্ম ও এগারটি অধর্ম।[২] স্বামীজী মহারাজ উহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন।)

এইরূপ একাদশ লক্ষণযুক্ত ধর্মের সংজ্ঞা সনাতন উপদিষ্ট।

প্রথম (১) **অহিংসা**—ইহার লক্ষণ—

"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহ যমাঃ॥"

যোগসূত্র সাধন পাদ, ৩০ সূত্র।

(১) **অহিংসা**—ইহার অর্থ কেবলমাত্র "পশু আদি হনন না করা" এইরূপ সঙ্কুচিত অর্থ করা হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাসদেব এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা—

'সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানামভিদ্রোহঃ অহিংসা জ্ঞেয়॥'[৩] অর্থাৎ [সর্বথা সর্বদা সমস্ত প্রাণীর সহিত বৈর ত্যাগ করা।

(২) **ধৃতি**—অর্থাৎ ধৈর্য্য। রাজ্যও যদি যায়, তথাপি ধর্মের ধৈর্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ধৈর্য্য ত্যাগ করিলে ধর্ম পালন হয় না।

(৩) **ক্ষমা**—অর্থাৎ সহনশীলতা। বলবান্ ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির প্রতি যদি কোনও অপকর্ম করে, আর দুর্বল উহা নীরবে সহ্য করে, ইহাকে ক্ষমা বলে না। ইহা সামর্থ্যহীনতা। শরীরে সামর্থ্য আছে, অথচ অপকর্ম আচরণকারীর প্রতি প্রতিকার না করা, ইহা 'ক্ষমা'।

(৪) **দম—দম নাম মনসো বৃত্তিনিগ্রহঃ**—মানসিক বৃত্তি সমূহকে নিগ্রহ করার নাম 'দম'। ইহার অর্থ বৈরাগ্য নহে।

১। ন্যায় ভাষ্য ১৷১॥

২। পূর্বোক্ত এগার লক্ষণযুক্ত ধর্ম এবং এগার লক্ষণযুক্ত অধর্মের উল্লেখ সত্যার্থ প্রকাশ (**সন** ১৮৭৫) গ্রন্থেরও ১৬৯—১৭১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। সংস্কারবিধিতে ধর্মের এই এগারটি লক্ষণ গণ্য করা হইয়াছে, পরন্তু অধর্মের লক্ষণ ভিন্ন। দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৩ (আসশসং)।

৩। যোগদর্শন ১৷৩০ ব্যাসভাষ্য। পরবর্তী পদ বাক্যের পূর্তির জন্য অধ্যাহৃত জানিবে।

(৫) **অস্তেয়**—অন্যায় উপায়ে ধনাদি গ্রহণ করা। অনুমতি না লইয়া পরের দ্রব্য তুলিয়া লওয়া স্তেয়। স্তেয় ত্যাগ অর্থাৎ 'অস্তেয়'।

(৬) **শৌচ**—দুই প্রকারের—শারীরিক ও মানসিক। উৎকৃষ্ট রীতি অনুসারে স্নানাদি বিধির আচরণ করা, ইহা 'শারীরিক শৌচ'। যে কোনও দুষ্প্রবৃত্তিকে মনে স্থান না দেওয়া, ইহা 'মানসিক শৌচ'। শরীর স্বচ্ছ রাখিলে রোগ সৃষ্টি হয় না—তথা মানসিক প্রসন্নতাও থাকে।

(৭) **ইন্দ্রিয় নিগ্রহ**—অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ন্যায়ানুসারে বশে রাখা। অতীব যুক্তি সহকারে ইন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহ করা উচিত। পরস্পর সম্বন্ধের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ ঘটে। মনু বলিয়াছেন—

> **"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।**
> **বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"[১]**

এই বাক্যের অর্থ—ইন্দ্রিয় এতই প্রবল যে, মাতা তথা ভগিনীর সহিত থাকিলেও সাবধান হইয়া থাকা উচিত।

(৮) **ধী**—অর্থাৎ বুদ্ধি। সর্বপ্রকার বুদ্ধি যাহাতে বলবতী হয়, এরূপ আচরণ করা উচিত। যদি শরীর বলবান না হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি বল কি করিবে? এ কারণ শারীরিক বল সম্পাদন এবং উহার রক্ষার্থে অধিক যত্নবান থাকা উচিত।

(৯) **বিদ্যা**—যোগসূত্রে অবিদ্যার লক্ষণ করা হইয়াছে—

> **"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।[২]**
> **তস্য হেতুরবিদ্যা।"** যোগসূত্র সাধনপাদ, ২৪ সূত্র।

অবিদ্যা অর্থাৎ বিষয়াসক্তি, ঐশ্বর্য্যভ্রম, অভিমান এই সমস্ত। কতিপয় বৃহদ্গ্রন্থের বাক্য মুখস্থ করিলে বিদ্যা উৎপন্ন হয় না। মুখস্থ করা হইবে বিদ্যার সাধন।

যথার্থ দর্শন ইহা বিদ্যা, যথার্থ বিহিত জ্ঞান ইহা বিদ্যা।[৩] প্রমার[৪] বিরুদ্ধ ভ্রম; বিদ্যায় ভ্রম উৎপন্ন হয় না। **'অনাত্মনি আত্মবুদ্ধিঃ' 'অশুচি পদার্থে**

১। মনু. ২।২১৫॥ ২। যোগদর্শন ২।৫॥

৩। পরোপকারিণী সভা হইতে মুদ্রিত মারাঠী সংস্করণে "যথার্থ বিহিত জ্ঞান বিদ্যা আহে" এই অংশটি মুদ্রণ প্রমাদ দোষে মুদ্রিত হয় নাই।

৪। প্রমা—যথার্থ জ্ঞান।

শুচি বুদ্ধি' এগুলি ভ্রম। ইহাই অবিদ্যার লক্ষণ এবং ইহার বিপরীত যে লক্ষণ, উহা বিদ্যার লক্ষণ।

যে ব্যক্তির অন্তরে, আমি ধনবান্, আমি মহান্ রাজা, এইরূপ অভিমান উৎপন্ন হয়, ইহা অবিদ্যার কারণ হইয়া থাকে। অতএব সর্বপ্রকারে বিদ্যা সম্পাদন বিষয়ে প্রযত্নশীল হওয়া উচিত। আমাদের দেশে বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিবার রীতির কারণে বিদ্যার্জ্জনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অপবিত্র পদার্থে পবিত্রতা জ্ঞান, ইহা অবিদ্যা। ঈশ্বরের ধ্যান, ইহা পূর্ণ বিদ্যা। ইহা সমস্ত বিদ্যার মূল। যে কোনও দেশে ইহার [বিদ্যার] হ্রাস হইলে সেই দেশের দুর্দশা উপস্থিত হইইয়াছে জানিবে।

(১০) **সত্য**—তিন প্রকার। **সত্য-ভাব, সত্য-বচন, সত্য-কর্ম**। সত্য ভাবনা যথার্থ হওয়া চাই, সত্য ভাষণ করা উচিত আর সত্য আচরণ তো অবশ্য কর্তব্য। কোনও প্রকারের বিকল্প মনে উদয় হওয়া উচিত নহে। অসত্য পরিত্যাগ করা উচিত। যোগসূত্রে বিকল্পের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প।"[১]

কোনটি সম্ভব [এবং] কোনটি অসম্ভব ইহা বিচার করা কর্তব্য। কুম্ভকর্ণ বিষয়ে তুলসীদাসের এক দোহা আছে—

"জোজন[২] এক মূছ রহি ঠাঢ়ী. জোজন চার নাসিকা বাঢ়ী।"

দেব মামলেদারের[৩] বচনকে এ সময় কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকে—তিনি তাঁহার এক কথায় পুরুষকে নারীতে পরিবর্তন করিয়া দিলেন। এইরূপ অসম্ভাব্য উক্তি আমাদের দেশে বহু প্রচারিত। এ কারণ প্রমাণের সাহায্যে, অর্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐসমস্ত উক্তিতে কতটুকু সত্য ও কতটুকু অসত্য রহিয়াছে।

(১১) **অক্রোধ**—মস্ত বড় যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, উহাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। স্বাভাবিক ক্রোধ দূর হওয়া সম্ভব নহে। পরন্তু উহাকেও দমন করা মনুষ্যের ধর্ম। ক্রোধের অধীন হইলে মহান্ অনর্থ হয়।

এইরূপ একাদশ লক্ষণযুক্ত সনাতন ধর্ম। [মনুষ্য মাত্রের ইহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।[৪]

১। যোগদর্শন ১।৯।। ২। হিন্দী সংস্করণে 'যোজন' মারাঠী সংযোজন পাঠ আছে। ৩। দেব মামলেকর নামক এক সাধু দক্ষিণ দেশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত। ৪। হিন্দী সংস্করণে 'সহায়' পাঠ আছে। মারাঠী সংস্করণে তদ্ভব 'সাহায্য' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এতদ্ দেশপ্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥

মনুস্মৃতি অ০ ২।২০॥

ব্যবহারিক ধর্মের প্রতিও ধ্যান দেওয়া প্রয়োজন। সমস্ত বিশ্বে এই আর্য্যাবর্ত্ত[১] হইতেই বিদ্যার প্রসার ঘটিয়াছিল। এই আর্য্যাবর্ত্তের[২] আর্য্যদের বৈভব বর্ণনা যতই করা যাক্ না কেন উহা অত্যল্প। সমুদ্রগামী জাহাজের উপর কর ধার্য্য করিবার নির্দেশ মনু মহারাজ তাঁহার মনুস্মৃতি গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন—

সমুদ্রযান কুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপযন্তি তু যাং বুদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥

মনুস্মৃতি অ০ ৮।১৫৭॥

ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, আমাদের দেশের শিল্পীরা সমুদ্রগামী জলযান নির্মাণ করিতেন।[৩]

অধর্ম—অর্থাৎ অন্যায়। ইহার প্রতি আলোকপাত করা উচিত। মনু এই প্রকার লিখিয়াছেন—

পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসম্॥৫॥
পারুষ্যমনৃতং চৈব পৈশুন্যং চাপি সর্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্॥৬॥
অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥৭॥

মনুস্মৃতি অ০ ১২।৫, ৬, ৭॥

১। মারাঠী সংস্করণে 'হিন্দুস্থান' শব্দের প্রয়োগ আছে। স্বামীজী মহারাজ 'হিন্দু' বা 'হিন্দুস্থান' শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। তিনি এস্থলে নিশ্চয়ই 'আর্য্যাবর্ত্ত' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। হিন্দুস্থান শব্দের প্রয়োগ মারাঠী অনুবাদক মহাশয় অথবা সারাংশ সংগ্রহ কর্ত্তা লিখিয়া থাকিবেন। চতুর্থ প্রবচনে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' প্রকরণে ভুল বশতঃ হিন্দু শব্দের উচ্চারণ হইলে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু শব্দের মূল অর্থ যে মন্দ ইহা দেখাইয়াছেন। পাঠক সেই প্রকরণের প্রতিও ধ্যান রাখিবেন।

২। হিন্দি অনুবাদ সমূহে 'এই দেশ' পাঠ আছে। মূল মারাঠী সংস্করণে হিন্দুস্থান শব্দ আছে। (এই পৃষ্ঠার টিপ্পনী ১ দ্রষ্টব্য)

৩। এই বাক্যটি মারাঠী সংস্করণ সমেত সমস্ত সংস্করণে শ্লোকের পূর্বে বসান আছে। প্রসঙ্গ অনুসারে ইহা শ্লোকের পর থাকা সমীচীন। অতএব ইহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

মানসিক কর্মের মধ্যে তিনটি মুখ্য অধর্ম। [পরদ্রব্যেষভিধ্যানম্ অর্থাৎ[১]] পরদ্রব্য হরণ বা চুরি করা ; 'মনসানিষ্টচিন্তনম্'—অর্থাৎ অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা, মনে দ্বেষভাব পোষণ করা, ঈর্ষ্যা করা, 'বিতথাভিনিবেশ' অর্থাৎ মিথ্যা স্থির করা।

বাচিক অধর্ম চারটি—পারুষ্য অর্থাৎ কঠোর ভাষণ। সর্বকালে সর্বদা মৃদু-কোমল সম্ভাষণ করা, ইহাই মানুষের কর্তব্য। কোন অন্ধ ব্যক্তিকে **'এই অন্ধ'** বলা নিঃসন্দেহ সত্য, পরন্তু উহা কঠোর সম্ভাষণ হওয়ায়—অধর্ম। অনৃত ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যা বলা। পৈশুন্য অর্থাৎ চুগলী করা [বা লাগানে ভাঙানে কথা বলা] অসম্বন্ধ প্রলাপ অর্থাৎ জানিয়া-শুনিয়া এধার ওধারের কথা বলা।

শারীরিক অধর্ম তিনটি—'অদত্তানামুপাদানম্' অর্থাৎ চুরি। হিংসা অর্থাৎ সর্ব প্রকার ক্রূর কর্ম। 'পরদারোপসেবা' অর্থাৎ ব্যভিচার। কোনও ব্যক্তি আপন ভূমিতে নিজ বীজ বপন না করিয়া সে যদি অপরের ভূমিতে আপন বীজ বপন করে তাহাকে কি বলা হইবে বলুন ? আমরা কি তাহাকে মূর্খ বলিব না ? যে স্বীয় বীর্যকে অগম্যাগমন করিয়া ব্যয় করে সে তো মহামূর্খ। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকে যে, সে যদি তাহার নগদ পয়সায় বাজারের দ্রব্য খরিদ করে, ইহাতে ব্যভি-চারের পাপ লাগিবে কেন ? পরন্তু গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া আপন [অমূল্য] বীর্য ক্ষয় করা ইহা কি প্রকারের ব্যাপার ? এইরূপ ব্যাপারী মহামূর্খ নহে তো কি ?

ধর্মের তিনটি স্কন্ধ—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান।[২]

যজ্ঞ—অর্থাৎ হোম। যজ্ঞ কর্ম দ্বারা বায়ু শুদ্ধ হইয়া দেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। মীমাংসা এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ সমূহে মন্ত্রময়ী দেবতা স্বীকার করা হইয়াছে, বিগ্রহবতী দেবতা স্বীকার করা হয় নাই।[৩] এই ব্যবস্থার দ্বারা শাস্ত্রকারগণ বহু বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছেন, পরন্তু—

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ।[৪]

এই পুরুষসূক্তের ঋচার সঙ্গতি যুক্ত করা পর্যাপ্ত কঠিন কর্ম অনুভব করিতেছি।[৫]

১। এই পাঠ মারাঠী সংস্করণেও নাই। তথাপি পূর্বের পাঠ অনুসারে হওয়া উচিত।

২। ত্রয়োধর্মস্কন্ধাঃ—যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি। ছা° উ° ২।২৩।১॥

৩। মীমাংসা ৯।১।৯ ভাষ্যে দেবতাকে মন্ত্রময়ী বলা হইয়াছে এবং বিগ্রহবতী দেবতার খণ্ডন করা হইয়াছে।

৪। ঋগ্বেদ্ সংহিতা ১০।৯০।১৬॥ যজুঃ সংহিতা ৩১।১৬॥

৫। এই পংক্তির আশয় সুস্পষ্ট নহে। মনে হয় এস্থলে বক্তা এই কথাটি বলিতে চাহিতেছেন উক্ত মন্ত্রে বিগ্রহবান দেব স্বীকার করিতেই হইবে। এই সমস্ত বিগ্রহবান্ দেব বিদ্বাংসো হি দেবাঃ (শত ৩।৭।৩।১০) অনুসারে—বেদজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ।

অধ্যয়ন—অধ্যয়ন অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের পড়ান।

পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া। মনুস্মৃতি ২।৬৭।

ইহাতে **'গুরৌ বাসঃ'** অর্থাৎ [গুরু সমীপে অধ্যয়ন করিবার জন্য বাস করা পরন্তু][1] কুল্লুক ভট্ট 'পতি গৃহে বাস' এইরূপ অর্থ করিয়া অর্থের অনর্থ করিয়াছে।

পুরাকালে আর্য্যদের মধ্যে নারীরা উৎকৃষ্ট উপায়ে অধ্যয়ন করিতেন। আর্য্যদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন—নারীরা আজন্মকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ করিয়া থাকিতেন, এবং সাধারণ নারীদেরও উপনয়ন ও গুরুগৃহে বাস ইত্যাদি সংস্কার হইত। ইহা সর্বজন বিদিত।

গার্গী, সুলভা, মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী আদি উচ্চ সুশিক্ষিতা নারী হইয়া মহাজ্ঞানী ঋষি-মুনিদের সংশয় সমূহের সমাধান করিতেন, না জানি কেন কুল্লুক ভট্ট **'পতিসেবৈব গুরৌ বাসঃ'** এরূপ অর্থ কি ভাবিয়া করিলেন? আথর্বণ[2] সংহিতায়—

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানাং বিন্দতে পতিম্।

অ০ বে০ ১১।৫।১৮।

এইরূপ স্পষ্ট বাক্য রহিয়াছে। এই বাক্যকে একদিকে রাখিয়া কুল্লুক ভট্টের অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইবে। সুশিক্ষিতা নারীরা কুটুম্ব গৃহস্থদের সর্বপ্রকারে সাহায্যকারিণী। ইহাতে সঙ্গতি শক্তি কতটুকু আছে বিচার করুন। বিদ্বান্ ব্যক্তির হাতে যদি অবিদুষী স্ত্রীর ভার পড়ে তাহা হইলে উহার পরিণাম কিরূপ ঠেকিবে? আবার, কেবল নারীই শিক্ষা লাভ করিবে এই পর্য্যন্তই নহে, কিন্তু সমস্ত মানবজাতির বেদাভ্যাস করিবার অধিকারও আছে।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাঁ শূদ্রায চার্য্যায চ স্বায চারণায চ॥

বাজসনেয় যজুঃ সংহিতা অ০ ২৬। মন্ত্র ২॥

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিযাজ্জাতমেবং তু বিদ্যাদ্ বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥[3]

শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, মনুবাক্যের এই অংশটিরও বিচার করা কর্তব্য।

১। এ পাঠ মারাঠী সংস্করণে নাই। ইহা যুক্ত না থাকিলে বাক্য রচনায় খঞ্জতা প্রতীত হয়।
২। মারাঠী সংস্করণে 'অথর্বণ' পাঠ ভ্রষ্টরূপে আছে। পাঠ হওয়া উচিত 'আথর্বণ'।
৩। মনু ১০।৬৫॥

অধ্যয়ন করা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিপালন করা ইহা মহদ্ধর্ম। ব্রহ্মচর্য্যের কারণ শারীরিক বল এবং বুদ্ধি-বল লাভ করা যায়। আজকাল পুত্রকন্যাদের অসময়ে বিবাহ দিবার কু-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কাশীনাথ **'শীঘ্রবোধ'** নামক এক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহাতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে,—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌ গৌরী নব বর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত উর্ধ্বং রজস্বলা ॥১॥
মাতা চৈব পিতা তস্যা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রযস্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥২॥

কন্যা শীঘ্র গৌরী হয়, রোহিণী হয়, রজস্বলা হয় এইরূপ প্রগল্‌ভতা দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনার কাল আজ ৮০[১] বৎসরও হয় নাই।

স্বয়ংবর সম্বন্ধে মনু মহারাজের বচন—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
উর্ধ্বং তু কালাদেতস্মাদ্‌ বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥[২]

মনু মহারাজ এইরূপ বলেন যে, কন্যার পক্ষে মৃত্যু পর্যন্ত যদি কুমারী থাকিতেও হয় থাকিবে, পরন্তু কন্যা কদাপি দুষ্ট মনুষ্যের সহিত বিবাহ করিবে না॥

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায কর্হিচিৎ ॥[৩]

প্রাচীন সুশ্রুত এবং চরক—এই বৈদ্যক গ্রন্থ সমূহে আয়ুর চার অংশ কল্পনা করা হইয়াছে। (১) বৃদ্ধি (২) যৌবন (৩) সম্পূর্ণতা ও (৪) হানি। ইহাদের ব্যবস্থা এই শ্লোকে[৪] দেওয়া হইয়াছে।

১। গ, ঘ, ঙ সংস্করণ সমূহে ১০০ বৎসর পাঠ লেখা আছে। মারাঠী সংস্করণে "ঐশীবর্ষে" অর্থাৎ '৮০ বৎসর' পাঠ আছে। প্রতীত হয় পণ্ডিত গণেশ রামচন্দ্র যখন সম্বৎ ১৯৫০ যখন হিন্দীতে অনুবাদ করেন সে সময় ব্যাখ্যানকাল সন ১৮৭৫=সম্বৎ ১৯৩২ এ ১৮ যোগ করিয়া ৮০+১৮ =৯৮ অর্থাৎ অর্থাৎ ১০০ বৎসর করিয়া দিল। পরবর্তী সংস্করণ সমূহে এথান হইতে ভুল হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সংস্করণ ২০২৯ সম্বতে ১৮৭ বৎসর জানা উচিত।

২। মনু০ ৯।৯০॥ মনুস্মৃতিতে দ্বিতীয় চরণের পাঠ "কুমার্যতুমতী সতী" আছে। সত্যার্থ প্রকাশ স০ বি০ শুদ্ধ পাঠ আছে। প্রতীত হয় সারাংশ লেখকের দ্বারা উত্তর শ্লোকের আধারে এস্থলের পাঠ ভ্রষ্ট হইয়াছে।

৩। মনু০ ৯।৮৯।

৪। হিন্দী সং০ 'এই সমস্ত বাক্য'তে। মারাঠী সং০ 'যা শ্লোকান্ত' পাঠ আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা শ্লোক নহে, ইহা গদ্য।

বৃদ্ধির্যৌবন সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি। আষোডষাদ্ বৃদ্ধিঃ আপঞ্চবিংশতের্যৌবনং[১], আচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা, ততঃ কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি ॥

পুরুষের উপযুক্ত আয়ুকাল কম পক্ষে চল্লিশ বৎসর হওয়া উচিত। নিকৃষ্ট পক্ষে পুরুষের আয়ুকাল পঁচিশ বৎসর এবং কন্যার পক্ষের ষোল বৎসর বয়স[২] হওয়া উচিত, এইরূপ সুশ্রুত মত।

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোডশে।
সমত্বাগতবীর্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ।[৩]

ছান্দোগ্য উপনিষদে[৪] প্রাতঃসবন চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণনা করা আছে। ইহা পুরুষের কুমার অবস্থা। চুয়াল্লিস বৎসর পর্যন্ত মধ্য সবন বর্ণিত, ইহাই যৌবন কাল। আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সায়ং সবণ বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণতার অবস্থা। ইহার পর যে সময় আসে, উহা [উৎকৃষ্ট সময় বিবাহ আদির পক্ষে স্বীকার করা হইয়াছে][৫] বিবাহ হইবার পূর্বে বেদাধ্যয়ন অবশ্য করা উচিত। আজ কাল ব্রাহ্মণ গণ স্বার্থ বশে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

অথর্ববেদে অল্লোপনিষদের কাহিনী প্রসিদ্ধ।[৬] স্বার্থবশে পণ্ডিতেরা নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়াছেন। এবং জানিয়া শুনিয়া বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভ্রম সৃটি করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। শালা[৭] সমূহ থাকুক, উহাতে [বেদ]

১। সংস্কারবিধি [হিন্দী] গর্ভাধান সংস্কার পৃষ্ঠ ৪২ (আসশসং) এ 'আচতুর্বিংশতে যৌবন পাঠ আছে। কিন্তু অর্থ স্থলে পঁচিশতম বৎসর হইতে লেখা আছে।

২। মরাঠী সংস্করণে 'বয়' পদের নির্দেশ আছে। ইহা উপযুক্ত। ভারতবর্ষের কতিপয় প্রান্তীয় ভাষাতেও 'বয়' শব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'আয়ু' পদের ব্যবহার সম্পূর্ণ জীবিতব্য কালের পক্ষে ব্যবহৃত হয়। অতএব হিন্দীতে উমর অর্থে 'আয়ু' পদের প্রয়োগ বিবেচ্য।

৩। সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৫।১৩॥

৪। দ্রষ্টব্য ৩।১৬।২—৬॥

৫। কোষ্ঠান্তর্গত পাঠ মারাঠী সংস্করণে নাই। মারাঠী সংস্করণের পাঠ ত্রুটি পূর্ণ। ইহা উহার নিজের পাঠ হইতে প্রমাণিত হয়। হিন্দী সংস্করণে এই পাঠ পণ্ডিত গণেশ রামচন্দ্র যুক্ত করিয়াছেন।

৬। এ সম্বন্ধে সত্যার্থপ্রকাশ সমুল্লাস ১৪র শেষে (পৃষ্ঠা ৮৪০) তথা ঋষি দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপণ (সং ৩) পূর্ণ সংখ্যা ৭৪২, ভাগ ২, পৃষ্ঠা ৭৫১ সংখ্যক পত্র দেখুন।

৭। অর্থাৎ পাঠশালা সমূহ।

অধ্যয়ন চলুক, পরীক্ষা গ্রহণ হোক্ এবং বেদ অধ্যয়ন সর্ব প্রকারে[১] উৎসাহ লাভ করুক এরূপ [প্রযত্ন করা] উচিত।[২]

দান—আজকাল দান শব্দের অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় উহা যথার্থ নহে। উদর সর্বস্ব পেটুক ব্রাহ্মণরা বলেন—

পরান্নং দুর্লভং লোকে শরীরাণি-পুনঃ পুনঃ।

বিবেচনা মূলক দান সর্বদা দেওয়া হইত। কিন্তু ইদানীং মানুষ **পীত্বা পীত্বা**[৩] **ব্রহ্মাপি মৃতঃ'** এইরূপ বাক্য প্রচার করিয়া দানের মিথ্যা অর্থ করিয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধির জন্য ব্যয়, কলা কৌশলের (উন্নতির) জন্য ব্যয় করা এরূপ দান সমুচিত।

আশ্রম চার—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বর্ণনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

গৃহস্থ আশ্রম ইহাতে পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইয়া সামাজিক হিত বৃদ্ধি হয়। ইহাই মুখ্য ধর্ম। এইরূপ সামাজিক প্রীতি বৃদ্ধির জন্য মূর্ত্তি পূজা আদি পাষণ্ড কর্ম নষ্ট হওয়া উচিত।

সন্তুষ্টো ভার্যযা ভর্তা ভার্যা ভর্ত্রা[৪] তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥[৫]

উপর্যুক্ত শ্লোকে বর্ণিত বচনানুসারে গৃহস্থদের আনন্দে থাকিয়া নির্বাহ করা উচিত, ইহা তাহাদের মুখ্য ধর্ম।

১। হিন্দী সংস্করণ সমূহে "দুঃখের কথা"র পরে 'অতএব এরূপ হোক্ যেন স্থানে স্থানে বেদশালা সমূহ থাকুক, সেখানে বেদ অধ্যয়ন করান হোক্, পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক্ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের সর্ব প্রকার' এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়।

২। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী অন্যত্রও এইরূপ বহু আদেশ তাঁহার অনুযায়ীদের দিয়াছেন। এবং ইংরাজী ও ফারসী পাঠশালা স্থাপন করা নিষেধ করিয়াছেন।
(দ্র. ঋষি দয়ানন্দ মহারাজের পত্রাবলী ও বিজ্ঞাপণ পৃ০ ৪২, ২৫৯, ৫০১, ৬২৯, ৬৩৫, ৬৮৪ ৭৮১ আদি. সংস্করণ ৩) তথা পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত লিখিত ঋ. দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপনের, ভূমিকা (প্রথম ভাগ) পৃ০ ৪৭—৭২ (তৃতীয় সংস্করণ)। পরন্তু আর্য্যসমাজ ঋষির এই মহান্ আবশ্যক আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়াছে এবং করিয়া চলিয়াছে। ইহার পরিণাম আর্য্য সমাজের নাশ ছাড়া আর কি হইবে?

৩। এস্থলে পাঠ ভ্রষ্ট হইয়াছে প্রতীত হয়। 'দত্ত্বা দত্ত্বা' পাঠ হওয়া উচিত। কেননা এখানে দানের প্রকরণ আছে, পান (=পান করার) এর নাই।

৪। মনুস্মৃতিতে 'ভর্ত্রা ভার্যা' এইরূপ পূর্বাপর পাঠ আছে। সত্যার্থ প্রকাশ তথা সংস্কার বিধিতে উদ্ধৃত পাঠ ঠিকই আছে। লেখক এস্থলে প্রমাদ বশতঃ ব্যত্যাস করিয়াছেন।

৫। মনু ৩।৬০॥

বানপ্রস্থ—এই আশ্রমে বিচার-বিবেচনায় রত থাকা কর্ত্তব্য। তপ অর্থাৎ বিদ্যাসম্পাদন করা, ইহা উচিত কর্ত্তব্য।

সংন্যাসী—সংন্যাসীর পক্ষে সমস্ত জগতে ভ্রমণ করিয়া সদুপদেশ দেওয়া উচিত। ইহাই তাঁহার মুখ্য কর্ত্তব্য কর্ম। যথার্থ উপদেশ সম্বন্ধে মনু মহারাজ বলেন—

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃ পূতং সমাচরেৎ ॥[১]

পঞ্চশিখা [চার্য্য] এবং শঙ্করাচার্য্য, ইহাদের ইতিহাস দেখা উচিত। তাঁহারা সদা সত্য এবং সৎ উপদেশই দান করিয়াছেন। সেই রূপে সংন্যাসীর ও উপদেশ দান করা উচিত।

সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥[২] কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা।

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

(ইহা বলিয়া ব্যাখ্যান সমাপ্ত করিলেন)

১। মনু৽ ৬।৪৬।। ২। তৈ৽ আ৽ ৮।১।।

চতুর্থ প্রবচন
ধর্মাধর্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

শনিবার, ১০ জুলাই ১৮৭৫[১] খৃষ্টাব্দ, ধর্মাধর্ম এই বিষয়ে দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন[২] সে সম্বন্ধে যে প্রশ্নোত্তর উপস্থিত হয় সেগুলি—[এই]

প্রশ্ন—বেদ সমূহে মন্ত্রময়ী দেবতাদের অথবা বিগ্রহবতী দেবতাদের [কি] প্রতিপাদন করা আছে? সাবয়ব দেবতাদের অভাবে জড়মতি অজ্ঞানী জন সাধারণ কিভাবে পূজা করিবে এবং ধর্ম-ব্যবহারে তাহাদের কিরূপে নির্বাহ হইবে।

উত্তর—বেদের তিনটি কাণ্ড—উপাসনা, কর্ম ও জ্ঞান। পরন্তু উপাসনাকাণ্ডে কেবল মাত্র একটি উপাসনাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইহা নহে, অথবা জ্ঞান-কাণ্ডে জ্ঞানই প্রতিপাদিত অথবা কর্মকাণ্ডে কর্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা নহে। উপাসনা কাণ্ডে উপসনা প্রধান, পরন্তু উহাতে জ্ঞান ও কর্মের নিরূপণ ও পাওয়া যায়। এইভাবে সর্বত্র[৩]।

মীমাংসার প্রারম্ভ **"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা"** এইরূপ আছে। ইহাতে কর্মের বিচার করা আছে। ইহাতে যে 'অথ' এবং 'অতঃ' শব্দ আছে ইহাদের অর্থ বিষয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে[৪] এবং উহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ডের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা বিষয়ক বোধ হইয়া থাকে কেহ কেহ একথাও বলিয়া থাকেন, কিন্তু সেরূপ করা প্রশস্ত নহে। আশ্বলায়ন[৫] সুষ্ঠু ব্যবস্থা দিয়াছেন, উহা দেখা উচিত।

১। আষাঢ় শুক্লা ৭, সম্ব‍ ১৯৩২। এই তারিখ ও দিনের নির্দেশ চতুর্থ প্রবচন রূপ প্রশ্নোত্তর বিষয়ক।

২। প্রবচন সংখ্যা ৩ দ্রষ্টব্য। এ ব্যাখ্যান বম্বাই এ ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার হইয়াছিল (দ্র০ পৃষ্ঠা ৩৮, টিপ্পনি ৩)

৩। অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ডে জ্ঞান প্রধান, কর্ম ও উপাসনা গৌণ, কর্মকাণ্ডে কর্মপ্রধান, কর্ম ও উপাসনা গৌণ।

৪। সম্ভবতঃ, এই সঙ্কেতটি মীমাংসার শাবর-ভাষ্যকে (১।১।১) লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে। শাবরভাষ্যে এই সমস্ত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত বিচার করা হইয়াছে।

৫। এই বর্ণনা হইতে এরূপ ধারণা হয় যে, আশ্বলায়ন পূর্ব-মীমাংসার ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন এবং উহাতে 'অথ' তথা 'অত', ইহার ব্যাখ্যা শবর স্বামী কৃত ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন। সত্যার্থ প্রকাশ ও সংস্কারবিধিতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মীমাংসার ব্যাসমুনি কৃত ভাষ্য পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 'প্রপঞ্চহৃদয়' গ্রন্থের লেখক পূর্ব ও উত্তর উভয় মীমাংসা বিষয়ে বৌধায়ন মুনিকৃত ব্যাখ্যার নির্দেশ করিয়াছেন। বেদান্ত বিষয়ে বৌধায়ন বৃত্তির নির্দেশ অর্বাচীন আচার্য্যগণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ে বিচার করিবার পর আমার অভিমত এই যে, আশ্বলায়নের স্থলে বৌধায়ন নাম অধিক যুক্তি যুক্ত হইতে পারে।

বর্তমান সময়ে কর্ম বেদ-মন্ত্রের অনুকূল হয় না। কারণ জৈমিনি ঋষি কর্মকাণ্ডে মন্ত্রময়ী দেবতা স্বীকার করিয়াছেন[১] এবং কর্মের অধিকার স্নাতক[২] যোগ্যতা প্রাপ্ত পুরুষেরই আছে, মানেন। ইহার দ্বারা কর্ম বিষয়ে জড় বুদ্ধি পুরুষের কোনও অধিকার নাই এইরূপ (সিদ্ধ) হয়। যদি কর্মকাণ্ডে মন্ত্রময়ী দেবতা থাকে তাহা হইলে তো উহাতে[৩] মূর্ত দেবতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

উপাসনা প্রভৃতির আধার যেরূপ যোগশাস্ত্র সেরূপ কর্মকাণ্ড মীমাংসার আধার। পরন্তু যোগশাস্ত্রে মূর্তিপূজা বিষয়ে কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। জ্ঞানকাণ্ডে মূর্তির কোনও প্রয়োজন হয় না ইহা সর্বসম্মত [সিদ্ধান্ত]। এ বিষয়ে জেমিনির মতে, পতঞ্জলির মতে এবং ব্যাস দেবের মতে মূর্তিপূজা গৃহীত হয় নাই, অর্থাৎ পূর্ব-মীমাংসা-শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, উত্তর মীমাংসা অথবা বেদান্ত-শাস্ত্র, এ সমস্তে মূর্তিপূজার কোথাও অবকাশ নাই।

এ বিষয়ে যদি কেহ বলে যে, স্মৃতি গ্রন্থে মূর্তি পূজার বিধান আছে এবং স্মৃতিকে, অনুমান অনুসারে শ্রুতি-মূলকত্ব[৪] স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উপলব্ধ শ্রুতিতে মূর্তি পূজা উপদিষ্ট না থাকিলেও লুপ্ত শ্রুতিতে মূর্তি পূজা [র বিধান] আছে, এই রূপ স্বীকার করিয়া মূর্তিপূজা করা উচিত[৫]। শ্রুতি ও স্মৃতির সম্বন্ধ এইরূপ স্বীকার করিয়া এবং অনুপস্থিত শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত গ্রন্থ সমূহের আধারে যে বিধানের কথা বলা হইতেছে, সে বিষয়ে গোলমাল সৃষ্টি করা প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমান সময়ে চার বেদ ও প্রত্যেক বেদের বহু শাখাও পাওয়া যায়।[৬]

১। মন্ত্রময়ী দেবতার বর্ণনা পূর্ব মীমাংসা অ° ৯ পাদ সূ ৯. শাবর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। স্নাতক অর্থাৎ অধীত বেদ। অতএব সমস্ত মীমাংসা ব্যাখ্যাকারগণ প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় 'বেদাধ্যয়নান্তরং ধর্ম জিজ্ঞাসা কর্তব্যা' এইরূপ স্পষ্ট লেখা আছে।

৩। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে।

৪। স্মৃতি সমূহে শ্রুতিমূলকত্ব অনুমানের প্রতিপাদন ভগবান জৈমিনী **"বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাদ্ অসতি হ্যনুমানম্** (অ° ১ পা° ৩, সূত্র ৩) অনুসারে করিয়াছেন। পরন্তু শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তথা লোভাদি প্রত্যক্ষ হেতুমূলক হওয়ায় স্মৃতি প্রমাণের যোগ্য হয়না, ইহাই মুখ্য সিদ্ধান্ত। (দ্র° মী° ১।৩।৩—৪)।

৫। দ্র° সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম সংস্করণ সমুল্লাস ১১, পৃষ্ঠ ৩৩১, তথা সংশোধিত সং° সমু° ১১, পৃষ্ঠা ৫৪৬-৫৪৮। এস্থলে এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে লেখা হইয়াছে। এই সম্পূর্ণ সন্দর্ভের তুলনার্থ আমরা সত্যার্থ প্রকাশের উভয় সংস্করণের পাঠ প্রথম পরিশিষ্টে দিতেছি।

৬। সম্প্রতি ঋগ্বেদের শাকল শৈশিরীয় এবং শাঙ্খায়ন, শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব; কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়; মৈত্রায়ণী, কাঠক এবং কঠ-কপিষ্ঠল, সামবেদের কৌথুম রাণায়নী ও জৈমিনীয়, অথর্ব বেদের শৌনক ও পৈপ্‌পলাদ—এই সর্বসমেত ১৪ শাখা মুদ্রিত তথা হস্তলিখিত রূপে পাওয়া যায়।

শাখা ভেদ কয়েক প্রকার আছে[১]। যাহা মূল বীজরূপী বেদ সমূহে রহিয়াছে, সেইরূপ বর্তমানে যে সমস্ত শাখা পাওয়া যায় উহাতে নাই, উহা লুপ্ত শাখায় আছে, এরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। আশ্বালায়ন, কাত্যায়নাদি শ্রৌত-সূত্রকার[২], নষ্ট শাখার মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ কারণ অমুক মন্ত্র গ্রহণ করি নাই, এরূপ উক্তিও প্রকাশ করেন নাই। আর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার জন্য স্মৃত্যবলম্বন করা উচিত, এরূপ কথাও তাঁহারা[৩] বলেন নাই। আমারও বক্তব্য এইরূপ যে, পূর্ব মীমাংসা, যোগ এবং উত্তর মীমাংসা এই শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহকে কৃপা করিয়া দেখুন। এইরূপ শতপথ আদি গ্রন্থে, নিরুক্তে, পাতঞ্জল মহাভাষ্যে। নষ্ট শাখা সমূহকে[৪] গৌণ রূপেও দেখিবার কোন চিহ্ন নাই। অতএব "স্মৃতির শ্রুতিমূলকত্ব বিদ্যমান, এই অভিমতানুসারে আধুনিক অশুদ্ধ ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া ইচ্ছামত যতটুকু পারা যায় ততটুকু জ্ঞাপক[৫] বাহির করা অতীব অপ্রশস্ত কার্য্য। যাহা হউক, বেদে তথা শাস্ত্রে মূর্তি পূজার [কোথাও] বিধান নাই, এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায় মূঢ় ও অজ্ঞানীরা সাবয়ব দেবতা ব্যতীত কিরূপে আপন জীবিকা নির্বাহ করিবে? এই সমস্যার সমাধান করুন। আমার মতে মূর্খের পক্ষেও মূর্তি

১। শাখা ভেদ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথমতঃ—যাহাতে বেদের গূঢ় অথবা অস্পষ্ট অর্থযুক্ত স্থানে প্রসিদ্ধ পদের অর্থযুক্ত পদের নির্দেশ দিয়া অর্থ জ্ঞান করান হয়। যথা—যজুর্বেদ ১. ১৭ র 'ভ্রাতৃব্যস্য বধায়' এস্থলে কাণ্ব শাখায় 'দ্বিষতো বধায়' পাঠ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—বেদ মন্ত্রের পাঠ ভেদের সহিত ব্রাহ্মণভাগের ও সংমিশ্রণ রূপ হইয়া থাকে। যথা—কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখা সমূহ।

ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থপ্রকাশের প্রথম সংস্করণে এই কথাই এইভাবে স্পষ্ট করিয়াছেন—শাখা বেদব্যাখ্যান সমূহের ন্যায় ব্রহ্মাদি ঋষি মুনির দ্বারা করা হইয়াছে। যথা—**'মনো জুতির্জুষতামাজ্যস্য'** এইরূপ পাঠ আছে। ইহা দ্বারা [জুতি শব্দ] স্পষ্টার্থক হইল। স০ প্র০ প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা ৩৩২ ॥

২। এই পদের সম্বন্ধ পরে "এইরূপ কোথাও বলা হয় না" ইহার সহিত আছে। তাৎপর্য্য এই যে, এই শ্রৌতসূত্র-কারগণ একথা কোথাও লেখেন নাই যে, আমরা লুপ্ত শাখার মন্ত্র স্বীকার করিতে পারি নাই। এ কারণ আমরা লুপ্ত শাখা সমূহের মন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করি নাই।

৩। অর্থাৎ পূর্বনির্দিষ্ট শ্রৌত সূত্রকারদের।

৪। অর্থাৎ লুপ্ত শাখাতেও মূর্তিপূজা বিষয়ে অপ্রত্যক্ষ রূপে ও প্রমাণের কোনও চিহ্ন নাই।

৫। অর্থাৎ বর্তমান অবৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যেক বিধির শ্রুতিমূলকত্ব জ্ঞাপক সমূহকে বাহির করা। সম্ভবতঃ এই সংকেতটি ভট্ট কুমারিলের স্মৃত্যধিকরণের (মী. ১।৩।২) তন্ত্রবার্তিক ব্যাখ্যানের প্রতি সঙ্কেত করা হইয়াছে। এই অধিকরণে শবর স্বামী যে সমস্ত স্মৃতিবচনকে শ্রুতিবিরুদ্ধ তথা লোভাদি দৃষ্টমূলক বলা হইয়াছে, কুমারিল ভট্ট সে সমস্তকে মহান্ দুরপাকের হাত হতে রক্ষা করিয়া শ্রুতি মূলকত্ব সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পূজার প্রয়োজন নাই। [কারণ] মূর্খ অর্থাৎ প্রথমেই সে জড় বুদ্ধির, অতঃপর তাহার সহিত যুক্ত করুন জড় পদার্থের পূজা, অতএব তাহার বুদ্ধি অধিক জড় হইবে না, তো কি হইবে? জড় মূর্তি পূজা দ্বারা জড়ত্বই বৃদ্ধি পাইবে। [ইহার দ্বারা] উন্নতি তো কদাপি হইবেই না, বরং অধোগতি অবশ্যই হইবে।

এবার পূজা শব্দের অর্থ দেখুন। পূজা শব্দের অর্থ "সৎকার", ষোড়শোপচারে পূজা নহে। দেখুন—

"মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব।
আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব"॥[১]

এস্থলে মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথি ইহাদের পূজা অর্থাৎ সৎকার করা—আদর যত্ন করা। সেইরূপ মনুতেও স্ত্রী-নারী পূজনীয়া অর্থাৎ ভূষণ, বস্ত্র, প্রিয়-বচন আদি দ্বারা সৎকরণীয়া। মনু [কি বলিতেছেন]

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা॥
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥[২]

জড় পদার্থের, সৎকার অর্থবাচক পূজা করা যায়না। সচেতনের, সজীবের পক্ষেই কেবল এইরূপ সৎকার করা যাইতে পারে। সজীবের অর্থাৎ ভদ্র মনুষ্যের সৎকার, আদর যত্ন করিলে বহু লাভ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ—মনুষ্য সৎসঙ্গ লাভ করিলে তাহাদের বুদ্ধি পরিপাক হয় এবং ইহার দ্বারা তাহারা শুদ্ধতা লাভ করে এবং উহা দ্বারা মন্দমতি মানুষের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা, "আমার কীর্তি থাকুক এবং পাড়া প্রতিবেশীরা আমাকে ভাল বলুক, আমার আচরণ পছন্দ করুক। এই ইচ্ছা দ্বারা মানুষের মনে সৎ আচরণের ইচ্ছা দৃঢ় হয়। কিন্তু ইহা হইবে কিরূপে? এরূপ তখনই সম্ভব, যখন মানুষ সৎপুরুষের সঙ্গ লাভ করিবে। অন্যথা ইহা কখনও সম্ভব নহে।

১। তৈ০ আর০ ৭।৪।২॥ পরোপকারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত মারাঠি সংস্করণে তৈ০ উ০ প্র০ অনু. ১১ যে প্রতীক্ উল্লেখ আছে। উহা অশুদ্ধ। তৈ০ উ০ প্রপাঠকরূপে বিভাগই নাই।
২। মনু. ৩।৫৫॥

আমার পরিষ্কার অনুভব আছে যে, মন্দিরে জড়মূর্তির সম্মুখে বহু প্রকারের দুরাচার অনুষ্ঠিত হয়। সে দুরাচরণ এরূপ যে, দুরাচারী মানুষ তাহার পাঁচ বৎসরের ছেলের সম্মুখেও সে রূপ আচরণ করিবার সাহস পায়না।

ইহার দ্বারা পরিষ্কার হইল যে, মানুষ মানুষকে যত ভয় করে, জড় মূর্তিকে সে তত ভয় করে না। ইহার দ্বারা এরূপ মনে হয় যে, মানুষ লক্ষ লক্ষ মূর্তির মাঝে থাকিয়া তাহাদের চিত্ত ভ্রষ্ট ও চঞ্চল চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইলেও সে তাদৃশ দুরাচরণের প্রবৃত্তি হইতে বিরত হয় না। জড় পদার্থের সেবা যত্নের দ্বারা কখনও মানসিক উন্নতি সাধিত হয় না। পরন্তু সৎবিচার, মহাবিচার ইত্যাদিতে মন দিলে বুদ্ধির উন্নতি হইয়া থাকে। সৎ সঙ্গতি লাভ করিয়া অপরের সেবা যত্ন করিলে আত্মায় প্রসন্নতার সঞ্চার হইয়া তাহাতে প্রীতির ন্যায় উত্তম গুণ উৎপন্ন হয়। এই এতটুকু পূজন অর্থাৎ সেবা যত্ন এই অর্থ দ্বারা মূর্তি পূজা বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা হইল।

অতঃপর মূর্তির ষোড়শোপচার পূজা বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেবল জড় পদার্থের পূজা করিতেছি মনে করিয়া জড়মূর্তির পূজা হয় না। এ কারণ প্রথমে উহাতে উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা[১] করিতে হয়। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা কেবল মাত্র ভাবনা অর্থাৎ মনে মনে ধারণা করা।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সিদ্ধিলাভও সেইরূপ হয় এরূপ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা [তাঁহার] মিথ্যা প্রলাপ। কেননা, সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বদাই সুখ লাভের দৃঢ় ভাবনা থাকে, কিন্তু সর্বদা তাহাদের সুখ লাভ হয় না কেন? সেইরূপ যদি পর্বতকে স্বর্ণময় ভাবা যায় তাহা হইলেও পর্বত কখনও সোনার হইবে না। আমার ভাবনাকে জড়ের সহিত যুক্ত করিলেও জড় মূর্তিতে কোনও প্রকার পরিবর্তন ঘটেনা। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেও মূর্তি সচেতন হয় না, এবং চোখ দিয়া দেখিতেছে, এরূপও হয়না। একথা আমাদের সকলের জানা আছে। যাহাই হউক পরমেশ্বর সম্বন্ধে অথও নিশ্চয়[২] বিশ্ব সংসারে চলিয়া আসিতেছে। উহাতে আমার কিছু কর্মদ্বারা

১। এ বিষয়ে স০ প্র০ প্রথম সং০ সমু০ ১১, পৃষ্ঠা ৩২৮ তথা সংশোধিত সং০ সমু০ ১১, পৃষ্ঠা ৪৮৪ দ্রষ্টব্য। উভয়ের পূর্ণ উদ্ধরণ প্রথম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ নিশ্চিত নিয়ম।

পরিবর্তন ঘটিবে না। যে জড়, সে জড়ই থাকিবে। আর যে সচেতন, সে চিরকালই সচেতন।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে বলিয়া জড়মূর্তি পূজনীয় এরূপ মনে করিবার মূলে কি রহিয়াছে এবার উহাই দেখা যাক্। চার বেদ অথবা গৃহ্য শ্রৌত সূত্র প্রভৃতিতে অথবা ষড়্দর্শনের কোথাও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার মন্ত্র নাই। তাহা হইলে **'প্রাণেভ্যো নমঃ'** এই ধরণের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র[১] কোথা হইতে আসিল? ইহার বিচার আমরা হিন্দুদের উপর, না, না আমি ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের আর্য্যদের করা উচিত। হিন্দু নামের উচ্চারণ আমি ভুল বশতঃ করিয়াছি। হিন্দু অর্থাৎ কৃষ্ণকায় [কাফির, চোর ইত্যাদি] এ নামটি মুসলমানরা আমাদের দিয়াছে। আমি উহাকে মূর্খতাবশতঃ স্বীকার করিয়াছি। আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহা আমাদের নাম।

বিজানীহ্যার্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন ॥[২]

ঋগ্বেদ সংহিতা

আর্যো ব্রাহ্মণ কুমারযোঃ ॥ অষ্টাধ্যাযী পানিনীয।[৩]

অহো![৪] দস্যু সদৃশ অব্রতচারী মানুষদের সহিত সংগ্রামকারী আমরা যাহারা ব্রতচারী তাহারাই যে আর্য্য একথা যেন মনে থাকে। অস্তু।

প্রতিষ্ঠাময়ূখাদি অথবা লিঙ্গার্চন—চিন্তামণি ইত্যাদি তন্ত্র গ্রন্থের মন্ত্র লইয়া আমরা জড় মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি।

যদি কেহ এরূপ বলে যে, (আমরা) ঐ সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলে সেই তন্ত্র মন্ত্র দ্যাখো—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

এতাদৃশ তান্ত্রিক মন্ত্রের মধ্যে, বৈদিক মন্ত্রের সামর্থ্য কোথা হইতে আসিল? এ কারণ জড় মূর্তিতে চেষ্টা উৎপন্ন হয় না। এই মন্ত্র দ্বারা স্বভাবতঃ যে জড় পদার্থ উহাতে প্রাণ সঞ্চার করা তো দূরের কথা, পরন্তু স্বভাবতঃ জীব

১। স• প্র• সমু. ১১, প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা ৩২৮ এ প্রাণ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রায় সমস্ত মন্ত্র উদ্ধৃত আছে।

২। ঋ. ১।৫১।৮ ॥

৩। অষ্টাধ্যায়ী ৬.২।৫৮ ॥

৪। ইহা মারাঠীর আদর সূচক অব্যয়।

অবস্থানকারী সাবয়ব মৃত শরীরে, যাহাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া উচিত এবং মৃতকের জীবন সঞ্চার হওয়া সম্ভব, উহাতে কেন সেরূপ হয় না। এইরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার ভণ্ডামীতে আছেটা কি ?

প্রশ্ন—আপনারা তো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ মানেন না এ অবস্থায় বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা কিভাবে করিবেন ? ব্রাহ্মণ কে ? ক্ষত্রিয় কে ? শূদ্রই বা কে ?

উত্তর—আশ্রম চারটি ব্রহ্মচর্য্য, গৃহাস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ ও সংন্যাস। সুসংগতি অধ্যয়ন, ইহার অধিকার সর্ব মানবের রহিয়াছে। যে যে প্রকারের সংস্কার যাহার যাহার মধ্যে থাকিবে সেই সেই প্রকারের যোগ্যতা মনুষ্য মাত্রের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আমাদের দেশে কোন মহান্ ধর্ম সভা নাই অথবা পরিষদ্ নাই। সে কারণ আশ্রম ব্যবস্থা ও জাতিব্যবস্থা[১] বিচিত্র অসঙ্গত রূপ ধারণ করিয়াছে। দ্যাখো, মানুষ দুঃখ ভোগ করিতেছে, অথচ যত সংখ্যক পরিশ্রমী মানুষের যত প্রয়োজন তত পাওয়া যায় না ; দেশে সাধুবেশধারী পরিশ্রমী মানুষ দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহারা আধুনিক সম্প্রদায় আনুসারে সাধু হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের গণনা চার আশ্রমের মধ্যে কোন আশ্রমে ধরা হইবে ? শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করিয়া মানুষ ইচ্ছামত থাকা আরম্ভ করিয়াছে, ইহা গায়ের জোরে। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই ব্যবস্থা গুণ ও কর্ম[২] অনুসারে করা হউক, প্রাচীন আর্য্যদের ব্যবস্থা এই ভাবেই করা হইত। তাঁহারা জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ স্বীকার করিতেন না।

জান শ্রুতি [ও] জাবাল ইহারা নীচ (কুলোৎপন্ন) ছিলেন।[৩] জাবাল ঋষির কথা ছান্দোগ্যপনিষদে উল্লেখ আছে। জাবালের মাতা ব্যভিচারিণী ছিল, কিন্তু গুরু সকাশে [গমন করিয়া] জাবাল সত্য কথা বলে, এই কথন মাত্র দ্বারা গুরু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বলিলেন—'জাবাল ! তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, তুমি ব্রাহ্মণ।[৪] এই কথা বলিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণত্ব দান করেন।

১। মারাঠী সংস্করণে 'জাতি ব্যবস্থা পাঠ' আছে। ইহার অভিপ্রায় বর্ণ ব্যবস্থার সহিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে সর্বত্র জাতি শব্দের প্রয়োগ 'বর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে জানা উচিত।

২। ঋষি দয়ানন্দ বর্ণব্যবস্থা 'গুণ কর্ম স্বভাব' অনুসারে স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ এথানে 'স্বভাব' পদ বাদ পড়িয়াছে। হিন্দী সংস্করণে স্বভাব পদ ও পাওয়া যায়।

৩। জানশ্রুতিকে ছা॰ উপ॰ ৪।২।৩ এ শূদ্র বলা হইয়াছে, জাবালীর কথা ছা॰ উপ॰ ৪।৪।১-৫ উল্লেখ আছে।

৪। ছা॰ উপ॰ ৪।৪।৪-৫ ॥

পুরুষ সূক্তে এক শ্রুতির উল্লেখ আছে, তাহার ও অর্থ করা প্রয়োজন।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত"[১] ।।

পুরুষ সূক্তের মধ্যে '**সহস্রশীর্ষা**' এই পদটি বহুব্রীহি, উহা তৎপুরুষ নহে।[২] যেরূপ **গঙ্গায়াং ঘোষঃ** লক্ষণা দ্বারা ইহার অর্থ করিতে হয়। সেই পদ্ধতিকে সম্মুখে রাখিয়া উপরের বাক্যের অর্থ করা উচিত।

পূর্ণত্বাৎ পুরিশযনাদ্ বা পুরুষঃ। ইহা নিরুক্তের প্রমাণ।[৩]

সেই পুরুষের মুখ অর্থাৎ মুখ্যস্থান অর্থাৎ বিদ্বান্—জ্ঞানবান্ (যিনি) তিনি ব্রাহ্মণ। শতপথ ব্রাহ্মণে "বাহু" অর্থাৎ 'বীর্য্য' এইরূপ অর্থ দেওয়া হইআছে।[৪] ইহার অর্থ যে ব্যক্তি বীর্যবান্ সেই ক্ষত্রিয়, এমতাবস্থায় ইহাই হয়।

ব্যবহারিক বিদ্যায় যে চতুর, সে 'বৈশ্য'। এবার '**পদ্‌ভ্যাং শূদ্র অজায়ত**' ইহাতে যে '**পদ**' শব্দ আছে ইহার অর্থ নীচ মানিয়া মূর্খত্ব আদি গুণ গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থ হয়—শূদ্র, এইরূপ [বিচার করিয়া উহাকে নীচ] বলা কি প্রকারে সমীচিন হইতে পারে? '**যানি তীর্থানি সাগরে তানি ব্রাহ্মণস্য দক্ষিণে পদে**' এখানে যে 'পদ' শব্দ রহিয়াছে উহা কিরূপ গুরুত্ব পূর্ণ ইহা অবশ্যই

১। ঋ০ ১০।৯০।১২।। বৈ০ যন্ত্রালয় আজমের কর্তৃক মুদ্রিত মারাঠী সংস্করণে সম্পাদক মহাশয় ইহার প্রতীক 'যজু০ অ০ ৩১ মন্ত্র ১১' দিয়াছেন ইহা অশুদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, মন্ত্রের পূর্বে পুরুষ-সূক্ত' শব্দের নির্দেশ আছে। যজুর্বেদে সূক্ত শব্দের ব্যবহার নাই, ঋগ্বেদে আছে, হিন্দী অনুবাদে ঋগ্বেদীয় পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো পাঠকে 'যজুর্বেদীয় পদ্‌ভ্যাঙ্গ শূদ্রো' পাঠেও পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মারাঠী সংস্করণে মন্ত্র পাঠ ঋগ্বেদীয়ই আছে। হিন্দী অনুবাদক মহাশয় পূর্বত্র ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ'র ঋগ্বেদীয় পাঠকে যজুর্বেদীয় পাঠে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার উল্লেখ আমরা (পৃষ্ঠা ৩৮ টি০ ৩) করিয়াছি।

২। দ্রষ্টব্য সত্যার্থ প্রকাশ, সমুল্লাস ১১, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৯। সেখানে অধিক স্পষ্টীকরণ করা হইয়াছে।

৩। নিরুক্তের নামে উদ্ধৃত পাঠ অর্থতঃ অনুবাদ করা হইয়াছে। নিরুক্তের মূল পাঠ এইরূপ—যঃ 'পুরুষঃ পুরিষাদঃ, পুরিশয়ঃ, পূরয়তের্বা। পূরয়ত্যন্তরিত্যন্তর পুরুষমভিপ্রেত্য' ২।৩।

৪। দ্র০ 'বাহুর্বৈ বীর্যম্' এ পাঠটি ঋষি দয়ানন্দ মহারাজ সত্যার্থ প্রকাশ চতুর্থ সমু০ (আসশসং ২) পৃষ্ঠা ১৪৪ এ ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুপূর্বীর পাঠ আমরা পাই নাই। হ্যাঁ, এই অর্থযুক্ত 'বীর্য্যং বা এতদ্ রাজন্যস্য যদ্ বাহু' পাঠ শ০ ব্রা০ ৫।৪।১।১৭ তে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকার বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রকরণ (রামলাল কপূর ট্রাষ্ট সং পৃষ্ঠা ২৬৯) স্থলে শত০ ব্রা০ এর পূর্ব নির্দ্দিষ্ট বচনই উদ্ধৃত হইয়াছে।

তোমাদের জানা আছে। এই দৃষ্টি দিয়া শূদ্র অর্থাৎ মূর্খ এইরূপ অর্থই প্রকাশ পায়। এবং মনু-মহারাজের বাক্যার্থ সম্যক্ উপযুক্তও।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবং তু বিদ্যাদ্ বৈশ্যাৎ তথৈব চ ॥[১]

সমস্ত জাতির অধ্যয়ন কাল হইল ব্রহ্মচর্য, আর সংসারকে একদিকে রাখিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য, উপদেশ দানের জন্য এবং লোকহিতকর কর্মে সম্পূর্ণ সময় নিযুক্ত করা—ইহা সংন্যাস। গৃহস্থাশ্রমবাসীর নিকট সময় নাই আর সংন্যাসীদের অবকাশ অর্থাৎ প্রচুর সময় থাকে, ইহাই মুখ্য পার্থক্য।

জন্মানুসারে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, যদি ইহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে যদি সে ব্রাহ্মণ মুসলমানের ন্যায় আচরণ করে তাহার সেই ব্রাহ্মণত্ব কোথায় থাকে? ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব জন্মসিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু আচার সিদ্ধই প্রমাণিত হয়। ইহা তোমাদেরই কর্মের দ্বারা প্রমাণিত হয়। যে সময় এই আর্য্যাবর্ত্ত দেশে অখণ্ড রাজ্য, অখণ্ড ঐশ্বর্য্য ছিল, সে সময় বর্ণাশ্রমের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। যদি কেহ বলে যে, গৃহস্থাশ্রমের অনুভব ব্যতীত সংন্যাস গ্রহণ করা উচিত নহে, তাহাদের এ কথা অপ্রশস্ত। কেননা, রোগ হইলে ঔষধ [দেওয়া হয়]। যে ব্যক্তির মধ্যে বিষয়াসক্তি নাই এবং ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছা নাই, তাহার পক্ষে নূতন করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজন নাই, সে তো সংন্যাসীই।

গার্গী কোন কালেও সংসার করে নাই[২], সে ছিল সদা ব্রহ্মচারিণী। সংন্যাসীদের দ্বারা মহান্ লাভ হইয়া থাকে, সংন্যাসীদের পক্ষে শরীর-সম্বন্ধ মাত্র থাকে, তাহাদের অন্য ব্যবসায় থাক না, উপদেশ ও অধর্মের নিবৃত্তি করা, ইহাই সংন্যাসীদের প্রধান কর্ত্তব্য।

যদি কেহ এরূপ বলে যে, পুত্রোৎপত্তি ব্যতীত কিরূপে জন্ম সফল হইবে? ইহার উত্তর স্বরূপ তাহাদের বলা প্রয়োজন যে, পুত্র দুই প্রকারের। বিদ্যা এবং যোনি এই দুই উপায়ে পুত্র লাভ হয়। **'গরীযান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।**[৩] মূঢ়জন যদি জনপদে দুরাচার করিয়া কোনও সঙ্কটে পড়ে, তাহাদের সদাচারের নিযুক্ত করা, ইহাই চতুর্থাশ্রমধারী জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ্য কর্ম।

১। অর্থাৎ গৃহস্থী হয় নাই।

২। মনু: ১০।৫৬ ॥

৩। মনু: ২।১৪৬ ॥

আজকাল সংন্যাসীদের প্রতি বড় বড় অন্যায় অত্যাচার হইতেছে। সংন্যাসীদের বনে থাকা উচিত, একটি গ্রামে তিন দিনের অধিক থাকা উচিত নয়, এগুলি প্রতিবন্ধ। যদি ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অপরকে কিরূপে এবং কে উপদেশ দিবে? সংন্যাসী কি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইবে? সংন্যাসীদের অগ্নি স্পর্শ করা উচিত নহে, একথা বলিতেও শোনা যায়।[১] কিন্তু আমরণ তাহারা নিজের জঠরাগ্নিকে কি করিয়া ত্যাগ করিবে? [অর্থাৎ তাহারা উহাতে লাগিয়াই থাকিবে[২]] আধুনিক **'বিশ্বেশ্বর পদ্ধতি'** নামক গ্রন্থ হইতে এই সব ভণ্ডামী প্রসারিত হইয়াছে।

বলুন তো, আধুনিক সাধুদের নিকট দেহ মন ধন সমর্পণ করান হয়, ইহা কি প্রকারের? অহো! মনের সমর্পণ কিভাবে করান হইবে? আর, দেহ সমর্পণ করিলে মল-মূত্রাদিকেও সমর্পণ করিতে হইবে বুঝি? আধুনিক সাধুরা বিচিত্র ব্যবস্থা করিয়াছে। বেদ শাস্ত্র দিয়া তাহাদের কি হইবে? বেচারা সংন্যাসী মাত্রদের তো [এই] দশা। আমি কিছু ধন পাইব[৩] এজন্য আমি এরূপ বক্তৃতা দিতেছি, দয়া করিয়া আপনারা এ কথা ভাবিবেন না। ঈশ্বর আমার মনোবৃত্তির সাক্ষী।

প্রশ্ন—মূর্ত্ত পদার্থ ব্যতীত ধ্যান কিভাবে করা সম্ভব?

উত্তর—শব্দের কোন ও আকার নাই তথাপি শব্দ ধ্যানে ধরা দেয়, না—দেয়না? আকাশের কোনও আকার নাই তথাপি আকাশের ধ্যান করা যায়, —না, করা যায় না? জীবের কোন ও আকার নাই তথাপি জীবের ধ্যান হয়, না—হয় না? জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, প্রযত্ন এ সমস্ত নষ্ট হইল, আর জীব [দেহ হইতে] বাহির হইল, একজন কৃষকও ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারে। ধ্যানকে এইরূপই পদার্থ জানিবে। যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রে ধ্যানের লক্ষণ দেওয়া আছে—

২। এস্থলে সংন্যাসীদের জন্য যে প্রতিবন্ধের গণনা করা হইয়াছে তাহাতে 'সংন্যাসী সুবর্ণ আদি ধাতু স্পর্শ করিলেন' এতাদৃশ পাঠ লেখকের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে মনে হয়। দ্র° পরবর্তী টিপ্পনী।

৩। কোষ্ঠান্তর্গত পাঠ হিন্দী সংস্করণে আছে উহা স্পষ্টার্থতার জন্য।

৪। এই বাক্য দ্বারা প্রতীত হয় যে, সংন্যাসীদের প্রতি পূর্ব আরোপিত প্রতিবন্ধে সংন্যাস সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু স্পর্শ করিবেনা এরূপ উল্লেখ ও বক্তৃতায় বলিয়াছেন মনে হয়। উহা লিখিবার সময় বাদ পড়িয়াছে। দ্র° সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম সংস্করণ।

"রাগোপহতির্ধ্যানম্" ।।১।।
"ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ ।।২।। সাংখ্যশা০ ।[1]
"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ।।৩।। যোগ শা০ ।[2]

সাকারের ধ্যান করিবে কি রূপে? সাকারের গুণ সমূহের জ্ঞানাকার না হওয়া পর্য্যন্ত ধ্যান সম্ভব হয়না। [অর্থাৎ ইহা হয়না যে, জ্ঞানের পূর্বে ধ্যান হইয়া যাইবে]। দ্যাখো, এক সূক্ষ্ম পরমাণুর ও অধম, উত্তম [এবং] মধ্যম এইরূপ অনেক বিভাগ জ্ঞান বলের দ্বারা কল্পনায় ধরা দেয়। যদি কেহ এইরূপ বলে যে, [বলতো] হাতের মুঠোয় কি পদার্থ আছে? এমতাবস্থায় উহাকে না জানা পর্যন্ত কিভাবে ধ্যান করা যাইবে?

এসম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, প্রত্যক্ষ ব্যতীত সেই পদার্থ সম্বন্ধে জানিবার জন্য আর ও অনেক দৃঢ়তর সবল উপায় আছে। দ্যাখো, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব—এই সাতটি[3] উপায় আছে। অনুমান জ্ঞানের সম্মুখে প্রত্যক্ষের প্রতিষ্ঠা কোথায়?[4] ইহা বিচারণীয়, অস্তু।

১। সাংখ্য ৩।৩০ ।।, ৬।২৫ ।।

২। যোগ ৩।২।।

৩। মরাঠী-সংস্করণে 'আট' শব্দ আছে। পূর্ব বাক্যে 'প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত' নির্দেশ থাকায় এখানে 'সাত' শব্দই হওয়া উচিত।

৪। দ্র০ পূর্ব পৃষ্ঠা ২৯, পং ৮—১৮।

পঞ্চম-প্রবচন

বেদ-বিষয়

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার—পেঠের বাড়ে তাং ১৩ই জুলাই[১] দিন, রাত্রিকালে আট ঘটিকার সময় 'বেদ' বিষয় যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন উহার সারাংশ—

ওম্, দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।[২]

অদ্যকার ব্যাখ্যানের বিষয় বস্তু **'বেদ'**। ইহার বিচার তিন প্রকারে করা প্রয়োজন—

(১) বেদের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে ?

(২) বেদের কর্তাকে ? এবং

(৩) বেদের প্রয়োজন কি ?

পরমেশ্বর বেদের কর্তা। বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, বেদ অর্থাৎ বিদ্যা। জ্ঞানও বিদ্যা এই দুইটি সম্পূর্ণ সৃষ্ট[৩]পদার্থ সমূহের মধ্যে উত্তম। জ্ঞান সুখের কারণ, জ্ঞান ব্যতীত সুখকারক পদার্থও দুঃখ কারক হয়। কেননা, জ্ঞান ব্যতীত পদার্থের যোগ্যযোজনা করা সম্ভব নহে। ঈশ্বরের জ্ঞান অনন্ত এ কারণ "**অনন্তা বৈ বেদাঃ**"[৪] এরূপ বচন পাওয়া যায়। অনন্ত এটি উহার সংজ্ঞা। পরমেশ্বর অনন্ত জ্ঞানবান্। মনুষ্যের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এবং উহাকে উচ্চ পদে লইয়া যাইবার জন্য সহজ[৫] প্রবৃত্ত রহিয়াছে এবং এই কারণকে[৬] সফল করিবার জন্য [যাহা] বিদ্যার প্রকাশ করায়, সেই প্রকাশ[৭] **"বেদ"**। মনুষ্য, এই অনন্ত জ্ঞানের অর্থাৎ বেদজ্ঞানের পক্ষে যোগ্য অধিকারী। এই জ্ঞানের উদ্ভব মনুষ্যের দ্বারা হয় নাই।

১। আষাঢ় শুক্লা ১০, মঙ্গলবার, সম্বৎ ১৯৩২।
২। যজুঃ ৩৬।১৮॥ পরোপকারিণী সভাদ্বারা মুদ্রিত মরাঠী সংস্করণে "য০ ৫।৩৪॥ প্রতীক প্রদত্ত হইয়াছে উহা অশুদ্ধ। পূর্বমুদ্রিত হিন্দী সংস্করণ সমূহে যথাযথ প্রতীক থাকা সত্ত্বেও ইহাই জানা প্রয়োজন যে, এরূপ ভুল কিরূপে হইল। সন ১৮৭৫ এর মারাঠী সংস্করণে কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় না।
৩। অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা উৎপন্ন করা পদার্থ।
৪। তৈ০ ব্রা০ ৩।১০।১১॥
৫। মারাঠী সংস্করণ সহজ=স্বভাবতঃ। অন্য সংস্করণে। 'সাদা' অপপাঠ আছে।
৬। অর্থাৎ আপন সহজ বৃত্তিকে।
৭। অর্থাৎ বিদ্যার প্রকাশ।

যদি ঈশ্বর সাকার না হন তাহা হইলে তিনি বেদের প্রকাশ কিরূপে করিয়াছেন এইরূপ প্রশ্ন উদয়[১] হয়। [সে] তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ আদি এই সমস্ত অধিকরণ যুক্ত[২] নহে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা শব্দের উচ্চারণ কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তর দেওয়া সরল। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সে কারণ স্বভাবতঃ [তাহার] মুখাদি ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা সম্ভব নহে [নিরর্থক] শব্দোচ্চারণের জন্য সংযোগাদি কারণ তো অল্প-শক্তির অধীকারীদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু—

"অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্রং পুরুষং পুরাণম্॥"

মুণ্ডকোপনিষদ্[৩]

আমরা সকলে স্বীকার করি যে, ঈশ্বর হস্তপদাদি ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তিনি মুখ ব্যতীত বেদ উপদেশ দিতে পারিবেন না কেন?

যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করে যে, বেদরূপী পুস্তক রচনা তো সম্ভব কর্ম। ইহার জন্য "ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কৃতির কল্পনা করা উচিত নহে"। পরন্তু এই স্থলে[৪] কিঞ্চিৎ বিচার করা উচিত। বিদ্যা ও জড় সৃষ্টি-রচনা ইহাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। কেবল জড় সৃষ্টি রচনা পরমেশ্বর তো করিয়া দিলেন, ইহা দ্বারা তাহার (ঈশ্বরের) মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না। কেননা, বিদ্যার সামনে জড় সৃষ্টি রচনা করা তুচ্ছ। এ কারণ বিদ্যার কারণেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইয়া থাকে এরূপ মানা উচিত। অন্য ক্ষুদ্র পদার্থ নির্মাণ করিয়া, ঈশ্বর বিদ্যা রূপী বেদ যদি উৎপন্ন না করেন ত ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বেদ-বিদ্যা ঈশ্বর সৃষ্ট ইহার তাৎপর্য কি? এরূপ প্রশ্ন ও উৎপন্ন হয়। উহার উত্তর এই যে, আদি বিদ্যা অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার মূল তত্ত্বমাত্র ঈশ্বর দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এবার আদি বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর বেদ প্রকাশ করিয়াছেন—উহার প্রমাণ

১। অর্থাৎ উৎপন্ন।

২। তালু আদি অধিকরণ, যে স্থলে শব্দ উৎপন্ন হয়, সে স্থলে মারাঠীর পাঠ আছে "জ্যা অধিকারিণী।

৩। ইহা মুণ্ডক উপনিষদে নাই। দ্রঃ শ্বেতাশ্বতর উঃ ৩।১৯॥ এস্থলে তৃতীয় চরণের আদিতে "স বেত্তি বেদ্যম্" এবং চতুর্থ চরণের শেষে 'পুরুষম্ মহান্তম্' পাঠ আছে। হিন্দীর কিছু সংস্করণে মন্ত্রের শেষে কোষ্ঠকে (মুণ্ডকোপনিষদ্) ছাপা আছে, উহার আধার মারাঠী সংস্করণ।

৪। অর্থাৎ এ বিষয়ে

(১) **প্রথম প্রমাণ**—বেদে পক্ষপাত নাই। ঈশ্বর সমস্ত জগতের প্রতি [সমান রূপে] অনুগ্রহকারী। এ কারণ তৎ প্রণীত যে বেদ, উহাতে পক্ষপাত থাকা কি প্রকার সম্ভব হইবে ? এইভাবে ঈশ্বর ন্যায়কারী এই কারণেই তাহাতে পক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

যাহাতে পক্ষপাত আছে, সে বিদ্যা ঈশ্বর প্রণীত নহে। ইহার উদাহরণ –বেদের ভাষা কি ? সংস্কৃতই তো ? সংস্কৃত ভাষা বেদের ভাষা, ইহা কি পক্ষপাত নহে ? যদি কেহ এরূপ বলে তাহা হইলে, তাহার এ কথা ঠিক্ নয়। [কেননা] **সংস্কৃত ভাষা সমস্ত ভাষার মূল।**[১] ইংরাজীর ন্যায় ভাষাসমূহ উহা হইতে পরম্পরা অনুসারে উৎপন্ন হইয়াছে। **এক ভাষা অপর ভাষার অপভ্রংশ রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।** **'বযম্'** এই সংস্কৃত শব্দের 'যম্' ধাতুর সম্প্রসারণ[২] হইয়া **'বী'**[৩] এই শব্দ উৎপন্ন হইল—এইভাবে **'পিতর'** এবং **'ফাদর'**, **'যুষম্'** ইহা হইতে **'যু'** [এবং] **'আদিম'** এই শব্দ হইতে **'আদম'** ইত্যাদি। **এইরূপ অপভ্রংশ কতিপয় নিয়মকে অনুসরণ করিয়া গঠিত হয়। আর কতিপয় অপভ্রংশ যথেষ্টাচার দ্বারা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই।** ঈশ্বরে যেরূপ অনন্ত আনন্দ আছে সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতেও অনন্তানন্দ রহিয়াছে। এই ভাষার ন্যায় মৃদু, মধুর এবং ব্যাপক, সর্ব ভাষার মাতা, এতাদৃশ অপর কোন ভাষা কি আছে ?

এবার যদি কেহ বলে যে, এই ভাষা[৪] একই দেশের কেন হইবে ? দ্যাখো, সংস্কৃত ভাষা একটি মাত্র দেশের ভাষা নহে। সমস্ত ভাষার মূল সংস্কৃত ভাষায় আছে। এ কারণ সর্বজ্ঞানের মূল যে বেদ উহাও সংস্কৃত ভাষাতেই আছে। যে সমস্ত দেশে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ঘটিয়াছে, সেই সমস্ত দেশের বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মনকে আকর্ষণ করিয়া চলিতে থাকে[৫] এবং ইহা অপর ভাষা সমূহের মাতৃস্থানীয়া,

---

১। এই সন্দর্ভের তুলনার্থে 'সত্যার্থপ্রকাশ' (প্রথম সংস্করণ) সমু° ১১, পৃষ্ঠা ২ ০—২৫১ পাঠ প্রথম পরিশিষ্টে দেখুন। 'বেদবাণী' বেদাঙ্ক সং° ২০১৭ এ আমার "ভাষা বিজ্ঞান ও ঋষি দয়ানন্দ" প্রবন্ধ পাঠ করুন।

২। অর্থাৎ 'য' স্থলে 'ঈ'।

৩। মরাঠী সং° 'বুই' অপপাঠ জানিবে।

৪। অর্থাৎ 'বেদ' এর ভাষা।

৫। ফ্রাইড্রিশ শ্লেগল, বিল্‌হেল্ম ফান শ্লেগল, হম্বোল্ড, শোপেন হায়র প্রভৃতি প্রাচীন যুরোপিয়ন বিদ্বান্ ব্যক্তিরা, যাঁহাদের মস্তিষ্কে ইহুদী, ঈশাই মতের পক্ষপাতরূপ ভূত অধিকার করিয়া বসিয়াছিলন, সকলে সংস্কৃত বাঙ্ময়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। দ্র° ভারতবর্ষের বৃহদ্ ইতিহাস ভাগ ১, সংস্করণ ২, পৃ° ৩৬, ৩৭॥

এরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়া চলে।[১]

আবার দ্যাখো, বেদেরই কতিপয় মুখ্য বচনের প্রচার বিশ্বের সমস্ত দেশে প্রচলিত। ইহুদীরা সদা বেদী নির্মাণ করে এবং যজ্ঞ করিত। এ জ্ঞান তাহারা কোথা হইতে পাইয়াছিল? হোতো, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ইহাদের যথাবিধি স্থাপন রূপে করিয়া যে যজ্ঞ করা উচিত একথা তাহাদের সকলের জানা ছিল না। ইহাতে কিছু বিশেষ নাই।[২] আমাদের আর্য-রীতি অনুসারে উহারা ভুল করিয়াছে। এইরূপে পার্শীরাও অগ্যারীতে[৩] অগ্নি পূজা করে। এ আচার কি বেদমূলক নহে?

বেদে পক্ষপাতিত্ব নাই, ইহা স্পষ্ট। ইহুদীরা অপরজনের নিকট দ্বেষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, মুসলমানেরা অপরকে 'কাফির' বলিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের বোধ অনুসারে তাঁহাদের ধর্মপুস্তকে [এইরূপ আচরণ করিবার] উত্তেজন[৪] আছে। এইরূপ অভিমান করিবার উত্তেজন বেদে নাই। এ কারণ বেদ ঈশ্বর প্রণীত, ইহা [প্রমাণিত] হয়।

(২) **দ্বিতীয় প্রমাণ**—বেদ সুলভ গ্রন্থ।[৫] অর্বাচীন পণ্ডিতরা অবচ্ছেদক অবচ্ছিন্ন পদসমূহ ঢুকাইয়া দিয়া মস্ত বড় পরিষ্কারের কাজ করিয়া থাকেন। পরন্তু সেই পরিষ্কার সমূহে কেবল শব্দ-জাল মাত্র আছে। অর্থ বিশেষ গাম্ভীর্যপূর্ণ হয় না। বেদ এরূপ গ্রন্থ নহে।

যদি কেহ বলেন যে, বেদ দুর্বোধ্য হওয়ায় পরিষ্কার করণের মধ্যে কাঠিন্য পাণ্ডিত্যসূচক বলিতে হইবে। তাহা হইলে তো কাকের দল যখন তাহারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে, তখন তাহাদের ভাষার অর্থ কাহারও পক্ষে বোধগম্য হয় না, তাহা হইলে কি দুর্বোধ্য হওয়ায় কাক ভাষায় পাণ্ডিত্য সম্ভব? যাহা হউক, বাক্সুলভতা এবং অর্থ গাম্ভীর্য্য ইহাই সামর্থ্যের প্রমাণ। ক্লেশ ব্যতীত জ্ঞান

১। অর্থাৎ বিদেশী বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও এইরূপ মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলর অপেক্ষা প্রাচীন তথা সমসাময়িক বহু পক্ষপাত শূণ্য য়ুরোপীয়ন বিদ্বান্ গ্রীক্ ল্যাটিন্ ও ইংলিশ পরিবারের য়ুরোপীয়ন ভাষা সমূহের মূল যে সংস্কৃত ভাষা উহা মানিতেন। এই কথাটি ইহুদী ঈশাই মতের পক্ষপাতী ম্যাক্সমুলরের "ইদানীং একথা কেহই মানে না যে, গ্রীক্ ল্যাটিন, ও এ্যাঙলো সেক্শন ভাষা সমুহ সংস্কৃত হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত এরূপ মানা হইত এই কথন হইতে স্পষ্ট জানা যায়।" (দ্র• "ইম ভারত সে ক্যা সীখেঁ" ? পৃ• ৪১, ইলাহাবাদ ১৯৬৪কে প্রকাশিতর হিন্দী অনুবাদ)

২। বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য। ৩। পার্শীদের যজ্ঞ শালার নাম 'অগ্যারী।

৪। 'উত্তেজন' অর্থাৎ প্রেরণা, উৎসাহ, প্রোৎসাহন। ৫। মারাঠীতেও 'সুলভ' পাঠ আছে। এস্থলে ইহার অভিপ্রায় সরল। অর্থাৎ অনায়াসেই পাওয়ায় যায়।

লাভ করা ইহা ঈশ্বর-কৃতির দর্শক। 'শক্যতাবচ্ছেদক' 'শক্যতাবচ্ছিন্ন' শব্দ প্রয়োগের পরিবর্তে, সরল শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বাৎস্যায়ন যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, উহা দেখুন—

"প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমেয়াধিগমার্থানীতি শক্যপ্রাপ্তিঃ।"[১]

এই সুলভতার কারণ বাৎস্যায়ন মহাপণ্ডিত তো দূরের কথা, আধুনিক শাস্ত্রীদের অপেক্ষা কি গোঁওয়ার প্রতিপন্ন হয়?[২] না, তাহা হয় না। বাৎস্যায়নের ভাষা অপেক্ষা বেদের ভাষা লক্ষগুণ সরল।

(৩) **তৃতীয় প্রমাণ**—এইরূপ, বেদ হইতে বহুবিদ্যা ও শাস্ত্র সিদ্ধ হয়। যথা -

"নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষমিষবঃ।
তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাঃ।
তেভ্যো নমো অস্তুতে নোঽবন্তুতে নো মৃডয়ন্তুতে
যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥

যজুঃ সং০ অ০ ১৬।[৩]

মনুষ্যকৃত পুস্তকে একই বিষয়ের প্রতিপাদন করা থাকে। জৈমিনির সমস্ত মতের[৪] ওঘ[৫] একমাত্র ধর্ম ও ধর্মী এই বিষয়ের বিচার করিয়াই শেষ হইয়াছে। ভগবান কণাদের মনের ওঘ ষট্ পদার্থের বিবেচনের বিচারেই শেষ হইয়াছে। এইরূপ বৈদ্যক গ্রন্থ, ব্যাকরণ-ভাষ্য ও যোগ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান পতঞ্জলীর সমস্ত আয়ু কাটিয়া গিয়াছে।[৬] পরন্তু বেদ অনন্ত বিদ্যার অধিকরণ হওয়ায় বেদ মনুষ্য কৃত নহে, কিন্তু ঈশ্বর প্রণীত। অতএব সমস্ত বিদ্যার অধিকরণ বেদ, অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার মূলতত্ত্বের দিগ্‌দর্শন মাত্র বেদে রহিয়াছে। উদাহরণার্থ দেখুন—

১। ন্যায় বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১।১।৩২।।

২। সমস্ত হিন্দী সংস্করণে 'পাগল' পাঠ আছে। এখানে 'গঁওয়ার' শব্দ অধিক উচিত।

৩। যজুঃ ১৬।৬৪ ॥

৪। মারাঠী সংস্করণে "সর্ব মতাচা ওঘ" পাঠ আছে। পরবর্তী বাক্যে 'মনাচা ওঘ' পাঠ আছে। অতএব আমার বিবেচনায় সেখানেও "সর্ব মনাচা ওঘ" পাঠই হওয়া উচিত। তদনুসার অর্থ হইবে "জৈমিনির মনের সমস্ত প্রবাহ"।

৫। 'ওঘ' মারাঠী শব্দ ইহার অর্থ "প্রবাহ"।

৬। জন সাধারণে এ প্রবাদ প্রচলিত যে, আয়ুর্বেদীয় চরক- সংহিতা, ব্যাকরণ মহাভাষ্য এবং যোগ শাস্ত্র-রচয়িতা একই পতঞ্জলি। এই কথাটি উক্ত প্রবাদ বাক্য অনুসারে বলা হয়। কিন্তু এ প্রবাদ অশুদ্ধ। এ বিষয়ের বিশেষ পরিজ্ঞানের জন্য আমার সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস ভাগ ১. পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৩৭, সংস্করণ ৩ দেখুন।

"বরাহ্যোপানহোপনহ্যামিং[১]
সহস্রারিত্রাং শতারিত্রাং নাবমিত্যাদিং[২]
একা চ মে তিস্রশ্চ মে পঞ্চ চ মে। য০ সং০।[৩]

প্রথম উদ্ধরণে রচনা বিশেষের[৪] নিরূপণ করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তে নৌকা শাস্ত্রের নিরূপণ করা হইয়াছে এবং তৃতীয়তে গণিত শাস্ত্রের নিরূপণ আছে। এই অবস্থায় যদি কেহ বলে যে, ঈশ্বর সর্ববিদ্যার মূল তত্ত্বই কেন প্রকাশিত করিলেন আর সাঙ্গ বিদ্যা এবং কলার বিবরণ কেন [প্রকাশিত] করিলেন না? এ বিষয়ে আমার কথা এই যে, যেরূপ ঈশ্বর মনুষ্যমাত্রের বুদ্ধি ব্যাপারের, সেইরূপ বুদ্ধ্যুন্নতিরও অবকাশ রাখিয়াছেন।

(৪) **চতুর্থ**—কেহ কেহ এরূপ শঙ্কাও করিয়া থাকেন যে, বেদ অনেক পুরুষ দ্বারা ঘটিত[৫], তাই বেদ সমূহে [যে] একবাক্যআদি গুণ রহিয়াছে, উহাদের ব্যবস্থার কিভাবে সমাধান করিবেন?[৬]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যা বেদ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল। যথা, বিমান বিদ্যা ইত্যাদি[৭]। এই সমস্ত বিদ্যার পুস্তকাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে কারণ সে সমস্ত বিদ্যাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা কাঠ জ্বালাইবার পরিবর্তে পুস্তক জ্বালাইয়াছিল। জৈনিরাও এইরূপ অনর্থ করিয়াছে। সন ১৮:৩ খ্রীঃ আশেপাশে যখন মারামারি কাটাকাটি হয়, সে সময় কোন এক য়ুরোপিয়ন অমৃতরাও পেশওআর বিশাল পুস্তকালয় জ্বালাইয়া ফেলিয়াছিল—লোকমুখে এরূপ প্রবাদ শোনা যায়[৮]। এইভাবে না জানি কত বিদ্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখো।

উপরিচর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ভূমি স্পর্শ না করিয়া বায়ুকে আশ্রয় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পুরাকালের মানুষ বিমান-সাহায্যে যুদ্ধ করিতেন, তাঁহারা বিমান নির্মাণ বিষয়ে উৎকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিমান রচনা

১। মুদ্রিত পাঠ অশুদ্ধ প্রতীত হয়। তুলনীয়—বারাহ্যা উপনহা উপমুঞ্চতে। শত০ ব্রা০ ৫।৪।৩।১৯ ॥
২। 'শতারিত্রাং নাবম্' ইত্যাদি পাঠ ঋ০ ১।১১৬।৫ এ পাওয়া যায়। ৩। যজু০ ১৮।২৪ ॥
৪। উপানহ=জুতার রচনা।
৫। ঘটিত অর্থাৎ রচিত।
৬। অর্থাৎ বহু ব্যক্তি রচিত গ্রন্থে এক বাক্যতা, সমান ভাষা বা শৈলী কদাপি থাকিত না। ইহার বিপরীত বেদে এক বাক্যতা, সমান ভাষা শৈলী পাওয়া যাইত না।
৭। বেদ সমূহে বিদ্যমান কতিপয় বিদ্যার নিদর্শন ব্যাখ্যাতা (দয়ানন্দ সরস্বতী) স্বীয় 'ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা' গ্রন্থে স্থাপন করিয়াছেন। তথা "বৈদিক সিদ্ধান্ত মীমাংসা" পৃষ্ঠ ২—৩ দ্রষ্টব্য।
৮। মারাঠী সংস্করণে 'দন্তকথা' পাঠ আছে। ইহার অর্থ—কিম্বদন্তী লোকমুখে শোনা যায়।

বিষয়ক একটি গ্রন্থ আমিও দেখিয়াছি।[১] আশ্চর্য! সে যুগে দরিদ্রের গৃহেও বিমান থাকিত। সেই ব্যবস্থার সামনে অগ্নিগাড়ীর[২] প্রতিষ্ঠা কোথায়?

(৫) পঞ্চম—বেদ সনাতন সত্য! একারণ উহার সামর্থ্য ও অত্যন্ত বিশাল। দ্যাখো শর্মণ্য (জর্মন) বাসীরা বেদ অবলোকন করিয়া, উহার কীর্তি ও গুণানুবাদ করিতেছেন। এইভাবে সমস্ত দেশে বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মানসিক আকর্ষণ বেদের সত্য সামর্থ্য দ্বারাই হইতেছে[৩]। সারাংশ এই যে, সততা, এক বাক্যতা, সুগম রচনা, ভাষা লাবণ্য, নিষ্পক্ষপাততা, সর্ববিদ্যা মূলকত্ব এই সমস্ত গুণ কেবল বেদেই সম্ভব। এই কারণেই বেদ ঈশ্বর প্রণীত। আজকাল আমাদের দেশের ইংরাজী লেখাপড়া জানা ব্যক্তিরা ইংরাজী গ্রন্থের লটপট[৪] দেখিয়া, উহাই সত্য, এরূপ মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন, উহা ঠিক্ নহে। [ওদিকে] আমাদের বড়দাদা শাস্ত্রীরা পরম্পরা ভঙ্গ হওয়ার ভয় করিয়া বসিয়া আছেন। ইহাও ঠিক্ নহে। কারণ অগ্নিগাড়ীতে চাপিয়া প্রবাস গমনকারীদের পরম্পরা রক্ষার হঠকারীতা কোথায় চলিয়া যায়? [আচ্ছা, একটু বিচার করিয়া দেখুন তো] পিতা যদি অন্ধ হয় সে অবস্থায় পুত্রেরও কি চোখ উপড়ান উচিত? তাৎপর্য্য [এই যে] সম্পূর্ণ পরম্পরাকে স্বীকার করিয়া চলিবার ফলে ধর্ম বিষয়ে সমস্ত ওলট পালোট হইয়া গিয়াছে। এই ওলট পালোট সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে বুক ফাটার উপক্রম হয়।

দ্যাখো! চতুর্দিকে জাতি-বিভাগ হইয়া আমরা নির্বল হইয়া পড়িয়াছি। পূর্বে আর্য্যদের কাছে[৫] শতঘ্নী অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং ভুশুণ্ডী অর্থাৎ বন্দুকও ছিল[৬]। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আগ্নেয় অস্ত্রাদির

১। এরূপ গ্রন্থের বা পুস্তকের কোথাও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, আজ কাল ভারতীয় অনুসন্ধিৎসু বিদ্বান্ ব্যক্তিদের অনুসন্ধানের ফলে ভরদ্বাজ কৃত বিমান শাস্ত্রের কিছু অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন ও মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইহার হিন্দী অনুবাদ সহিত প্রকাশন করিবার শ্রেয়-শ্রীব্রহ্মমুনি মহারাজের প্রাপ্য। সন ১৮৭৫ পর্য্যন্ত যখন তিনি ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, য়ুরোপে বিমানের প্রচলন থাকা তো দূরের কথা, উহার নমুনাও নির্মিত হয় নাই। এ তথ্য প্রণিধান যোগ্য অনেক য়ুরোপীয় ভক্ত দয়ানন্দের প্রতি দোষারোপ করেন যে তিনি য়ুরোপীয় বিজ্ঞোনোন্নতি দৃষ্টে তিনি অকস্মাৎ বেদে বিমান বিদ্যা আছে দেখাইবার চেষ্টা করেন। এরূপ ধারণা তাঁহার বিমান সম্বন্ধে বর্ণনা দ্বারা খণ্ডিত হয়।

২। অর্থাৎ রেলগাড়ী বা বাষ্পীয় যান। ৩। এই ব্যাখ্যানের পৃষ্ঠা…৬৬র টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৪। ইহা মারাঠী শব্দ। ইহার অর্থ—চালাকী, ধাঁধান। ৫। অর্থাৎ আর্য্যদের নিকট।

৬। ভুশুণ্ডী = বন্দুক, এবং শতঘ্নী = কামানের বর্ণনা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। শুক্রনীতিসার অ০ ৪, শ্লোক ১৯২—২০০ পর্যান্ত ইহার ক্রমশঃ লঘুনালিকাস্ত্র, তথা বৃহন্নালিকাস্ত্র নামে উল্লেখ আছে। ইহার পর অগ্নিচূর্ণ, = বারুদ, প্রস্তুত করিবার বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা পাওয়া যায়।

লোপ কিভাবে হইল? আজকালকার পণ্ডিতের দল এ কথাও বলে যে, কেবল মন্ত্রোচ্চারণ বলেই প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্রাদি নিষ্পন্ন হইত[১] বাস্তবিকপক্ষে ইহা যথার্থ নহে। মন্ত্রের সম্বন্ধ বা উচ্চারণ শক্তিতে অগ্নি উৎপন্ন হইত, যদি একথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মন্ত্র উচ্চারণকারী কি, না জলিয়া বাঁচিত?[২] অতএব একথা সত্য নহে। মন্ত্র অর্থাৎ বিশেষ অক্ষর আনুপূর্বিক অর্থাৎ শব্দ সমূহে এবং অর্থ সমূহে সংকেত মাত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে[৩]। উহাতে জ্বালাইবার সামর্থ্য নাই। যেরূপ 'অগ্নি' শব্দে দাহকত্ব নাই, সেইরূপ মন্ত্র জপিলে অনর্থক কালক্ষেপ হয়।

ব্রতবন্ধের[৪] সময় বালকের অল্প সামর্থ্য থাকায় তাহাকে একটি মন্ত্রকে বারংবার মুখস্থ করিতে হয়। একারণ ইহা মন্ত্রের যথার্থ বিনিয়োগ নহে। মন্ত্র অর্থাৎ বিচার। রাজমন্ত্রী অর্থাৎ বিচার-বিবেচনাকারী, ইহাই যথার্থ, যদি এরূপ স্বীকার না করেন তাহা হইলে রাজমন্ত্রী বা অমাত্য অর্থাৎ রাজার মালা লইয়া, রাজার নাম লইয়া জপকর্তা এরূপ অর্থ করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রী শব্দের অর্থ জপকর্তা না হইয়া বিচার বিবেচনাকারী হইবে। এবার বিচার করুন বেদমন্ত্রের বাস্তবিক বিনিযোগ অর্থাৎ বুদ্ধি বৈশদ্য, বুদ্ধ্যুন্নতি, বুদ্ধিপ্রকাশ, বুদ্ধি সামর্থ্যকে উৎপন্ন করা হয়। প্রথমে আর্য্যদের মধ্যে এরূপ সামর্থ্য ছিল। তাহারা একটি মন্ত্রকে লইয়া বসিয়া বসিয়া জপ করিতেন না! কিন্তু তাঁহারা বহু মন্ত্রের মীমাংসা করিতেন। এ কারণ বারুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল অর্থাৎ তাহারা পদার্থ সমূহের গুণ সম্বন্ধে বিদিত হইয়া তাহাদের বিশেষ যোজনা স্থির করিতেন।[৫] বিশল্যৌষধি নামক এক ঔষধি তাঁহাদের জানা ছিল, যাহার দ্বারা যে কোনও প্রকারের ক্ষত হউক না কেন, সেই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উহা মুহূর্তেই ভরিয়া উঠিত।[৬] এককাল এরূপ ছিল যখন বঙ্গদেশের বৈদ্যক বিদ্যাকে অনেকে উপহাস করিত। কিন্তু ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের ন্যায় বৈদ্যক বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্ পণ্ডিত চরক সুশ্রুত সদৃশ গ্রন্থের উজ্জীবন করেন, যাহা দেখিয়া ইংরাজী প্রবীণ মানুষের ভ্রম দূর হইয়া যায়। মহেন্দ্রনাথ প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থ সমূহের উজ্জীবন করিবার জন্য প্রচুর ধন সংগ্রহ করিবার প্রযত্ন করেন, ইহা তাঁহার মহদলঙ্কার, অস্তু।

১। অর্থাৎ অগ্নি দেবতার মন্ত্র পাঠ করিয়া যে বাণ নিক্ষেপ করা হইত উহা শত্রু সেনা মধ্যে আগুন লাগাইয়া দিত। বায়ু দেবতার মন্ত্র পাঠ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণ—ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করিয়া দিত ইত্যাদি।

২। ন্যায়দর্শন ২।১।৫০॥ ৩। ন্যায় দর্শন ২।১।৫৫॥ ৪। ব্রতবন্ধ—যজ্ঞোপবীত সংস্কার।

৫। এ বিষয়ে সত্যার্থ প্রকাশ (সংশোধিত সং) সমুল্লাস ১১, পৃষ্ঠায় ৪৩০—৪৩১ স্থলে বিস্তৃত রূপে বিচার করা হইয়াছে (দ্র° আদর্শ সং° ২)

৬। ইহার উল্লেখ সত্যার্থ প্রকাশ (প্রথম সং) সমুল্লাস ১১, পৃষ্ঠ ২১৯, পং ২৫—২৭ ও আছে।

পদার্থ-জ্ঞান বিষয়ে বেদশাস্ত্রে মহৎ দক্ষতা দেখা যায়।[১]

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যার্থমৃগ্‌ যজুঃ সাম লক্ষণম্।"[২]

সৃষ্ট পদার্থ বিশ্লেষণ করিবার জন্য, সেইরূপ ঈশ্বরীয় জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বুদ্ধি সামর্থ্য সম্পাদন করা, বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন বেদোৎপত্তি ব্রহ্মা হইতে হইয়াছে এবং ব্যাসদেব সংগ্রহ অর্থাৎ সংহিতা রচনা করিয়াছেন, আজকালকার পণ্ডিতেরা এরূপ বলিয়া থাকেন। পরন্তু এরূপ বলা মিথ্যা ছাড়া সত্য নহে। কারণ, মনুতে ব্রহ্মাদেব অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চার ঋষিদের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়া, পরে বেদ প্রচার করেন, এইরূপ লেখা আছে। ব্রহ্মদেবের অপর নাম 'চতুর্মুখ'। ইহা দ্বারা, উহার চার মুখ ছিল এরূপ নহে। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার চারমুখ থাকিত, তাহা হইলে বেচারা ব্রহ্মদেবের না জানি কত দুঃখ হইত। তাছাড়া, বেচারা ব্রহ্মদেব সুখে ঘুমাইতেন কেমন করিয়া? বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ছিল না। কিন্তু—**"চত্বারো বেদা মুখে যস্য ইতি চতুর্মুখঃ'** এরূপ সমাস করা উচিত। প্রথম আরম্ভে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ দ্বারা, যে চারজন ঋষির অন্তরে ঈশ্বর-জ্ঞান বেদ প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ব্রহ্মদেব শিক্ষা লাভ করেন, তদনন্তর তিনি সমস্ত বিশ্বে উহা প্রচার করেন। আর বিশ্বের নরনারী তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করেন। এ কারণ সেই জ্ঞান 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ, প্রথমে ঋষিরা একে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া আসিয়াছেন, এ কারণ বেদ 'শ্রুতি' নামে প্রসিদ্ধ।

অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা এই চার ঋষিদের অন্তরে বেদ প্রথম আবির্ভূত হয়। এ বিষয়ে যদি কেহ বলেন যে, আদিতে এই চারজন ঋষিই বা কেন হইয়াছিলেন, একাধিক হন নাই কেন? দেখুন, এরূপ সংশয় তো পাঁচজন অথবা তিনজনের সম্বন্ধে হইলেও হইতে পারিত। ইহাকে অশোক বনিকা

১। বেদ সমূহে প্রত্যেক পদার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি অবলম্বন করা হইয়াছে। এক একটি বিশেষণ এবং সামান্যরূপে উহার পর্য্যায় সূচক বিভিন্ন নাম তৎতৎ পদার্থের সূক্ষ্ম পার্থক্যের নিদর্শন করান হইয়াছে। নিঘণ্টুতে জলের ১০০টি নাম গণনা করা হইয়াছে। সেগুলি জলের ১০০ প্রকারের অবস্থার বাচক। সেগুলি জলের সামান্য পর্য্যায় বাচক নহে। এ কারণ মীমাংসকদের মধ্যে **"অন্যায্যশ্চানেকশব্দত্বম্"** (মী॰ ১।৩।২৭) অর্থাৎ এক পদার্থ সম্বন্ধে বহুশব্দের ব্যবহার অ-ন্যায্য—এই ন্যায় আজও প্রচলিত আছে।

২। মনু॰ ১।২৩॥

ন্যায়[১] বলা চলে।

আবার কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে, বেদ আধুনিক, উহা নিত্য নহে। কারণ ব্রহ্মদেবের অন্তরে জ্ঞান লহরী উৎপন্ন হইল এবং সেই সময় হইতে বেদের পরম্পরা প্রচলিত হয়, এ অবস্থায় বেদকে নিত্য বলি কি করিয়া? এরূপ নহে, ঈশ্বরের অপূর্ব জ্ঞান, আর জ্ঞান [বা] রচনা নিত্য, যেরূপ সৃষ্টির সেইরূপই বেদের আবির্ভাব তিরোভাব হয় মাত্র। কারণ

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ"। ঋ সং০।[২] ইত্যাদি এই বচনটি ঈশ্বরীয় নিত্যজ্ঞানের প্রমাণ।

ব্রহ্মদেবের পরে বিরাট উৎপন্ন হইলেন, তাহার পর বশিষ্ঠ নারদ, দক্ষ, প্রজাপতি স্বায়ংভুব মনু প্রভৃতি উৎপন্ন হইলেন। এই সমস্ত ঋষির অন্তরে ঈশ্বর জ্ঞানের প্রকাশ করেন।[৩]

এবার এই ব্যাখান শেষ করিবার পূর্বে বেদ বিষয়ে সাধারণ বিচার করা উচিত। কেহ কেহ বলেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য আদি ভূত[৪] সমূহের পূজা বেদে উপদিষ্ট আছে, পরন্তু ইহা বলা সম্ভব নহে।

শুক্ল[৫] যজুর্বেদ॥ ৩২। ১।[৬]

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥"

তথা—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুৎমান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি [অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ]॥"

ঋ০ সং০।[৭]

১। অশোক বনিকা ন্যায়ের তাৎপর্য্য হইল—রাবণ সীতাকে অশোকবন—অশোক বাটিকায় অন্তরীণ করিয়া রাখে। এ সম্বন্ধে যদি কেহ বলে—অশোক বনেই কেন রাখিয়াছিল, অন্যত্র রাখে নাই কেন? প্রশ্নটি কিরূপ? না, অশোক ব্যতীত সীতাকে অন্যত্র রাখা যাইতে পারিত। তাইতো প্রশ্ন জাগে যে, সেই স্থানেই কেন রাখা হইল অন্যত্র সীতাকে রাখা হইল না কেন? এই স্থিতি প্রকৃত প্রসঙ্গে রহিয়াছে। ইহাই বক্তার অভিপ্রায়।

২। ঋ০ ১০।১৯০।৩॥ সমস্ত হিন্দী সংস্করণে (ঋ০ সং০ অ০ ৮। অ০ ৮। ব০ ৪৮) পাঠ আছে।

৩। এখানে অবশ্যই পাঠভ্রংশ ঘটিয়াছে। কেননা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অগ্নি আদি চার ঋষির অন্তরেই ঈশ্বর দ্বারা বেদের প্রকাশ হয় স্বীকার করেন। এই ব্যাখ্যানেও পূর্বভাগে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। অথবা এখানে 'প্রকাশ করিয়াছেন' ইহার অভিপ্রায় "মন্ত্রার্থ"-দর্শন করাইয়াছেন' ইহাও হইতে পারে।

৪। অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ সমূহের।

৫। দ্রষ্টব্য পূর্ব পৃষ্ঠ ৩৯ টি০॥

৬। এস্থলে মূল মারাঠী সং০ ৩১।১॥ অপপাঠ আছে।

৭। ঋ০ ১।১৬৪।৪৬॥

অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, এ সমস্ত পরমেশ্বরেরই নাম। অতএব বহু দেবতাবাদ কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে।

"প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাৎ তং পুরুষং পরম্॥
এতমগ্নিং বদন্ত্যেকে[১] মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"

মনুঃ অধ্যায় ১২।[২]

পরিচ্ছেদ, প্রকার, বিকার ইত্যাদি সম্বন্ধ অনুসারে একই আত্মার পৃথক্ পৃথক্ নাম হইতে পারে। কেহ বা বলিয়া থাকেন যে, বেদ সমূহে বীভৎস[৩] কাহিনী আছে। 'মাতা চ তে পিতা চ তে"[৪] মহীধর এই বচনটির ভাষ্য করিয়া অতীব বীভৎস রস সৃষ্টি করিয়াছে, পরন্তু এ বিষয়ে শতপথ ব্রাহ্মণ দেখুন [সেখানে কি আছে]

"বৃক্ষ বৃক্ষো রাজং ভগশ্রীঃ স্পসো রাষ্ট্রং শ্রীর্বা বৃক্ষস্যাগ্রম্।"[৫]

এইভাবে রাষ্ট্রের স্থানে[৬] এই বচনের যোজনা করিলে বীভৎসতা থাকেনা[৭] এইভাবে পুরাণ সমূহে কাশ্যপীয় প্রজার বর্ণনা আছে। মরীচির পুত্র কশ্যপ। দক্ষের ষাটটি কন্যার মধ্যে তেরটি কন্যার সহিত কশ্যপের বিবাহ হয়—এরূপ বর্ণনা আছে। বেদে এই কথা বা কাহিনীর কোনও প্রকারের আধার নাই। কশ্যপ অর্থাৎ আদ্যন্তের বিপর্যাস ঘটাইয়া 'পশ্যকঃ'[৮] পরমাত্মার নাম হয়।

১। এই পাঠ সত্যার্থ প্রকাশ (প্রথম সং) সমু° ১. পৃষ্ঠ ৪. তথা সংশোধিত সমু° ১. পৃষ্ঠ ১৭ তে ও আছে (আসশসং ২ এর টি° পৃষ্ঠা ১৭ এর টি° ১ দেখুন)। মনুস্মৃতি ১২।১২২ এ **'এতমেকে বদন্ত্যগ্নিম্'** পাঠ আছে। এই পাঠটি ও স্ব° দয়ানন্দ মহারাজ বেদভাষ্যের নমুনা সংখ্যা (দ° ল° ম সং° পৃষ্ঠা ১৪°) তথা ঋগ্বেদ ভাষ্য ১।১।১ এ উদ্ধৃত আছে।

২। দ্র° মনু° ১২।১২২, ১২৩॥

৩। মারাঠী ভাষায় 'বীভৎস' শব্দের অর্থ অশ্লীল।

৪। যজুঃ ২৩।২৪॥

৫। দ্র° শত° ১৩।২।৯।৭॥ পুনা প্রবচনে শতপথের পাঠ লেখক দোষে ভ্রষ্ট হইয়াছে। স্বামী দয়ানন্দের সংকেত এই মন্ত্রের শতপথ ১৩।২।৯.৭ এ ব্যাখ্যাত অংশের প্রতি সংকেত আছে।

৬। অর্থাৎ রাষ্ট্র বিষয়ে।

৭। এই মন্ত্রের যথার্থ জানিতে হইলে যজুর্বেদ ভাষ্য (স্বা° দয়ানন্দ) তথা ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকায় 'ভাষ্য শঙ্কা সমাধান' প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

৮। এ স্থলে মারাঠী সংস্করণে **'কঃ পশ্যঃ'** লেখকের প্রমাদ জন্য অপপাঠ রহিয়াছে।

"পশ্যকঃ সর্বদৃক্ পরমাত্মা গৃহীতঃ"।[১]

এই ভাবে কেহ কোনও কথকতা করিবার জন্য 'ব্রহ্মোবাচ' জুড়িয়া বহু পুরাণের ভণ্ডামী সৃষ্টি করিয়াছে এবম্বিধ দুষ্ট প্রয়াস আধুনিক সম্প্রদায়বাদী লোকেরা বহু করিয়াছে।

ব্রহ্মোবাচ

"টকা[২] ধর্মষ্টকা কর্ম টকা হি পরমংপদম্।
যস্য গৃহে টকা নাস্তি হা টকা টকটকায়তে॥

এই [টকা] সম্প্রদায়ের বাজার আজকাল খুব গরম। এই সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ দোকানদারী আরম্ভ হইয়াছে উহাকে সম্প্রদায়বাদীরা কিরূপে ত্যাগ করিবে? যজমানের তিন[৩] জন্মের যদি হানি ও হয়, হোক্, তাহাতে উহাদের কি আসে যায়? যেদিন সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ সর্বত্র বেদ সমূহ অবলোকন করিবে, সেইদিন এই সমস্ত সম্প্রদায়বাদীদের লটপট[৪] বন্ধ হইয়া যাইবে। আর সেই দিনই কণ্ঠী সাহায্যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির সুগম পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি এক কণ্ঠীর সংযোগে বৈকুণ্ঠ লাভ ঘটে তাহা হইলে কণ্ঠীর কয়েক লড়ী মালা গলায় লটকাইলে সংসারে সুখ মিলিবেনা কেন? চন্দন তিলকে যদি স্বর্গ লাভ হয় তাহা হইলে মুখময় চন্দন লেপন করিলে সামান্য সুখও হয়না কেন? চন্দন, তিলক কণ্ঠী এ সমস্ত সম্প্রদায়ীলোকদের ধন লাভের সাধন। এ সব সত্যতীর্থ নহে। সত্যতীর্থ কি? এ বিষয়ে বচন আছে।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ্]

"অহিংসন্ সর্বভূতান্যত্র তীর্থেভ্যঃ।[৫]
সতীর্থঃ স ব্রহ্মচারী।[৬] বিদ্যাব্রত স্নাতঃ॥[৭] ইত্যাদি।

১। দ্রষ্টব্য—কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি যৎপরিপশ্যতি সৌক্ষ্ম্যাৎ। তৈ০ আরণ্যক ১৮॥

২। এ স্থলে 'টকা' শব্দের অভিপ্রায় টাকা। উড়িষ্যার টঙ্কা শব্দের অপভ্রংশ কথ্য ভাষায় টকা বলা হয়। ১৯৫০ সালের পূর্বে উত্তর ভারতের কতিপয় প্রান্তে টকা শব্দ দুই পয়সায় (অর্দ্ধ আনা) সমমূল্যে তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ইহার ভার ও একটাকার সমপরিমাণ হইতে।

৩। সমস্ত হিন্দী সংস্করণে (গ ঘ ঙ) 'তিন কেন দশজন্ম' পাঠ পাওয়া যায়। এই সংস্করণের পাঠ মারাঠী সংস্করণ অনুসারে লিখিত।

৪। ইহা মারাঠী ভাষার শব্দ। ইহার অর্থ—ঘ্যাচ্‌কেমী, চালাকী, ধাঁধান, গোলমেলে।

৫। ছান্দোগ্য০ উপ০ ৮।১৫।১॥

৬। এই দুইটি পদ 'তীর্থে যে, চরণে ব্রহ্মচারিণি' (অষ্টাধ্যায়ী ৬।৩।৮৬-৮৫) পাণিনীয় সূত্র সমূহের ক্রমশঃ উদাহরণ রহিয়াছে। ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকার গ্রন্থপ্রামাণ্যাপ্রমাণ্য প্রকরণ বিষয়ে বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। ৭। দ্র০ পারস্কর গৃহ্য০ ২।৫।৩২। ত্রয় এব স্নানতকা ভবন্তি বিদ্যা-স্নাতকো ব্রতস্নাতকো বিদ্যাব্রত স্নাতকশ্চ।

ব্রহ্মচারী পুরুষ বিদ্যাস্নাত, ব্রতস্নাত[১] [এবং বিদ্যাব্রত স্নাত] হইয়া থাকেন। এ কারণ বেদবিদ্যাই মুখ্যতীর্থ।

১। যে ব্রহ্মচারী বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া এবং ব্রতকে পূর্ণ না করিয়া স্নান করে সে বিদ্যাস্নাতক, যে ব্রতকে সমাপ্ত করিয়া বিদ্যা সমাপ্ত না করিয়া স্নান করে সে ব্রতস্নাতক আর যে বিদ্যা ও ব্রত সমাপ্ত করিয়া স্নান করে সে বিদ্যাব্রত স্নাতক। এরূপ স্নাতকই শ্রেষ্ঠ স্নাতক 'দ্র° পার গৃহ্য° ২।৫।৩২-৩৪-৩৫ ॥

ষষ্ঠ প্রবচন

জন্মবিষয়ক

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠে ভিড়ের বাড়ে তাং ১৭ই জুলাই[১] রাত্রি আট ঘটিকায় এই বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন নিম্নে উহার সারাংশ।

"ওম্ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥"[২]
(স্বামীজী প্রথমে এই ঋচা পাঠ করে)

অদ্যকার ব্যাখ্যানের বিষয় "জন্ম অর্থাৎ কায়া (= শরীর)। প্রথমে ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে অবগত করান উচিত। শরীরের ব্যাপার এবং কর্ম করিবার যোগ্য এরূপ পরমাণু সমূহের সংঘাত যখন প্রস্তুত হয় তখন জন্ম হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সাধন যুক্ত হইয়া কর্ম করিবার যোগ্য যখন শরীর প্রস্তুত হয়, তখন জন্ম হয়। বাস্তবিক পক্ষে[৩] ইন্দ্রিয় এবং (প্রাণ) অন্তঃকরণ শরীরে উপযুক্ত হইলে, তখন জন্ম হয়। জন্ম অর্থাৎ শরীর ও জীবাত্মার সংযোগ। বাস্তবিক পক্ষে শরীর ও জীবাত্মার যে বিয়োগ উহাই মৃত্যু।[৪]

১। আষাঢ় শুক্লা ১৪ সম্বৎ ১৯৩২॥

২। সন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত মরাঠি সংস্করণে মন্ত্রের পর কোষ্ঠকে (ঋক্ সংহিতা ॥৮৪৯।৮॥) পাঠ ছাপা আছে। ইহাতে দুইটি অশুদ্ধি রহিয়াছে—প্রথম, ঋক্ সংহিতার যে প্রতীক্ ছাপা হইয়াছে যাহা পাওয়া যায়, উহাতে না আছে মণ্ডল ক্রমানুসারে চিহ্ন, আর না আছে অষ্টক ক্রমানুসারে চিহ্ন। দ্বিতীয়—ঋ০ সং০ মং০ ১, সূ০ ৮৯, ম০ ৮এ এই মন্ত্রের চতুর্থ চরণে **"ব্যশেম"** পাঠ পাওয়া যায়, **'ব্যশেমহি'** পাঠ নাই। **ব্যশেমহি** পাঠ যজুর্বেদ ২৫।২১।এ আছে। গ, ঘ, ঙ, হিন্দী সংস্করণ সমূহে "ঋ০ সং০ মং০ ১, অনু০ ১৪, সূক্ত ৮৯ মং০ ৮' প্রতীক মুদ্রিত আছে। পরোপকারিণী সভা দ্বারা মুদ্রিত মারাঠী সং০ এ (ঋ০ সং০ ১।৮৯।৮) নির্দেশ পাওয়া যায়। মন্ত্র পাঠে ব্যশেমহি পাঠ উপলব্ধ হওয়ায় ইহা পরিষ্কার যে মুদ্রিত মন্ত্রটি ঋক্ সংহিতার মন্ত্র নহে, উহা যজুর্বেদ ২৫।২১ এর মন্ত্র। এ বিষয়ে তৃতীয় প্রবচনের প্রারম্ভে পৃষ্ঠা ২৭৯ এর টি০ ৩ দ্রষ্টব্য।

৩। মারাঠী সংস্করণে **'অর্থাৎ'** পদ আছে। ইহা মারাঠী ভাষায় ক্রিয়া বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয় (মারাঠী হিন্দী শব্দ সংগ্রহ, সন্ ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ১১)। ইহার অর্থ—অবশ্য, অনায়াসে, বাস্তবিক পক্ষে। হিন্দীতে প্রযুক্তব্য 'অর্থাৎ' শব্দের স্থলে মারাঠীতে **'ম্হণজে'** শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

৪। গ. ঘ. ঙ. সমস্ত হিন্দী সংস্করণে-"জীবাত্মার সংযোগ, ইহার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে শরীর ও জীবাত্মার বিয়োগকেও মরণ বলা হয়"। পাঠ আছে।

এই জন্মান্তরের বহু মত প্রসিদ্ধ কেহ বলেন—মনুষ্যের একবার জন্ম হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয় না। কেহ বলেন—জন্ম অনেক অর্থাৎ মনুষ্যের মৃত্যুর পর পুনরায় দ্বিতীয় জন্ম হয়।

আমাদের সিদ্ধান্ত—মনুষ্যের পুনর্জন্ম হয় অর্থাৎ জন্ম অনেক।

এক-জন্মবাদী এবং অনেক জন্মবাদীদের কথনে প্রচুর যুক্তি-প্রযুক্তির আধার বিদ্যমান। এবার এইসব যুক্তি-প্রযুক্তির বিচার করা প্রয়োজন। **'গতানুগতিকো লোকঃ'**—এই ন্যায়ানুসারে[১] পরম্পরা গত জ্ঞানকে স্বীকার করা বিদ্বজ্জনের উচিত নহে। তর্ক বিতর্ক করিয়া নির্ণয় করা বিদ্বজ্জনের প্রধান কর্তব্য।

এক-জন্মবাদী এইরূপ পূর্বপক্ষ করেন যে, এই জন্মের পূর্বে যদি অপর জন্ম থাকিত, তাহা হইলে সেই জন্মের কিছু তো অবশ্যই স্মরণ থাকিত। যেহেতু[২] পূর্বে জন্মের স্মরণ নাই অতএব পূর্বজন্ম ছিল না, ইহা বলাই যথার্থ।

এই পূর্ব পক্ষের সমাধান আমরা এইভাবে করিয়া থাকি যে, জীবের দুই প্রকারের জ্ঞান আছে—এক 'স্বাভাবিক' আর দ্বিতীয় 'নৈমিত্তিক'। স্বাভাবিক জ্ঞান নিত্য থাকে, আর নৈমিত্তিক জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি ন্যূনাধিক লাভ ও হানি আদি এই সমস্ত প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্ত—অগ্নির 'দাহ করা' ইহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। অর্থাৎ এই ধর্ম অগ্নির পরমাণু সমূহেও থাকে, ইহা উহার নিজের ধর্ম, সে কদাপি ত্যাগ করে না। এই কারণে অগ্নির দাহিকা শক্তির যে জ্ঞান আছে, উহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান জানা উচিত। তথাপি (অগ্নির) সংযোগের কারণ জলে যে উষ্ণতা ইহা অগ্নির ধর্ম হইতে উৎপন্ন হয়, আর বিয়োগ ঘটিলে সেই উষ্ণতা ধর্ম আর তাহাতে থাকে না। এ কারণ জলের উষ্ণতা বিষয়ের যে জ্ঞান উহা স্বাভাবিক জ্ঞান।

এবার জীবের "আমি" অর্থাৎ "স্বীয় অস্তিত্বের" যে জ্ঞান, উহা স্বাভাবিক। চক্ষু, শ্রোত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উহা আত্মার নৈমিত্তিক জ্ঞান। এই নৈমিত্তিক জ্ঞান তিন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়—দেশ, কাল ও বস্তু। এই তিনের কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত যেরূপ-যেরূপ সম্বন্ধ হয়, সেইরূপ সেইরূপ আত্মার প্রতি উহাদের সংস্কার পড়ে। এবার যেরূপ যেরূপ এই নিমিত্ত দূর হইতে থাকে সেইরূপ সেইরূপ এই নৈমিত্তিক জ্ঞানের নাশও হইতে থাকে, অর্থাৎ পূর্ব জন্মের দেশ, কাল, শরীরের বিয়োগ হইলে সেই সময়ের নিমিত্তজ্ঞান

১। অর্থাৎ সাধারণ জন অন্যের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে অভ্যস্ত।

২। মারাঠী সংস্করণে—**"জ্যা অর্থী"** পাঠ আছে। ইহার অর্থ—যে হেতু।

থাকে না। ইহা ছাড়া এই বিষয়ে এক বিশেষ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, জ্ঞানের স্বভাবই এরূপ যে, সে অযুগপৎ ক্রমানুসারে হয় অর্থাৎ একই সময়াবচ্ছে। অনুসারে আত্মায় দুই তিনটি জ্ঞান একই কালে স্ফুরিত হইতে পারে না। এই নিয়মের বিচার অনুসারে পূর্বজন্মের বিস্মরণের সমাধান ভালভাবে হইয়া যায়। এই জন্মে 'আমি আছি' অর্থাৎ নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান আত্মার উপর ঠিক্ ঠিক্ থাকে। এই জন্য পূর্বজন্মের জ্ঞানের স্ফুরণ আত্মায় হয় না।

তথাপি, এই জন্মেই ব্যবস্থা কিভাবে হয় এ সম্বন্ধে বিচার করুন। আমি এই যে ব্যক্তিটি বক্তৃতা শেষ করিয়াছি, সেই বক্তৃতার সেইভাবে সেই বিষয়ের মনোব্যাপারের, সমস্ত পরম্পরা সম্বন্ধে আমার স্মরণ কোথায় আছে? বক্তৃতার স্থূলাবয়বের স্মরণ আছে ঠিক্, কিন্তু বলিতে বলিতে সূক্ষ্ম অবয়বের বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া আমি বক্তৃতা দিই নাই, এরূপ স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়— বাল্যাবস্থায় যে সমস্ত কথা হইয়াছিল এখন উহার বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। অতএব বাল্যাবস্থা ছিলনা এরূপ মানা চলেনা। পুনরপি, জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত কথা স্মরণ থাকে, নিদ্রাকালে সেই সমস্ত কথার বিস্মৃতি ঘটে। এই সমস্ত কারণে ও ইহা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বজন্মের স্মরণ থাকেনা। এতটুকুতেই পূর্ব জন্ম অসম্ভব একথা [সিদ্ধ] হয়না। দুই জন্মের মধ্যে মৃত্যুর উপস্থিতি এবং মৃত্যু হওয়া অর্থাৎ মহাব্যাবৃত অন্ধকারে পতিত হওয়া।

এবার, মনের ধর্ম কিরূপ? এ বিষয়ে বিচার করো। মনের স্বভাব এইরূপ যে, সে সিন্নিহিত পদার্থ বিষয়ের সহিত রাগ, দ্বেষ উৎপন্ন করে। সান্নিধ্যের ছাড়াছাড়ি হইলে উহার বিস্মরণ ঘটে। আর সহজেই পূর্ব জন্মাবস্থাতে দূর গত পদার্থ-বিষয়ক আত্মার বিস্মরণ ঘটে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যই বা কি? [অর্থাৎ ইহাতে কোন ও আশ্চর্য্য নাই]

আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কতিপয় বিদ্যার্থী পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ছাত্র আছে যাহাদের মধ্যে বিষয় বস্তুর বোধ অবিলম্বে উৎপন্ন হয়, অপর কিছু বিদ্যার্থীর বোধ অল্প বিলম্বে হয়, আর কিছু বিদ্যার্থী আছে যাহাদের বিষয় বস্তুর বোধ বুঝিয়া উঠিতে মহা কষ্ট হয়। এই ভাবে এই স্থানেই উত্তম বুদ্ধি, মধ্যম বুদ্ধি ও অধম বুদ্ধি এইভাবে [পৃথক্— পৃথক্] দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে তো মরণের পর পূর্বজন্মের জ্ঞানের বিদ্যামানতা সম্বন্ধে না জানি কত বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে এ কথা অনায়াসেই অনুভব করা যায়। ইহা দ্বারা জন্ম এক, এরূপ প্রমাণ স্বীকার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ।

জ্ঞান,—আট প্রকারে হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ,[১] ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব, এবং অভাব। এইরূপ আট প্রকার। ইহাদের মধ্যে যেটি ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষমূলক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইহা তো নিতান্তই ক্ষুদ্র[২]। অব্যভিচারী, অব্যপদেশী ও নিশ্চিত এরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ রূপে কদাপি হয়না।[৩]

অতএব অপর জ্ঞান-সাধনের[৪] আশ্রয় লাভ করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক ব্যক্তি সে কবিরাজ নয়; এইরূপ ব্যক্তিকে যদি রোগ আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহার রোগ কিভাবে হইল এ জ্ঞান ও তাহার হইবে না। এমতাবস্থায় রোগের নিদান সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইবে? আবার রোগীর রোগ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নাই, অতএব (তাহার) রোগ হয় নাই, এ কথা ও বলা চলেনা। কেননা, কারণ ব্যতীত কার্য্য কদাপি হয় না। অতএব এ রোগেরও কোন ও না কোন কারণ থাকা উচিত—এরূপ অনুমান হয়। রোগীর কারণেরই কেবল জ্ঞান নাই' অতএব রোগের কারণ নাই, এরূপ কথা কি কেহ কখন ও স্বীকার করিয়াছে? [কদাপি নহে]। রোগ দেখিয়া এবং উহার নিদান ও চিকিৎসা করিয়া অমুক অমুক কারণ হইতে এই রোগের সৃষ্টি হইয়াছে, এইরূপ অনুমান প্রমাণ বলে কবিরাজ রোগ নির্ণয় করে এবং এ কথা আমাদের ও স্বীকার করিতে হয়। অনুমান প্রমাণে এইরূপ যোগ্যতা আছে, অস্তু।

পরমাত্মা ন্যায়কারী পক্ষপাত শূন্য, একথাও সকলে স্বীকার করে। এইরূপ ন্যায়কারী পরমাত্মা-রচিত সংসারে মানুষের স্থিতি সম্বন্ধে এবং সুখলাভ বিষয়ে প্রকাণ্ড ভেদ দৃষ্ট হয়—ইহাও নির্বিবাদ সত্য। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। একই মাতা-পিতার দুইটি সন্তান। তাহাদের একই গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য রাখা হইল, আর তাহাদের অশন-বসনের সর্বপ্রকারের সাধন সর্বতোভাবে একই প্রকার দেওয়া হইল। এরূপ ব্যবস্থার মধ্যে দেখা গেল যে, একজনের ধারণাশক্তি উত্তম হওয়ায় সে প্রকাণ্ড বিদ্বান্ ও নীতিমান্ হইল, আর অপরজন বিস্মৃতি পরায়ণ মূর্খ এইরূপ হইতে দেখা গেল।[৫] ইহার কারণ কি?

১। মারাঠী সংস্করণে 'শব্দ' পাঠই আছে।

২। অর্থাৎ স্বল্প বিষয়ক।

৩। এস্থলে—'কখনও কখনও হয়' এরূপ পাঠ হওয়া উচিত। কেননা নির্দোষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের প্রসারণই হয় না, কেননা উহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ পূর্বকই হয়। দ্রষ্টব্য "অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানম্" ন্যায়। সূত্র ১।১।৫॥

৪। অর্থাৎ অনুমান জ্ঞানের।

৫। সমানমীহমানানামধীয়ানানাং চ কেচিদৰ্থৈৰ্যুজ্যন্তে পরেন। মহাভাষ্য প্রত্যাহার সূত্র। ৫॥

এই বুদ্ধি ভেদের কারণ কিন্তু এই জন্মের সহিত জড়িত নাই, অথচ ভেদ রহিয়াছে। যদি বলা হয় এইরূপ নিরর্থক ভেদ ঈশ্বর উৎপন্ন করিয়াছেন তাহা হইলে ঈশ্বরকে পক্ষপাত গ্রস্ত স্বীকার করিতে হইবে। আবার, যদি বলা হয়, ঈশ্বর ইহা করেন নাই তাহা হইলে ভেদ সৃষ্টি হয় না। ইহার পূর্ব জন্মের অস্তিত্ব আছে এরূপ অবশ্যই মানিতে হইবে। পূর্ব জন্মার্জিত পাপ-পুণ্য অনুসারেই এই ব্যবস্থা হইয়া থাকে, এরূপ স্বীকার করা ব্যতীত অপর কোন কল্পনা টিকে না।

এক-জন্মবাদীরা বলে থাকেন যে, ঈশ্বর স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে—যেরূপ কোনও বাগানের মালী সে তাহার বাগানে তাহার ইচ্ছা-মত যেথানে সেথানে গাছ লাগায় এবং ইচ্ছামত সেই গাছের গোড়ায় সার দিয়া তাহাদের বৃদ্ধি করে, সেইরূপ এই জগতে ঈশ্বরের লীলা। এই ভাবের ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইলে ঈশ্বরের ন্যায়কারিত্বের হানি হয় এবং ঈশ্বরে উন্মত্ত প্রসঙ্গ আপতিত হয়। পরন্তু সর্বপ্রকার সৃষ্টিক্রম ও বেদ অবলোকন করিলে দেব (=পরমেশ্বর) ন্যায়কারী এরূপ সিদ্ধ হয়। সে কারণ এই বিরোধের নিরাকরণ করিবার জন্য পূর্ব জন্ম ছিল এরূপ স্বীকার করা উচিত। যদি ইহা স্বীকার না করেন তাহা হইলে এই স্থিতি ভেদ কিভাবে উৎপন্ন হইল ইহার সমুচিত উত্তর পাওয়া যাইবে না। সঙ্গ-প্রসঙ্গ ভেদে এই স্থিতি-ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে এরূপও বলা চলে না। কেননা, যেস্থলে সঙ্গ-প্রসঙ্গ ভেদের কল্পনা নাই, এরূপ যে মাতৃ জঠরের স্থিতি, উহাও সকলের পক্ষে কোথায় সমান থাকে? জঠরে থাকা কালে এক জীবের সুখ হয়, আর অপরের ক্লেশ হয়। একজন ধর্মপরায়ণা মাতৃজঠরে জন্ম লয়, অপর জন পাপ স্থানে জন্ম লয়, [তাহা হইলে বলো] এই ভেদ কোথা হইতে এবং কেন হইল? পূর্বজন্ম স্বীকার না করিলে এই পার্থক্যের কারণ ঈশ্বরের প্রতি কত দোষ আরোপিত হয়, এ সম্বন্ধে [সামান্য] বিবেচনা করো।

পূর্বজন্ম বিষয়ক উপর্যুক্ত অনুমান ব্যতীত এক প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। জীবের শরীর-চেষ্টা হইবার পূর্বে প্রথম আমাদের প্রত্যক্ষ হয়,[১] তাহার পর আত্মার উপর সংস্কার জন্মে, তাহার পর স্মৃতি হয়, অতঃপর কার্য্যবিষয়ক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি হয়। এই ক্রম সর্বত্র অটল। তাহার পর যোনি হইতে শিশুর দেহটি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে উহা উদরে ছিল। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে শ্বাস গ্রহণ বা রোদন করিতে লাগিল। এরূপ প্রবৃত্তি তাহার পূর্ব সংস্কার ব্যতীত কিরূপে

১। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে প্রত্যক্ষ হয়, পরে জীব শরীর দিয়া চেষ্টা করে উহাকে সংস্কার বলে।

হইবে ? সে মাতৃস্তন চুষিয়া দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করে, এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে হইল ? দুগ্ধ বিষয়ে তৃপ্ত হইবার পর [শিশু] নিবৃত্ত হয়। এই নিবৃত্ত হওয়াও দেখ কি প্রকারের ? মা সামান্য ধমক দিলে শিশু বুঝিতে পারে, ইহা পূর্ব সংস্কার ব্যতীত কিরূপে হইতে পারে ? ইহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, পূর্বজন্ম ছিল ইহা প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।

পুনরপি, সমস্ত চরাচর সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ইহাদের ক্রম দেখিয়া উহার সাদৃশ্য দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, জীব সৃষ্টিরও পুনর্জন্ম ছিল। ইহা আমাদের মধ্যম জন্ম এবং মোক্ষলাভ হওয়া পর্য্যন্ত আরও জন্ম হইবে। এই ক্রম-অনুসারে ইহা মধ্য জন্ম। এই কারণ পূর্বজন্ম ছিল, এরূপ সম্ভাবনা হয়। কারণ, কূপে যদি জল না থাকে তাহা হইলে বালতিতে জল কোথা হইতে আসিবে ? এই দৃষ্টান্তের যোজনা এস্থলে উপযুক্ত।

অতঃপর, যদি কেহ এরূপ বলে যে, ঈশ্বর তো সর্বদা ব্যবস্থা করিবার জন্য বসিয়া আছেন এবং এ ব্যবস্থা কখনও অনুকূল ও কখনও প্রতিকূল হয়। যেরূপ খৃষ্টানদের ধর্মপুস্তকে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর এক সুন্দর উদ্যান নির্মাণ করিলেন, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের এক যুগল রাখিলেন। সেই উদ্যানে এক জ্ঞান-বল্লী পুঁতিলেন তাহার পর [পরমেশ্বর] স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে আদেশ দিলেন তোমরা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইও না অর্থাৎ তোমরা অজ্ঞানী থাকিও। অতঃপর সহজভাবেই সেই স্ত্রী-পুরুষ ঈশ্বরীয় আদেশ ভঙ্গ করিল। তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধের সঞ্চার হইল, তাহার পর ঈশ্বর উদ্যান হইতে তাহাদের বহিষ্কার করিয়া দিলেন।[১] এবার বলুন তো যদি [এইভাবে] ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তিনি সর্বজ্ঞ হইলেন কিরূপে ? একারণ এরূপ ব্যবস্থা ঠিক খাপ-খায় না। একারণ একজন্মবাদ ও খাটে না। ঈশ্বর সমস্ত জগতের ধারণ মাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি সৃষ্টি একবারই করিয়াছেন ! এইরূপ জানিবে। কেহ যেন ইহা মনে না করে যে, তিনি সপ্তম দিবস শ্রম করিয়া অষ্টম[২] দিবসে বিশ্রাম করেন। এরূপ উক্তি সর্বশক্তিমানের পক্ষে কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে। সেইরূপ উদ্যানের মধ্যে ব্যবস্থা করিলেন। তিনি এক সময় ভুলিলেন, আবার উহাকে ঠিক্ করিয়া দিই, ঈশ্বরের মনে এই ভাব জাগ্রত হইল। এই কারণেই তিনি মানুষের পাপ নিবারণার্থ এ ব্যবস্থা

১। দ্রষ্টব্য, বাইবেল উৎপত্তির পুস্তক অ° ২, ৩॥

২। মারাঠী ও হিন্দী সংস্করণে "সপ্ত দিবস শ্রম করেন এবং অষ্টম দিবস' এইরূপ পাঠ আছে। ইহা ঠিক্ নহে। 'ছয় দিন শ্রম করেন এবং সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করেন। এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত। বাইবেল (উৎপত্তি, অ° ১, ২) গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে।

করিয়াছিলেন[১] একথাও ঠিক্ ঠিক্ বলাও সম্ভব নহে। স্বমত সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে সহজেই দুরাগ্রহ উৎপন্ন হয় ইহা মানুষের স্বভাব, পরন্তু সুজ্ঞ পুরুষের পক্ষে [উচিত] দুরাগ্রহকে [দূরে] ফেলিয়া সত্যের পরীক্ষা করা, ইহাই তাঁহাদের ভূষণ।

এবার যদি কেহ এরূপ বলে যে, রাজা পাল্কিতে চড়িয়া যায় আর বেহারা পাল্কি বহন করে। ইহাতে একজনের সুখ অধিক আর অপরের দুঃখ অধিক হয়, এরূপ বলা ভ্রমাত্মক। রাজার মনে পরচক্রের[২], অথবা রাজ্যব্যবস্থার চিন্তা দুঃখের পাহাড় উৎপন্ন করে। এই কারণ রাজার যে পরিমাণ বাহ্য সুখ লাভ হয়, সেই পরিমাণ অন্তরে দুঃখ থাকে, রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। আর অপর দিকে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দশা। বেহারাদের বাহ্যিক অতিশয় ক্লেশ হয়, কেননা পাল্কী ঘাড়ে করিতে হয় আর রুখো-সুখো রুটি খায়, তৎসত্ত্বেও কম্বল গায়ে দেওয়া মাত্রই নাক ডাকিয়া নিদ্রা। এই উভয় স্থিতির মধ্যে সুখ দুঃখ সমানই হয়। এই কারণ এক জন্ম স্বীকার করাই ঠিক্।

এই পূর্ব পক্ষের সমাধান করা সহজ।

ধনবান্ ও ধনহীনদের পক্ষে সশক্ত ও অশক্ত হিসাবে সুখ দুঃখ যে সমান একথা বলা সর্বপ্রকারে অনুভব বিরুদ্ধ। রাজার এক পুত্র জন্মলাভ করিল, আর মেথরের এক পুত্র জন্মিল। রাজপুত্রের গর্ভে থাকা কালে সুখ, ইহার পর শৈশবেও সুখ, সেবকের দল খাদ্য-বস্ত্রও অন্যান্য সর্বপ্রকার পদার্থ হাতে লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করে। [ইহার বিপরীত] মেথর পুত্রের গর্ভবাসে দুঃখ, জন্মকালে কোনও পাষাণ সদৃশ পেট হইতে সে বাহিরে আসে, বাল্যাবস্থায় পান-ভোজনের কষ্ট, বস্ত্রের নাম তো মুখেই আনা যায় না। অন্ন-পানের জন্য কয়েকবার তাকে কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইতে হয়। এইরূপ দেখা যায়। সেই সুখ-দুঃখের ভেদ কোথা হইতে আসিল ? আবার সে সমস্ত মানুষের শ্রীমন্তী [=সম্পত্তি] লাভ করুক, আর সে যেন নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদের স্থিতি লাভ করে এইরূপ স্বাভাবিক তাহাদের মধ্যে ইচ্ছা থাকে, ইহাও তোমরা দেখিয়াছ। এই ইচ্ছার কারণে সমস্ত সংসারের

১। অর্থাৎ পরমেশ্বর আদম-হব্বা ও তাহাদের সন্তান সন্ততিদের পাপ তথা তাহাদের বিপথগামী করিবার জন্য শয়তান সৃষ্টি করিয়া মানুষকে পাপী সৃষ্টি করিলেন। নিজের এই ভুলকে সংশোধন করিবার জন্য মানুষের পাপ হরনার্থে ঈশাকে পাঠাইলেন, এইরূপ স্বীকার করা মানে ঈশ্বরকে আপজ্ঞ করা।

২। অর্থাৎ শত্রু রাজ্য।

ক্রম চলিতেছে। ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সুখ ও দুঃখের পার্থক্য বাস্তবিক, ইহা ভ্রম নহে।[১]

আর যদি সুখ ও দুঃখের পার্থক্য আছে এবং জন্ম একবারই হয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর অন্যায়কারী সিদ্ধ হইবেন। ঈশ্বরের প্রতি অন্যায়ের দোষ আরোপ করা প্রথমতঃ ইহা আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। এই কারণে জন্ম অনেক ইহাকে স্বীকার করাই উপযুক্ত, অর্থাৎ ঈশ্বর ন্যায়কারী এবং তিনি জীবকে জন্মান্তরের অপরাধানুরূপ দণ্ড দিয়া থাকেন, অর্থাৎ জীব যত তীব্র পাপ করে, তাহাকে সেই পরিমাণ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এইরূপ প্রমাণিত হয়।

কেহ কেহ এরূপও পূর্বপক্ষ করিয়া থাকে যে, মানুষ পাপ করে বলিয়া সে পশু যোনিতে গমন করে। কিছু সময়ের জন্য যদি ইহা স্বীকারও করা যায়, পরন্তু পশু হইয়া "আমার পাপ করিয়াছি সে কারণ এই পশু জন্ম পাইয়াছি" এইরূপ জ্ঞান যদি তাহার না হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ব্যতীত দণ্ডভোগ করা, এ ব্যবস্থা কি প্রকারের ?

ইহার সমাধান—এই জন্মেও এইরূপই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। দুঃখ ভোগ কালে দুঃখ ভোগের যে কারণটি তাহার জ্ঞান কখনও থাকে না। লোভের বশে প্রচুর খাইয়া ফেলিলাম আর সেই কারণে কোনও প্রকারের রোগ আসিয়া শরীরকে আক্রমণ করিল, সে সময় যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখের—কারণের অনুভব তাহার হইতেছে এরূপ তো দেখা যায় না। এইভাবে অন্যত্র বহু ব্যবস্থা এই সংসারে প্রতীত হইবে [অর্থাৎ সেইরূপ ব্যবস্থা পাওয়া যাইবে]।

অস্তু, এই সংসারে সুখ দুঃখের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কোনও না কোনও কারণ [অবশ্যই] থাকা উচিত। কারণ ব্যতীত এ সমস্ত কার্য্য হইতে পারে না। এই সুখ দুঃখের পার্থক্যের কারণ হইল পূর্ব জন্মের কর্ম। এ কারণ শেষবৎ অনুমান দ্বারা সুখ-দুঃখাদির পার্থক্যের ব্যবস্থা ঠিকই প্রতীত হইতেছে। এবার কর্মের বিষয়ে যদি বলা যায় তো উহাও বিচিত্র ধরণের। বিভিন্ন প্রকারের আত্মার প্রতি বিভিন্ন প্রকারের সংস্কার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কারণে বিভিন্ন প্রকারের মানস কর্ম উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের সংসারের এরূপ ব্যবস্থা যে, সেই সেই কর্মের যোগে পাপ-পুণ্য উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন। এবং পাপ পুণ্যানুসারে সুখ

১। এই সন্দর্ভের (প্যারার। তুলনা সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম সংস্করণ সন্ ১৮৭৫ এর পৃষ্ঠা ২৮০ প্যা-২৫ 'প্রশ্ন—সুখ বা দুঃখ' অবলম্বন করিয়া পৃ ২৮২ পং০ ১০ "ন্যূন দেখা যাইতেছে" পর্য্যন্ত করা উচিত।

দুঃখ হওয়া উচিত।[১] এই ভাবে পাপ-পুণ্যের অংশ ভোগ ব্যতীত ছাড়াছাড়ি নাই, পাপ কর্মের ফল ভোগ করিতেই হয়, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

এবার যদি কেহ বলে—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে, প্রার্থনা করিলে, তাঁহার দয়া হয় এবং পুনরায় তিনি পাপের দণ্ড দেন না, এরূপ পূর্ব পক্ষের সমাধান সরল। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে জীবের পূর্বকৃত পাপ সমূহের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে পাপ অনুষ্ঠিত না হয় তাহার নিবৃত্তি হয়। যদি এরূপ না হইত, তাহা হইলে পাপ আচরণ করিতে কাহারও সামান্য মাত্রও ভীতি [=ভয়] হইত না।

এবার এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। কেহ এরূপ শংকা করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি জানেনেই আমাদের মানসিক সমস্ত ভাব। পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় ভক্তি কাহার আছে আর বেশ্যা সদৃশ ভক্তি কাহার আছে, ইহা তাঁহার জানা আছে। আমাদের ন্যায় মনুষ্যের তো কেবল প্রসংগবশই মানুষের মনোভাব বিদিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার সদৈব সমস্ত লোকের মনোভাব, পাপ-পুণ্য-বাসনা ও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি-ভাবনা এ সমস্তই প্রত্যক্ষ হয়। যদি পূর্বকৃত পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দেখাইলে ঈশ্বর দয়া করিয়া পাপকৃত-দণ্ড হইতে আমাদের মুক্ত করিতে না পারেন তাহা হইলে মুক্তি কিরূপে হইবে? এইরূপ শংকা আছে। এ কারণ মুক্তির তাৎপর্য্য কি? প্রথমে ইহার বিচার করুন।

মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তি, ঈশ্বরের প্রতি জীবের আকর্ষণ হইয়া, তাঁহার পরমানন্দে তল্লীন হওয়া, ইহাই মুক্তির লক্ষণ। এইভাবে তল্লীন হইলে জীবের অনায়াসেই হর্ষ ও শোক দূর হইয়া সদানন্দের স্থিতি লাভ হয়। শোকে চিত্ত বিকৃত হয় [চঞ্চল হইয়া ওঠে] ইহা তো সত্য, পরন্তু হর্ষেও চিত্ত বিকৃত হইয়া যায়। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত। কোনও দরিদ্র ব্যক্তির হাতে একবারে লক্ষ টাকা আসিলে হর্ষের কারণ তাহাকে পাগলামি ঘেরিয়া ফেলে। সকলের একথা মনে রাখা উচিত যে, ঈশ্বর[২] ব্যতীত অপর যত প্রকারের কর্ম করা যাক্‌না কেন, উহা দ্বারা আত্মা মুক্ত হয় না। মুক্ত

১। 'এবং…হওয়া উচিত' পাঠ মারাঠী সংস্করণের অনুসারে আছে।

২। অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা।

হইবার জন্য যাহা কিছু কর্ম আছে উহা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য জানিবে।

আবার যদি কেহ এইরূপ পূর্ব পক্ষ করে যে, যখন আমরা সৃষ্টিকে অনাদি মানি না, এই অবস্থায় অবশ্যই সৃষ্টির কোথাও না কোথাও প্রারম্ভ থাকা উচিত এবং যখন সৃষ্টির আরম্ভ হয়, সে সময় যোনি-ভেদ ছিল। যদি এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে ঈশ্বর অন্যায়ী প্রমাণিত হইবে, কেননা কিছু সংখ্যক আত্মা পশুআদি নীচ যোনিতে যাইবে এবং কিছু এক মনুষ্য যোনিতে যাইবে, ইহা কিরূপ ?

এই পূর্বপক্ষের সমাধান এইরূপ। কেহ[১] বলিয়া থাকে যে, প্রথমে দেব (পরমেশ্বর) এক স্ত্রীপুরুষের জোড়া উৎপন্ন করেন, তাহার পর স্ত্রী সর্পের[২] কথায় জ্ঞান বল্লীর ফল ভক্ষণ করে, তখন স্ত্রীর অপরাধের জন্য স্ত্রী-পুরুষের পতন হইল।[৩] এ কারণ জগতে পাপ ও পুণ্য প্রবেশ করিয়াছে। এরূপ অযৌক্তিক কাহিনী শুনাইয়া আমি আপন সমাধান করিতে চাইনা, কিন্তু সৃষ্টির উৎপত্তি হইল কিরূপে ? আর এ বিষয়ে আর্য্যরা শাস্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম রীতিকে অবলম্বন করিয়া কি বিচার করিয়াছেন, উহা দেখুন।

যে স্থিতিতে আজকাল সৃষ্টি আছে, সেই স্থিতিতে প্রারম্ভের সৃষ্টি ছিলনা। এ কারণ [আমি] বর্ত্তমান সৃষ্টির **'উত্তর সৃষ্টি'** সংজ্ঞা দিতেছি এবং পূর্ব সৃষ্টির সংজ্ঞা দিতেছি **'আদি সৃষ্টি'**[৪] ইহা দ্বারা শীঘ্রই বুঝতে পারা যাইবে।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ ॥ ইত্যাদি ॥ তৈ০ উপনিষদ্।[৫]

আদি সৃষ্টিতে ঈশ্বর অনেক মনুষ্য, পশু ও পক্ষী উৎপন্ন করিলেন,—**"ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত"** ইত্যাদি য০ সং[৬]। কিন্তু উহাতে বর্ত্তমানের ন্যায় জ্ঞানের কারণ এবং কৃতির (= কর্মের) কারণ ভেদ ছিলনা। তাহারা কেবল আহার-

---

১। অর্থাৎ ঈশাঈ মতানুযায়ী। ২। সর্প দেহধারী শয়তান। 'পাপী' অর্থযুক্ত সংস্কৃতের 'পাপ' শব্দ দ্রবিড় ভাষায় সর্প বাচী পাওয়া যায়।

৩। দ্র০ বাইবল উৎপত্তির পুস্তক অ. ২।৩॥

৪। 'আদি সৃষ্টি' শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ ঋ০ দ০ কৃত সত্যার্থ প্রকাশ, প্রথম সং০ সন ১৮৭৫, পৃষ্ঠ ২৮৭, পং০ ২ তথা ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা 'রামলাল কপূর ট্রষ্ট০ সং০ পৃ০ ২২, পং০ ১১, পৃষ্ঠা ৪১, পং০ ১ এও পাওয়া যায়। আদি সৃষ্টির অর্থ 'সৃষ্টেরাদিঃ' (সৃষ্টির প্রারম্ভ) করিলে 'সৃষ্ট্যাদি' প্রয়োগ হওয়া উচিত।

৫। তৈ০ উ০ ব্রহ্মা০ ১॥

৬। যজু০ সং০ ৩১ অধ্যায়ে 'সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে' পাঠ আছে। উপরে উদ্ধৃত পাঠ শত০ ১৪।৪।২।৫ এ পাওয়া যায়।

বিহার ও মৈথুন, এই পর্যন্ত জানিত এবং এসব বিষয়েও সমস্ত প্রাণী একই প্রকারের এবং এক রস ছিল।[১] সমস্ত শরীর সমস্ত জীবের ভোগের জন্য, একই জীবের জন্য অর্থাৎ এই সমস্ত জীবজন্তু পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত।

সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদাযতনাঃ সৎ প্রতিষ্ঠাঃ।[২]
তথাক্ষরাৎ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে, ইত্যাদি ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্।[৩]

যেরূপ ছোট্ট শিশুদের এখনও এখানে স্থিতি থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় [যে তাহারা কোনও কর্মের দণ্ড পায় না] সেইরূপ ভবিষ্যতে মরিবার পর কোনও প্রকার দণ্ড হয় না। সেইরূপ এই আদি সৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ বাল্যাবস্থায় ছিল। তাহাদের অশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধ চেষ্টা ছিল অর্থাৎ তাহাদের প্রতি শাসন[৪] বা প্রতিষেধ আরোপিত হয় নাই, নেত্র দ্বারা নিজের কর্ম করিত অর্থাৎ রূপ দেখিত। শ্রোত্র দ্বারা নিজের কর্ম করিত অর্থাৎ শব্দ শ্রবণ করিত। পদদ্বারা নিজকর্ম করিত অর্থাৎ যত্রতত্র ঘোরা-ফেরা করিত, ইহা ছাড়া বিশেষ কোনও ব্যাপার আদি সৃষ্টিতে ছিলনা। এই রূপ ব্যবস্থা আদি সৃষ্টিতে পাঁচ বৎসর চলিতেছিল তাহার পর দেব [=পরমাত্মা] মানুষকে বেদজ্ঞান দিয়াছিলেন।[৫]

ওম্ খম্ ব্রহ্ম।[৬]
যাথাতথ্যতো ঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমভ্যঃ। যজু সং০[৭]

১। দ্র০ অতএব যে সময় আদি সৃষ্টি হইয়াছিল সে সময় মনুষ্য ও পশুদের মধ্যে বিশেষ কোনও ভেদ ছিল না। স০ প্র০ প্র০ সং০ (১৮৭৫) পৃষ্ঠা ৩৮৪ পং০ ২।

২। ছা০ উ০ ৬।৮।৪ ॥ ৩। ছান্দোগ্যোপনিষদে নাই। তুলনীয়—'তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে…। মুণ্ডক ২।১।১ ॥ 'তস্মাদক্ষরাৎ মহৎ, মহতোঽহংকারঃ, তস্মাদহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি...গোপালোপ০ ২।১৩, দ্র০ উপনিষদ্ বাক্য মহাকোষ পৃ০ ২৪১ এ উদ্ধৃত আছে।

৩। এস্থলে বাল্যাবস্থার অভিপ্রায় বালকসদৃশ্য বালকবুদ্ধি। স০ প্র০ প্র০ সং (১৮৭৫) এ এইভাবের প্রকরণে পৃ০ ২৮২, পং০ ২১-২২ এ পরিষ্কার লেখা আছে, কাহারও বাল্যাবস্থাও ছিল না। কিন্তু সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষের যুবাবস্থায় ঈশ্বর রচনা করেন।

৪। এখানে শাসন শব্দের অভিপ্রায় 'বিধি'। অর্থাৎ 'এই কর্ম করো' এরূপ বিধি এ কর্ম করিও না এরূপ প্রতিষেধ আরোপিত হয় নাই।

৫। আদি সৃষ্টিতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত জ্ঞানের অভাবে বিধি প্রতিষেধ ব্যবস্থা চলিতে থাকে তাহার পর বেদজ্ঞান দেওয়া হইল। এই কথাটি স০ প্র০ সং০ (১৮৭৫) পৃ. ২৮২ পং০ ২১ হইতে পৃ. ২৮৩ পং০ ১০ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। এই ভাবের অস্পষ্ট সংকেত উদয়পুর শাস্ত্রার্থ পৃ০ ১৯৯ পং০ ২৯-৩০ এ উপলব্ধ। বিশেষ পরিশিষ্ট ১-এ দেখুন।

৬। যজুঃ ৪০।১৭॥ ৭। যজুঃ ৪০।৮।

বেদজ্ঞান হইতে পাপপুণ্যের জ্ঞান হইল এবং সেই সেইভাবে আচরণ ভেদ হইতে লাগিল। অনন্তর পাপ পুণ্যের ব্যবস্থানুসারে সহজেই কার্য্য উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। মানুষ পাপের কারণে পশু জন্মে গেল এবং পাপ মোচনের পর আবার মনুষ্য জন্মে আসিল। আদি সৃষ্টিতে পশুদের একবার মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। অনন্তর আচার ভেদের অনুকূল পাপ-পুণ্যানুসারে তাহারাও জন্মান্তরের চক্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

যদি কেহ শংকা করে যে, মানুষের মধ্যে পাপ বাসনা কেন উৎপন্ন হইল? তাহার সমাধান এই মাত্রই বলা যায় যে, দেব (=পরমাত্মা) মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং সেই স্বাধীনতার যাহা পরিণাম হয় উহাকে স্বীকার করা উচিত। সুখের সমস্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থিতি দুঃখ মিশ্রিত স্বাধীনতা হইয়া অতি দুঃসহ হইয়া দেখা দেয়। সে সময় পাপ বাসনা উৎপন্ন হয় ইহা আপন স্বাধীনতার বিকার। এজন্য ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। যদি কেহ এরূপ মানে যে, দুঃখ-বিশেষ দেশকে নরক আর সুখ বিশেষ দেশকে স্বর্গ এবং এই উভয় প্রকারের দেশে মানুষকে পাপ-পুণ্যের অনুকূল এক সময় [অর্থাৎ] জগৎ প্রলয়ের সময় ঈশ্বর ন্যায় বিচার করিয়া অনন্তকাল পর্যন্ত সুখে বা দুঃখে রাখিবেন। এইরূপ প্রতিপাদন করিলে ঈশ্বর অন্যায়ী সাব্যস্ত হইবেন। ঈশ্বরের ন্যায়ের এরূপ প্রতিবন্ধ[১] নাই। প্রতিক্ষণ ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা সক্রিয় এবং আপন-আপন পাপ ও পুণ্যানুসারে আমাদের ভাল-মন্দ জন্ম লাভ হয়।

পাপ-পুণ্য এই মনুষ্যজন্মেই কেবল হয়। পশু আদির জন্মে ভোগ হইয়া থাকে, নূতন [পাপ-পুণ্যের] সম্পাদন হয় না।

কেহ এরূপও শংকা করেন যে, মনুষ্য-জন্ম একবারই হয় অথবা কিভাবে? "মনুষ্য জন্ম বারম্বার লাভ হইয়া থাকে" ইহাই ইহার উত্তর।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, মৃত্যু অর্থাৎ জীবের ও শরীরের বিয়োগ হইয়াই থাকে।[২] তবে সে কিভাবে আসে?[৩] এ বিষয়ে কেহ বলিয়া থাকেন যে, গরুড়-পুরাণের কথনানুসারে মানুষের প্রাণ হরণ করিবার জন্য যমদূতের আগমন হয়।

১। সৃষ্টি প্রলয়ের পূর্বে ঈশ্বর ন্যায় বিচার করিবেন না, এইরূপ প্রতিবন্ধ। উপর্যুক্ত ব্যবস্থা ঈশাই ও মুসলমানদের মতে আছে।

২। দ্র° পূর্ব পৃষ্ঠ। ৩। ইহার পরের বর্ণনার তুলনা সত্যার্থ প্রকাশ (সন ১৮৭৫) প্রথম সং° পৃ° ২৬৪-২৬৫ এর সহিত করুন।

এই যমদূতের মুখ গৃহদ্বারের ন্যায় প্রকাণ্ড এবং তাহার শরীর পর্বত সদৃশ। এরূপ বর্ণনা সর্বথা অতিশয়োক্তি বলিয়া জানিবে। নিরুক্তের যেস্থলে অন্তরিক্ষ কাণ্ড আছে, সে স্থলে বায়ুর নাম যমরাজ,[১] ধর্মরাজ দেওয়া হইয়াছে—

যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈব হৃদিস্থিতঃ।[২]

ইহার দ্বারা জীব যমের অভিমুখে গমন করে অর্থাৎ বায়ুতে, বায়ুর সাহায্যে অন্য যোনিতে উহার প্রবেশ ঘটে, এইরূপ জানা উচিত। মরণের পর জীব বায়ুতে বিলীন হয়। অস্তু, আমার এবম্বিধ উপদেশ দ্বারা কট্টহা[৩] মানুষদের হানি হইবে, বিদ্বান্ ব্যক্তিদের কি কদাপি হানি হইতে পারে? [অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের ইহাতে কিছুই হানি হয় না][৪] হ্যাঁ!

কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, "জীব (=প্রাণ) লউন; পরন্তু জীবিকা লইবেন না"। আমার বক্তৃতা শুনিয়া পুরাণাদিক গ্রন্থ সমূহের বিষয়ে [সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে] যদি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা স্বাভাবিকই 'কট্টহা'-দের জীবিকা মারা যাইবে, আর সেজন্য আমায় পাপ স্পর্শ করিবে, এরূপ ভয় আমার নাই। কারণ, রাজা দুষ্টদের দণ্ডদান করেন [উহাতে তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না][৫] সেইভাবে আমার বচনে যদি দুষ্টজনের জীবিকা মারা যায় তাহাতে আমার পাপ হইবে কেন? ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ বিদ্বান্ আর্য্যদের অধ্যাপন, যাজন করিবার অধিকার আছে। তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কট্টহতার সাহায্যে ধাপ্পা করা, কুষ্ঠি লেখা এবং নিজেই শনিঠাকুর হইয়া মানুষের ঘাড়ে চড়া তথা দুষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জন করা, এই সমস্ত পাপ কর্ম আজকালকার ব্রাহ্মণদের মাথায় জাঁকিয়া বসিয়াছে। সামান্য বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে যে, সমস্ত মহাভারতের কোন স্থানেও জন্মপত্রিকার (কুষ্ঠির) বর্ণনা নাই। ইহা

১। নিরুক্ত দৈবতকাণ্ডান্তর্গত অং ১০, ১১, অন্তরিক্ষকাণ্ড আছে। সেস্থলে অন্তরিক্ষস্থ দেবতাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। নিরুক্ত অং ১০ খং ১৩ তে যম বিষয়ক যে ঋং ২।২৪।৫ মন্ত্র উদ্ধৃত করা আছে, সেস্থলে **'যম রাজানম্'** পদ আছে।

২। অনুপলব্ধ মূল।

৩। মৃতকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান আদি করাইয়া দক্ষিণা গ্রহণকারী ব্যক্তি। উত্তর ভারতে ইহারা 'মহা ব্রাহ্মণ' এবং বঙ্গদেশে ইহারা "অগ্রদানী ব্রাহ্মণ নামে" প্রসিদ্ধ।

৪। এই কোষ্ঠান্তর্গত পাঠ মরাঠী সংস্করণে নাই। পূর্ব বাক্যকে পরিষ্কার করিবার জন্য হিন্দী সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে।

৫। এই কোষ্ঠান্তর্গত পাঠ মরাঠি সংস্করণে নাই।

দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফলিত জ্যোতিষের মূল আধার আর্য্য-বিদ্যায় যে নাই, ইহা পরিষ্কার।

মৃত্যু-সময়ে যমদূত জীবকে লইয়া যায়, অর্থাৎ বায়ু জীবকে হরণ করে—এইরূপ জানিবে। যাহাই হউক মানুষকে হরণ করে এবং পুনরায় পুনর্জন্ম লাভ হয়। এইভাবে ঈশ্বর-নিয়মের ব্যবস্থা দ্বারা সহজেই এই সমস্ত হইয়া যায়। ইহাতে বৈতরণী নদী ও গোপুচ্ছাদির ন্যায় অন্ধ কুসংস্কার আদির অবকাশ কোথায়? [অর্থাৎ এই সমস্ত যাবতীয় প্রলাপের আধার বেদাদি সত্য শাস্ত্রের কোথাও নাই।][১]

চুরাশী লক্ষ যোনি আছে বা ন্যূনাধিক আছে, এই নিরর্থক কাহিনীর বর্ণনা করিবার [প্রয়োজন] নাই। জগতে কত যোনি আছে ইহার অনুসন্ধান গণক শাস্ত্রীরা করিতে থাকুক।

"বিদ্বাংসো হি দেবাঃ।"[২]

"শতং যে মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্যেত্যাদি॰ ।। তৈ॰ উপনিষদ্॰"[৩]

যাহাদের পাপ-পুণ্য সমান তাহাদের, **'মনুষ্য'** জন্ম লাভ হয়। যাহাদের মানসিক স্থিতি সাত্ত্বিক, তাহারা **'দেব'**, পাপাতিশয়ের কারণ **'তির্যগ্'** যোনি লাভ হয়। পরন্তু পাপের অপেক্ষা পুণ্য অধিক হইলে অথবা পুণ্যের অপেক্ষা পাপ অধিক হইলে উহা ভোগ করিবার পর পাপ-পুণ্য যখন সমান হয় তখন মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। এইভাবে পাপ-পুণ্যের উপর সমস্ত ব্যবস্থা ঈশ্বর করিয়া রাখিয়াছেন

১। এই কোষ্ঠান্তর্গত পাঠ মারাঠী সংস্করণে নাই। পূর্ব বাক্যকে পরিষ্কার করিবার জন্য হিন্দী সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে।

২। শতপথ॰ ৩।৭।৩।১০।।

৩। দ্র॰ তৈ॰ উপ॰ ব্রহ্মা॰ ৮। এস্থলে **'তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ'** পাঠ আছে। পরোপকারিণী সভা দ্বারা মুদ্রিত মারাঠী সং॰ এ মূল উদ্ধরণ পাঠ পরিবর্তন করিয়া তৈ॰ উ॰ এর প্রমাণ দিয়াছেন। উক্ত উদ্ধরণে ইত্যাদি পদ হইতে সম্পূর্ণ অনুবাক দ্রষ্টব্য ইহা সূচিত করা হইয়াছে। তৈ॰ উপ॰ র এই প্রমাণ কতিপয় বিশেষ যোনির প্রতি সংকেত করিবার জন্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই প্রকরণে **'মনুষ্য' 'মনুষ্যগন্ধর্ব' 'দেবগন্ধর্ব' 'পিতর', 'আজানজদেব', 'কর্মদেব' দেব', 'ইন্দ্র' 'বৃহস্পতি' 'প্রজাপতি'** যোনির নির্দেশ দিয়া শত শত গুণ উত্তরোত্তর যোনিতে আনন্দ দেখান হইয়াছে। এসব অপেক্ষা অর্থাৎ অন্তিম প্রজাপতি হইতেও ১০০ গুণ ব্রহ্মের আনন্দ বলা হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মের আনন্দাতিশয়ের দ্যোতনের এক প্রকার ভেদ অর্থাৎ আনন্দাতিশয়। দ্যোতনের এই অর্থবাদ।

এবং এই ব্যবস্থাই যথার্থ। এইরূপ আদি সৃষ্টির বর্ণনা হইল।[১]

অতঃপর কেহ যদি শংকা বাহির করে যে, যদি পূর্বকৃত পাপের দণ্ড জীবকে ভোগ না করিয়া নিষ্কৃতি নাই এরূপ তাহার মত, তাহা হইলে তো পশ্চাত্তাপের কোনও উপযোগিতা নাই? ইহার উত্তর [এই যে] পশ্চাত্তাপ দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য পাপ কর্ম বন্ধ হইয়া যায়।

"কৃত্বা পাপং হি সংতপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পুয়তে তু সঃ॥" মনু০ অ০ শ্লো০ ১৩০[২]

যতই পশ্চাত্তাপ করা যাক্ না কেন, তথাপি কৃত পাপ কর্মের ফল তো ভোগ করিতেই হইবে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—কেহ কূপে পড়িয়া গেল আর হাত-পা ভাঙিয়া ফেলিল, পরে সে যতই পশ্চাত্তাপ করুক না কেন, তাহার যে হাত-পা ভাঙিয়াছে, সে তো ভাঙিয়াছেই, তাহা হইতে তো পশ্চাত্তাপকারী নিষ্কৃতি পাইবে না [অর্থাৎ ভাঙা হাত-পা পূর্বের ন্যায় হইবে না] হ্যাঁ, ভবিষ্যতে সে আর কূপে পড়িতে যাইবে না, ইহাই হইবে।

এবার, পাপের ফল শোক্ এবং পুণ্যের ফল যদি হর্ষ হয় তাহা হইলে পাপ-পুণ্য ভোগ করিবার জন্য দেশ, কাল, বস্তু এ সমস্ত সাধনের প্রয়োজন হইবেই। এই সমস্ত নিমিত্ত ব্যতীত ভোগ হইবে কিরূপে? যদি ভোগ না হয় তাহা হইলে আনন্দ লাভ হইবে কিরূপে?

এ বিষয়ে যদি কেহ এইরূপ বলে যে, মুক্ত অবস্থায় যদি শরীর না থাকে [জীব কিরূপে সুখ ভোগ করিবে? ইহার উত্তর—] মুক্ত জীবের সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের জ্ঞান হইয়া সে পরমেশ্বরকেই লাভ করে, সে অবস্থায় এক পরমেশ্বরই তাহার আধার হয় এবং সেই অবস্থায় পরমানন্দের প্রসঙ্গে শরীরের কোনও প্রয়োজনই থাকে না।

এবার পুনরায় মুক্তজীবের জ্ঞান কিরূপ? এ বিষয়ে বিচার করা যাক্। কেহ এরূপ ও শংকা করিয়া থাকেন যে, এই জন্মে যদি পূর্বজন্মের কথা বিস্মরণ হয়, তাহা হইলে তো সর্বদৈব [অর্থাৎ কখনও] জীবের পূর্ব জন্মের জ্ঞান হইবে না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত বিস্মরণ ঘটে সেই জ্ঞানেরও বিস্মরণ হইয়া যায়।

১। এই বাক্য গ, ঘ, ঙ, হিন্দী সংস্করণে নাই মারাঠী সং-এ আছে।

২। ইহা মারাঠী সংস্করণে (১৮৭৫) দেওয়া হইয়াছে, মনুস্মৃতির এই প্রমাণ অশুদ্ধ। মনু. অ০ ১১, শ্লোক ২৩ হওয়া উচিত। পরোপকারিণী সভা দ্বারা মুদ্রিত মারাঠী সংস্করণে মনু স্মৃতির শ্লোক নাই। সন ১৮৭৫ এর মারাঠী সংস্করণে বিদ্যমান থাকায় বিদিত হয় যে, পরোপকারিণী সভার মারাঠী সংস্করণে এই পাঠ অমুদ্রিত হইয়াছে।

গৌতম সূত্র—"**যুগপদ্ জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্।**"[১]

এ সমস্ত আপত্তি অমুক্ত আত্মা সম্বন্ধে খাটে। পরন্তু ধনঞ্জয় বায়ুর জ্ঞান যাহার হইয়াছে এবং যাহার আত্মা উহাতে সঞ্চার করিতে পারে এবং যাহার আত্মা হইতে পূর্বজন্মের সংস্কার চলিয়া গিয়াছে সে, তথা যাহার আত্মায় স্থায়ী শান্তি উৎপন্ন হইয়াছে অত্যন্ত পবিত্রতা, স্থিরতা, জ্ঞানোন্নতি এই সমস্তের পরিচয় আত্মায় হইয়াছে, যাহার দৃষ্টি ও মনোবৃত্তির জ্ঞানসুখ ব্যতীত অন্য সুখ বিদিত নাই, এইরূপ মুক্ত পুরুষের দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদের [যুগপৎ][২] জ্ঞান হয়। তাহাতে যুগপৎ জ্ঞানের বাধা হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যদি কোনও এক পিপিলীকাকে এক কণা চিনির গোলা লাভ হয় তাহা হইলে সে সেই চিনির গোলাকে পিপিলীকা সেই স্থানেই জড়াইয়া ধরে, যোগীদের আত্মার স্থিতি পরমানন্দ লাভ হইলে সেইরূপ হইয়া থাকে।

১। মারাঠী সংস্করণে বিদ্যমান থাকায় বিদিত হয় যে, পরোপকারিণী সভার মারাঠী সংস্করণে এই পাঠ অমুদ্রিত হইয়াছে।

সপ্তম-প্রবচন

যজ্ঞ ও সংস্কার বিষয়ক[১]

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠের ভিড়ের বাড়ে ২৩শে জুলাই[২] দিন, রাত্রি আট ঘটিকার সময় **'যজ্ঞ ও সংস্কার'** বিষয়ে যে বক্তৃতা প্রদান করেন উহার সারাংশ—

ওম্ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ [শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ] শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ।। যজু[ং] সং[০]

(এই ঋচা[৪] উচ্চারণ করিয়া [স্বামীজী] ব্যাখ্যান আরম্ভ করিলেন।)

যজ্ঞ ও সংস্কার কি ? এ সম্বন্ধে আজ বিচার করা হইবে। প্রথমে যজ্ঞ সম্বন্ধে বিচার করা যাক্—যজ্ঞ মানে কি ? যজ্ঞের সাধন কি কি ? উহার কৃতি (=ক্রিয়া) কি রূপ ? এবং উহার ফলই বা কি ? এই সমস্ত প্রশ্ন মনে উদয় হয়। ইহার উত্তর এবার আমি যথাক্রমে দিতেছি—

'যজ্ঞ' শব্দের তিনটি অর্থ। প্রথম—দেবপূজা, দ্বিতীয়—সঙ্গতিকরণ এবং তৃতীয়—দান।

এবার প্রথম **দেবপূজা** সম্বন্ধে বিচার করা যাক্। কেবল[৫] দেব পদের মূল অর্থ দ্যোতক অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ। আবার বেদমন্ত্রেরও দেব সংজ্ঞা আছে ! কেননা, তাহাদের দ্বারা বিদ্যাসমূহের দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। যজ্ঞ—কর্মকাণ্ডের বিষয়। যজ্ঞে অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ[৬] পর্য্যন্ত সমাবিষ্ট। দেব শব্দের অর্থ পরমাত্মাও আছে, কেননা তিনি বেদের অর্থাৎ জ্ঞানের এবং সূর্য্যাদি

১। এই ব্যাখ্যানের মারাঠি অনুবাদ পরোপকারিনী সভা দ্বারা প্রকাশিত মারাঠি সংস্করণে ছাপা হয় নাই। ইহার কারণ অজ্ঞাত।

২। শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া শং-১৯৩২ (দাক্ষিণাত্য মতে আষাঢ় কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া।)

৩। যজুঃ ৩৬।১৭ ।।

৪। এই মন্ত্র গদ্যরূপ হওয়ায় যজুঃ সংজ্ঞক, ঋচা নহে।

৫। কেবল অর্থাৎ অন্য পদের সহিত অসংবদ্ধ একাকী দেব পদের।

৬। ঋষি দয়ানন্দ যজ্ঞ প্রসঙ্গে সর্বত্র এই সমস্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সমস্ত যজ্ঞের বিধি দয়ানন্দ সরস্বতী লিখিবার সময় পান নাই। তাঁহার পর আর্য্যসমাজ এই সমস্ত প্রাচীন যজ্ঞের প্রতি বিমুখ হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ আদি কাল্পনিক নবীন যজ্ঞ গড়িয়াছে। ইহা ঋষি দয়ানন্দের মন্তব্যের বিরুদ্ধ।

জড়ের প্রকাশক। দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ এরূপ অর্থও হয়, কেননা শতপথ ব্রাহ্মণে **বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ**[১] এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

পিতৃভির্ভ্রা।[২] **পূজিতোঽ তিথিঃ**।[৩] **পূজিতো গুরুঃ**।[৩] ইত্যাদি।

অতএব দেবতার পূজা বলিলে পরমাত্মার সৎকার, এরূপ অর্থ প্রকাশ পায়।

চেতন পদার্থ সমূহের সৎকার সম্ভাবিত, জড় পদার্থের অর্থাৎ মূর্ত্তি সমূহের সৎকার সম্ভব নহে। মুখ্যত্ব[৪] তো বেদমন্ত্রের পঠন দ্বারাই ঈশ্বরের সৎকার হয়। এ কারণ প্রাচীন আর্যগণ হোমের সময় (অর্থাৎ হোমের সহিত) মন্ত্রের যোজনা করিয়াছেন। এই জন্য যজ্ঞশালাকে '**দেবায়তন**' অথবা '**দেবালয়**' নাম দেওয়া হইয়াছে।

'**তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্**।" মহাভারতে[৫] এ কারণ '**ব্রহ্মযজ্ঞ**' অর্থাৎ বেদাধ্যয়নও পঞ্চমহাযজ্ঞের এক যজ্ঞ।

"**স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি**।" মনু[৬]

ইহা দ্বারা অর্বাচীন দেবালয় অর্থাৎ কেহ যেন মন্দির অর্থ না বুঝেন, দেবালয়ের অর্থ-'**যজ্ঞশালা**'ই হয়।

এবার দ্বিতীয় অর্থ '**সঙ্গতিকরণ**'—অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতি সহকারে, প্রেম পূর্বক, দেবতার ধ্যান, দেবতার বিচার, এই ভাবে, সৎপুরুষদের সঙ্গতি লাভ, তাঁহাদের সঙ্গে থাকা ইহাকেও দেবযজ্ঞ বলা হয়।

তাহার পর তৃতীয় অর্থ '**দান**'—বিদ্যাদান ছাড়া অপর কিছু দান তো দান নহে। কেবল বিদ্যাদান ই দান,[৭] অন্ন-বস্ত্রাদি দান করা, বিদ্যাদানের সাহায্য করে এ কারণ ঐ সকলকেও দানের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বিদ্যাদান ইহা অক্ষয়-দান।

এবার শুনুন, যজ্ঞ দ্বারা কি ফল হয়, এ সম্বন্ধে বিচার করুন। যজ্ঞের রূঢ়ার্থ বেদীতে সমিধা ঘৃতাদি দহন করা। এবার ইহাতে সমিধা প্রভৃতি তথা ঘৃতাদি দ্রব্য

১। শত০ ৩।৭।৩।১০ এ '**বিদ্বাংসো হি দেবাঃ**' পাঠ আছে।

২। এস্থলে স্বামীজী মহারাজ সম্পূর্ণ শ্লোক পড়িয়া থাকিবেন—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যাভূষযিতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ মনু০ ৩।৫৫ ॥

৩। ইহা লৌকিক প্রয়োগ।

৪। মুখ্যত্ব অর্থাৎ মুখ্যরূপে। ৫। গীতা ৩।১৫॥ গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত।

৬। মনু. ৩।৮১ ॥

৭। "**সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।**
বার্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চন সর্পিষাম্॥" মনু ৪।২৩৩॥

সমূহকে অগ্নিতে নিরর্থক কেন পোড়ান হইবে? এরূপ শঙ্কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শঙ্কার এইরূপ সামাধান শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—

'জনতায়ৈ যজ্ঞো ভবতীতি।' শতপথ ব্রাহ্মণ[১]

পুষ্টি, বর্দ্ধন,[২] সুগন্ধ প্রসার ও নৈরোগ্য এই চার প্রকারের উপযোগ হোম অর্থাৎ হবন করিলে হইয়া থাকে। এই সমস্ত লাভ উপদিষ্ট রীতি অনুসারে হোম হইলেই হয়। বলা হইয়াছে যে—

"সংস্কৃতং হবিঃ হোতব্যমিতি"। শতপথ ব্রাহ্মণ।[৩]

যোগ্য রীতি অনুসারে যথাবিধি হোম করা উচিত। একসঙ্গে কুড়িমন[৪] ঘী পোড়ান হইল, অথবা হাতা-হাতা করিয়া কুড়ি মন ঘৃত সারা বৎসর পোড়াইতে থাকুন, তাহা হইলেও হোম হইবে না।

আবার কেহ কেহ বলেন—হোম অর্থাৎ দৈবতোদ্দেশক ত্যাগ। দেবতারা তখন দেশে আগমন করেন এবং সুগন্ধ গ্রহণ করেন। এই কারণ, হোম করা প্রয়োজন। এরূপ বলা অপ্রশস্ত। আচ্ছা, দেবলোকে কি সুগন্ধির অভাব আছে যে, তাঁহারা আমাদের ক্ষুদ্র হবির্দ্রব্যের অপেক্ষা রাখেন?

এই ভাবে [কেহ কেহ ইহাও বলেন যে,] শ্রাদ্ধ আদিতে পিতরগণ আগমন করেন। যদি তাঁহাদের সকলকে শ্রাদ্ধান্ন ও তর্পণের জল না দেওয়া হয় তাহা হইলে কি তাঁহারা তৃষার্ত্ত হইয়া নিরাহারে থাকিয়া মরিয়া যাইবেন? পিতৃলোকে কি সকলেই দরিদ্র? এরূপ ধারণা উচিত নহে। দেব-লোক বা পিতৃ-লোকে কিছুই নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে হোম হবন করা কর্ত্তব্য নহে। সুবৃষ্টি ও বায়ুশুদ্ধি হোম-হবনাদির দ্বারাই হইয়া থাকে, এ কারণ হোম করা প্রয়োজন। সর্বপ্রকার নৈরোগ্য ও বুদ্ধি-বৈশদ্যের পক্ষে, বায়ু ও জলই উহার আধার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—আজ কাল পংঢরপুরে[৫] মারাত্মক প্রকারের কলেরা (বিষূচিকা) র আক্রমণ চলিয়াছে

১। তুলনীয়—

যজ্ঞোঽপি তস্যৈ জনতায়ৈ কল্পতে যত্রৈবং বিদ্বান্ হোতা ভবতি।

ঐ° ব্রা° ১।২॥

২। পুষ্টি অর্থাৎ শরীরের পুষ্টি,=দৃঢ়তা, বর্দ্ধন অর্থাৎ বৃদ্ধি=বৈশদ্য।

৩। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে প্রায়ঃ **আগ্নেয়মষ্টাকপালং যজেত** ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত আছে। ইহার অর্থ অগ্নিদেবতা যুক্ত অষ্ট কপাল সমূহে সংস্কৃত হবি দ্বারা যজন করিবে। এস্থলে **সংস্কৃতং হবিঃ হোতব্যম্** তাৎপর্য্য মাত্র বলা হইয়াছে।

৪। মরাঠী পাঠ **'খণ্ডী ভর ঘৃত'** আছে। খণ্ডী শব্দের অর্থ 'কুড়ি মন'। দ্রষ্টব্য মরাঠী হিন্দী শব্দ সংগ্রহ পৃঃ ৭১।

৫। দক্ষিণ ভারতের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

সে স্থানের জল-বায়ু বিকৃত হইয়াছে। জলবায়ু বিকৃত হওয়াই উহার কারণ।

হরিদ্বারে এক মেলা হইয়াছিল[১] সেখানের বায়ু বিকৃত হওয়ায় সহস্র সহস্র মানুষ সেখানে মারা যায়। ব্রহ্মাণ্ডে সঞ্চারণকারী [যে বায়ু আছে] উহা জীবনের হেতু। অতএব অন্তর বায়ুর যথাযথ ব্যাপারার্থ অর্থাৎ যথাযথ উপযোগ করিবার জন্য বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড বায়ু শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মাণ্ড-বায়ুকে শুদ্ধ করিবার জন্য যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃত, কস্তুরী, কেশর, এতাদৃশ দ্রব্য যোগে হবন করা প্রয়োজন। সুগন্ধিত দ্রব্যের সহিত দহন (জ্বালান) দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বায়ুর দুর্গন্ধিনাশ হয়। এই হবন অনুষ্ঠান দ্বারা যে সুগন্ধিত বায়ুর সৃষ্টি হয়, উহার সুগন্ধের সম্মুখে বায়ুর সর্বপ্রকার দুষ্ট দোষ দূর হইয়া নৈরোগ্যের সঞ্চার করে।

কেহ কেহ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ শঙ্কা ও করে যে, পদার্থসমূহ দহন করিলে উহার পৃথক্ করণ হয়, উহার গুণ নষ্ট হয়, এমতাবস্থায় হবন করিলে নৈরোগ্য উৎপন্ন হইবে কি রূপে ?

এ বিষয়ে আমার প্রথম উত্তর এই যে, সমস্ত পদার্থ স্বাভাবিক এবং সংযোগজ এই দুই প্রকারের গুণ থাকে। গুণাবলীর নাশ কদাপি হয় না, সংযোগ হইতে উৎপন্ন গুণাবলীর বিয়োগ ঘটিলে গুণের হ্রাস হইয়া থাকে। যদি পদার্থ সমূহে স্বাভাবিক গুণ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে সমষ্টিতে কোথা হইতে গুণ আসিবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ—একটি তিলের মধ্যে সামান্য মাত্র তৈল বাহির হয়, এ কারণ সমষ্টিস্থিত প্রচুর তিল হইতে প্রচুর তৈল বাহির হইবে। একটি জলের পরমাণুতে শীতলতা বিদ্যমান, এ কারণ পরমাণুসমষ্টি রূপ জলের যে শীতলতা উহা স্বাভাবিক ধর্ম। সুগন্ধিত পদার্থের মধ্যে যে সুগন্ধ উহা তাহার স্বাভাবিক গুণ, উহা দহন (জ্বলিলে) হইলে উহার বিস্তৃতি ঘটে, জ্বলিলে উহার বিনাশ ঘটেনা।

দ্বিতীয়—সুগন্ধিত [বস্তু] জ্বালাইলে দুর্গন্ধ নাশ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

তৃতীয়—যখন আমরা নির্য্যাস বাহির করি তখন যেরূপ দ্রব্য সেইরূপই তদ্গুণ বিশিষ্ট নির্য্যাস বাহির হয়। নির্য্যাস অর্থাৎ আসবাদি সত্ব, আতর প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

অগ্নির পরমাণুতে যে গুণ আছে উহা অগ্নির পরমাণুর (সহিত) অত্যন্ত সূক্ষ্ম

১। বি° সম্বৎ° ১৯২৪ এ, সে সময় ঋষি দয়ানন্দও সেখানে গিয়াছিলেন।

হইয়া মেঘ মণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া যায় এবং উহা দ্বারা বায়ু শুদ্ধ হয় ইহাই উহার পরিণাম।

আবার যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করে যে, হোম তো এক ছোটখাটো কর্ম, ইহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের-বায়ু শুদ্ধ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রে যদি এক চামচ পরিমাণ কস্তুরী ফেলা যায় তাহা হইলে কি সমস্ত সমুদ্র সুগন্ধিত ও শুদ্ধ হইয়া যাইবে?

ইহার সমাধান এই যে, যেরূপ একশত কলসপূর্ণ রায়তায়[১] যদি সামান্য মাত্রায় হীঙের ফোড়ং দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার সুগন্ধি দ্বারা রায়তা অধিক রুচিকর হয়, সেই রূপ ইহাকেও জানিবে।

যদি কেহ শঙ্কা করে যে, হোম এখানে করা হইল আর ইহার প্রভাব বা পরিণাম আমেরিকায় কিরূপে পড়িবে?

ইহার সমাধান এই যে, বায়ু দ্বারা শুদ্ধি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে, ইহা বায়ুর ধর্ম। ইহা ছাড়া সকলে আপন আপন গৃহে আর্য্য সম্মত রীতি অনুসারে হবন করিলে এ শঙ্কা উৎপন্ন হয় না। প্রথমে আর্য্যদের এইরূপ সামাজিক নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক পুরুষকে প্রভাত বেলায় স্নান করিয়া দ্বাদশ[২] আহুতি দিতে হইত।

ইহাতে প্রভাতকালে যে মল-মূত্রাদির দ্বারা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হইত, সেই দুর্গন্ধি প্রভাতকালীন হবন দ্বারা দূর হইয়া যাইত। এই ভাবে সায়ং কালীন কৃত হবন দ্বারা সমস্ত দিনের পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ নাশ হইয়া সমস্ত রাত্রির বায়ু নির্মল ও শুদ্ধ হইয়া প্রবাহিত হইত। প্রাচীন কালে আর্য্যগণ যে অতীব যুক্তি সম্পন্ন (=বিবেকী) ছিলেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আবার, অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী তিথিতে সমস্ত ভরত খণ্ডে হোম হইত। সেই কর্ম দ্বারা ভরত খণ্ডে বায়ু শুদ্ধির জন্য বহু প্রকারের সাধন উৎপন্ন হইত।

১। রায়তী—দধিকে মথন করিয়া উহাতে পরিমাণ মত (মিষ্ট হীন) বোঁদে ভিজাইয়া উহাতে পরিমাণ মত গোল মরিচ চূর্ণ, লবণ মিশ্রিত করিয়া 'রায়তা' হয়। ভোজন কালে ব্যবহৃত সহকারী অন্ন বিশেষ। ইহা রুচি ও পুষ্টিকর এবং উদর রোগ নাশক। —সম্পাদক।

২। সংস্কার বিধি পুস্তকেও চার আহুতি প্রাতঃ ও সায়ংকালের তথা 'ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অগ্নে নয়' পর্য্যন্ত আঠ আহুতি মিলাইয়া দ্বাদশ আহুতি হয়। 'সত্যার্থ প্রকাশ' তৃতীয় সমুল্লাসেও ১৬টি আহুতির বিধান আছে। পরন্তু সেখানে এক কালে ১৬টি আহুতি অথবা উভয় কাল যোগ করিলে, ইহা স্পষ্ট হয় না। সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থে 'ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা' আদি চারটি আহুতির সহিত সায়ং ও প্রাতঃকালের ৪টি আহুতি যুক্ত করিলে ৮+৮=১৬ আহুতি উভয়কালের হয়।

এ সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিলে—"ইহা তো ছোট খাটো ব্যাপার" এরূপ কেহ শঙ্কা করিত না। অতএব বায়ু শুদ্ধ থাকিলে বৃষ্টির জল ও শুদ্ধ থাকে। বৃষ্টির সহিত বায়ুর অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং সমস্ত দেশে জল বৃষ্টি হইতেই সব কিছু জন্মায়।

জল ও বায়ুর স্বচ্ছতায় বৃক্ষের ফল, পুষ্প, রস অত্যন্ত শুদ্ধ ও পুষ্টি কারক হয়। এইভাবে অন্নাদি সমস্ত দ্রব্য শুদ্ধ ও পুষ্টি কারক হয়। এই জন্য শারীরিক সুখ লাভ করিয়া শুদ্ধ অন্ন ভোজন দ্বারা বল উৎপন্ন হয়। প্রাচীন আর্য্যদের শৌর্য্যের বর্ণনা এ প্রসঙ্গে করিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু ও জলের দুর্গন্ধি নষ্ট হইয়া উহাতে শুদ্ধি ও পুষ্টি বর্দ্ধনাদি গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত চরাচরের সুখ লাভ হয়। এই জন্য বলা হইয়াছে যে—

"স্বর্গকামো যজেত,[১] সুখ কাম ইতি শেষঃ।"

হোম—হবন করিলে পরমেশ্বরের সেবা কিরূপে হইয়া থাকে? এ কথা যদি কেহ বলে, তাহার এরূপ বিচার করা উচিত যে, সেবার অর্থ প্রিয় আচরণ করা। পরমেশ্বরের সেবা, [অর্থাৎ] যাহা তাঁহার প্রিয়, উহা আচরণ করিলে; যেহেতু তিনি ন্যায়কারী অতএব তাঁহার দ্বারা যোগ্য প্রত্যুপকার লাভ হইয়া থাকে এরূপ একটি নিয়মই রহিয়াছে।

এবার স্বর্গ অর্থাৎ সুখ বিশেষ, এবং অবিদ্যা ও নরক অর্থাৎ দুঃখ বিশেষ যাহাকে বলা হয় অবিদ্যা। বিদ্যা স্বর্গ প্রাপ্তি তথা বৃদ্ধি-বর্দ্ধনের কারণ। বৃদ্ধি শারীরিক দৃঢ়তা অবশ্য প্রয়োজন এবং শুদ্ধ বায়ু, শুদ্ধ জল ও শুদ্ধান্ন, ইহা ব্যতীত শারীরিক দৃঢ়তা কিভাবে লাভ করা যাইবে? হোম-হবন করিলে বায়ু শুদ্ধ হইয়া সুবৃষ্টি হয়, বিদ্যা লাভ হয় অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্তি—সুখ প্রাপ্তি হয়।

যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করে যে, বায়ু-শুদ্ধার্থে যদি হবন করা হয় তাহা হইলে বেদ মন্ত্র পাঠের প্রয়োজন কি? আর হোম করিতে হইলে অমুক রীতি অনুসারে ইট রাখিয়া, অমুক প্রকারেরই বেদী প্রস্তুত করিতে হইবে, এইরূপ বিশেষ যোজনা কি জন্য করা উচিত?

এই শঙ্কার সমাধান এইরূপ—বিশেষ যোজনা অনুসারে কোনও কর্ম পরামর্শ না করিয়া করিলে, উহা দ্বারা বিশেষ কর্ম নিয়মিত সময়ে সম্পন্ন হয় না। এই ভাবে কাঁচা ইটের দ্বারা, চার আঙুল পরিমাণ নীচে এবং ষোল আঙুল পরিমাণ

১। এ বচনটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বহু স্থলে পাওয়া যায়।

উপর[1] ভাগে গণিত পরিমাণ অনুসারে বেদী প্রস্তুত করিয়া উহাতে নিয়মিত প্রমাণেরই সাধন[2] লইয়া পরিমাণ মত ঘৃতাদিক সহিত হবন করিলে, অল্প ব্যয়ে অতিশয় উষ্ণতা সৃষ্টি হয় এবং উষ্ণতার সম্বন্ধ দ্বারা বায়ু শুদ্ধ হইয়া জলের পরমাণু বায়ুতে মিশিয়া যায়। এই উষ্ণতার কারণ বায়ুতে ঘর্ষণ হইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, আর মেঘ মণ্ডলে গড়-গড় শব্দ সৃষ্টি হয়। এই ভাবে হবনের বিশেষ যোজনার কারণ, বিশেষ উষ্ণতা উৎপন্ন হইয়া বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

মেঘমণ্ডলে গড়-গড় শব্দ অর্থাৎ ইন্দ্র-বজ্র-সংঘাত-জন্য শব্দ, এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ—ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্য, এবং সূর্য্যের উষ্ণতা যোগে বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জন আদি ক্রিয়া হইয়া থাকে।

কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্র আপন বজ্র দ্বারা বলিকে সংহার করে, কিন্তু একথা সত্য নহে,—মিথ্যা। বলিরাজা পাতালে রাজত্ব করিতেন এবং পাতাল অর্থাৎ অমেরিকা দেশ। সেই অমেরিকায় বলি রাজা কোথায় আছেন? লোকে প্রচার—বেদীর এক আধ খানা ইট বাঁকা-চোরা লাগান হইল, আর যজমান মরিয়া গেল; এ সব উক্তিও অপ্রশস্ত[3] বলিয়া জানিবে। এই সমস্ত লীলা অর্বাচীন মানুষের

১। এস্থলে মরাঠী সংস্করণে চার অঙ্গুলি পরিমাণ খোল ও ষোল উচ্চ এইরূপ পাঠ আছে। খোল শব্দের অর্থ "গভীর"। যদি গভীরের অর্থ 'উপর হইতে নীচের গভীরতা' স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্বের বাক্যের সহিত সমতা রক্ষা করা যায় না। অতএব আমরা ঋষি দয়ানন্দ দ্বারা উপদিষ্ট যজ্ঞকুণ্ড নির্মাণ-বিধি অনুসারে শব্দ যুক্ত করিয়াছি। এখানে উপরের পরিসর উল্লেখ করা হয় নাই! উহাকেও ষোল অঙ্গুলি সমকোণ জানিতে হইবে।

২। মরাঠী সংস্করণে 'মস বেউন' পাঠ আছে। মসের অর্থ মসলা। যদি পুরাতন হিন্দী অনুবাদের ইট জুড়িবায় মশলা লইয়া, এই অনুসারে অর্থ করা হয় তাহা হইলে নিয়মিত প্রামাণাচাচ মসালা ঘেউন' এর অর্থ হইবে—নিয়মিত পরিমাণের সামগ্রী লইয়া। সামগ্রী শব্দ দ্বারা ইহা সন্দিগ্ধ রহিয়া যায় যে, উহা গড়িতে কোন কোন বস্তু অপেক্ষিত। সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম (১৮৭৫) সমূ: ৩য়তে শ্রবা, প্রণীতা প্রভৃতি পঞ্চ পাত্রের, তথা সমিধার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রব্য নিয়মিত পরিমাণের হইয়া থাকে। অতএব আমি "সাধন" শব্দ রাখিয়াছি।

৩। ইহার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, যজ্ঞকর্মে ইচ্ছামত ভুল করো, যজ্ঞ তো হইবেই। প্রমাদ—ভুলচুক্ ইহা স্বয়ং দুর্গুণ। উহা হইতে দূরে থাকা কর্তব্য। প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থ সমূহের যেস্থলে এরূপ প্রকরণে **'যজমান হিনস্তি'** পদ প্রযুক্ত হয় সেস্থলে সর্বত্র প্রমাদ কৃত কর্ম দ্বারা যজমানের বাস্তবিক অভিপ্রায় বা প্রয়োজন নাশ হইয়া যায় এরূপ অর্থ জানা উচিত। এই কথাই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকায় বলিয়াছেন—**'তেনার্থেন হীনং করোতি'** (দ্র: পৃ: ৩৫৭ রামলাল কপূর ট্রাস্ট সংস্করণ)

বলিবার উদ্দেশ্য সিন্ধুর আবর্ত্ত সৃষ্টি। তাহারা বলে আমরা যা বলি তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিও না, সন্দেহ করিলেই তোমরা নাস্তিক হইয়া যাইবে। এইভাবেই আমাদের বাধা দান করে।

এবার হোম অনুষ্ঠান কালে বেদ [মন্ত্রের] পাঠ কিজন্য করা হয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, যদি দুইটি কর্ম এক সঙ্গে সমাধা করা যায়, উহা করা উচিত।[১] এইরূপ অভিপ্রায় সম্মুখে রাখিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ যখন হস্ত দুই খানিকে হোমাদিক দ্রব্যের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত রাখে, তখন মুখ কর্ম হীন হইয়া থাকিবে কেন? মুখ দ্বারা পরমেশ্বরের স্তুতি পাঠ হইতে থাকুক, এ কারণ পূর্বের ঋষিগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। এতদর্থে ব্রাহ্মণগণ অদ্যাবধি বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই বেদ-বিদ্যা ও অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। তা'ছাড়া বেদ পাঠ করিলে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হইত, উহা দ্বারা বিচার-শক্তি উৎপন্ন হইত।

ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে। ঋ০ সং০।[২]

দ্বিতীয় আর এক প্রকার বিচার আছে—যাহা হস্ত দ্বারা প্রয়োগ করা হয় সে বিষয়ের যে মন্ত্র সেই সময় উচ্চারণ করা হয়, উহার সহিত সামান্য মাত্রও তাহার সম্বন্ধ নাই।[৩] ইহা মন্ত্রোচ্চারণ কর্মের উদ্দেশ্যে করা হইত না, কিন্তু পরমেশ্বরের স্তুতি মুখ হইতে উচ্চারণ হইতে থাকুক, ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য।[৪] এইসব কারণে কর্মকাণ্ড কোনও প্রকারেই নিষ্ফল নহে। অস্তু।

১। **'একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধা'** ইহা প্রসিদ্ধ ন্যায়।

২। ঋ০ ৬।৪৭।১১॥ ৩। আমার মনে হয় এস্থলে ব্যাখ্যান লিখিবার সময় পাঠ কিছু ভ্রষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহের মতানুসারে সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ ঠিক্ ঠিক্ মানা হয়। যাহা ক্রিয়মাণ কর্মকে বলা হয়—**'এতদ্বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং যদ্রূপসমৃদ্ধং যৎ কর্ম ক্রিয়মাণমৃগভিবদতি'**। ঐ০ ব্রা০ ১।৪।...**যৎকর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্যজুর্বাঽভিবদতি।** গো০ ব্রা০ ২।২।৬॥ ঋ০ দয়ানন্দের ও এই মত— **'মন্ত্রার্থানুস্মৃতস্তত্রুক্তোঽপি বিনিযোগো গ্রাহ্যঃ।'** ঋ০ ভা০ ভূমিকা প্রতিজ্ঞা বিষয়, পৃ০ ৩৮২ (রা. লাল কপূর ট্রাষ্ট সংস্করণ)। এ বিষয়ে মীমাংসা ২।১।৩১ ও দ্রষ্টব্য।

৪। 'ইহার পূর্বে গ, ঘ, ঙ হিন্দী সংস্করণ সমূহে' অপর কোনও কোনও মন্ত্র এরূপ আছে যাহাতে হোম করিলে লাভ হয় বলা হইয়াছে। সারাংশ এই যে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা বেদের রক্ষা করাই মুখ্য প্রয়োজন।" ইহার মূল মরাঠী সংস্করণে নাই। ইহাকে অনুবাদক 'সত্যার্থ প্রকাশ' তৃতীয় সমুল্লাসে অগ্নিহোত্র প্রকরণ অনুসারে বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কেহ আবার এরূপও শঙ্কা করেন যে, বেদে বীভৎস (=অশ্লীল) কথাও (কাহিনী) আছে কেন ?

উত্তর—বেদে বীভৎস কথা (কাহিনী) নাই। এবম্বিধ কাহিনী সমূহ রহিয়াছে, একথা অর্বাচীন মহীধর আদি ভাষ্যকার দেখাইয়া থাকে। এ দোষ বেদে আরোপ করা যায় না। ইহা কেবল ভাষ্যকারের বীভৎস বুদ্ধির দোষ।

দৃষ্টান্ত—কোনও এক সুবাসিনী (=সৌভাগ্যবতী) স্ত্রী কোনও বিধবাকে প্রণাম করিল, আর বিধবা তাহাকে আশীর্বাদ কি দিল,—তুমিও আমার মত হও। বুঝিয়া ছাখো—এইরূপ স্বার্থপরদের যেরূপ অভীষ্ট প্রয়োজন, তাহারা সেইরূপ বেদ হইতে অর্থ বাহির করিয়া ফেলিল। শতপথ ব্রাহ্মণ ছাখো—

"শ্রীর্বা রাজ্যস্যাগ্রমিত্যাদি৹" (শতপথ ব্রাহ্মণ)[১]

যদি কেহ এরূপ বলে যে, অশ্বমেধে অশ্ব-শিশ্নের সংস্কার[২] যজমানের স্ত্রী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। উহার[৩] এইরূপ বিবরণ বেদে একেবারেই নাই। এ সম্বন্ধে যে বীভৎস বিবরণ লেখা হইয়াছে, উহা আমরা পাঠ করিতে পারি না, বমন হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ বীভৎসামী [কথনও] যদি প্রচারিত না হইত তাহা হইলে ইহা বলিবার প্রয়োজন হইত না। কারণ, পদ্ধতি-নিরূপক গ্রন্থে[৪] একথা পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায়।

পঁচিশ শত বৎসর পূর্বে বৌদ্ধরা[৫] যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল, উহাতে এইরূপ কেচ্ছাকে উদ্দেশ্য[৬] করিয়া ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা হইয়াছে।

ইহার পর যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, তাহা হইলে এই সমস্ত বীভৎস কাহিনী উহাতে আছে কেন? অশ্বকে চতুর্দিকে দৌড়ান হইত সার্বভৌম রাজারা কি ইহা দ্বারা শত্রুতা সৃষ্টি করিতেন?

এ প্রসঙ্গে আমার সমাধান এই যে শতপথে উল্লেখ আছে যে—

১। শত৹ ব্রা৹ ১৩।২।৯।৭ এ **'শ্রীর্বৈ ব্রহ্মস্যাগ্রম্'** পাঠ পাওয়া যায়। এই পাঠ আবার পূর্ব ৫ম ব্যাখ্যান এ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

২। এস্থলে 'শিশ্নের সম্বন্ধ যজমানের স্ত্রীর সহিত বলা হইয়াছে' পাঠ হওয়া উচিত।

৩। অর্থাৎ শিশ্নের।

৪। সম্ভবতঃ 'পদ্ধতি-নিরূপক গ্রন্থ' ইহার অভিপ্রায় শ্রৌত সূত্রের সহিত হইবে।

৫। এস্থলে 'চারবাকের দল' পাঠ হওয়া উচিত।

৬। অশ্বস্যাত্র শিশ্নং তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম্। সর্বদর্শন সংগ্রহ, চারবাক দর্শন। বিশেষ সত্যার্থ প্রকাশ সমু৹ ১২, পৃষ্ঠ ৬৩৪-৬৩৫ (রামলাল কপূর ট্রাষ্ট, সংস্করণ ২)

অগ্নির্বা অশ্ব।[১] **আজ্যং মেধঃ।**[২] শতপথ ব্রাহ্মণ।

অশ্বমেধ অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃত অর্পণ [এই মাত্র অর্থ]। সেইরূপ গ্রন্থের সাহচর্য্যের[৩] প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হরিশ্চন্দ্র, শুনঃশেপ[৪] ইত্যাদি কাহিনীর ও পোষণ হইয়া থাকে।

এবার, কেনোপনিষদে যক্ষের এক কথোপকথন আছে। যক্ষ অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ রাখিয়া অগ্নিকে বলিল—'এই তৃন খণ্ডটিকে তুমি জ্বালাও তো দেখি ?' অগ্নি সেই তৃণ খণ্ডটিকে জ্বালাইতে পারিল না। পুনঃ বায়ুকে বলিল—তুমি এই তৃণ-খণ্ডটিকে উড়াও তো দেখি ? বায়ুও সেই তৃণ খণ্ডটিকে উড়াইতে পারিল না, এই রূপ বর্ণনা করিয়া হৈমবতী নামক যে ব্রহ্মবিদ্যা আছে, তাহার মাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে।

যজ্ঞে মাংস আদি ভক্ষণ এই গালভরা গল্প অর্বাচীন পণ্ডিতদের আবিষ্কার।

কেহ কেহ ব্যভিচার বিষয়ে এবম্বিধ কোটি (=মনগড়া কথা) আবিষ্কার করিয়াছে। বলে কিনা, বেশতো কথা,—ইন্দ্রের নিকট মেনকা আদি অপ্সরার দল কি ছিলনা ? আমি যদি নগদ টাকা দিয়া বাজার হতে কোনও দ্রব্য ক্রয় করি ইহাতে দোষ কোথায় ? এই সমস্ত কথা বলা কি তোমাদের শোভা পায় ? কদাপি নহে। অস্তু।

এবার পুরুষমেধ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা যাক্। যজুর্বেদের মন্ত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করো—

"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ ভদ্রংতন্ন আ সুব।" য০ সং ০[৫]

হোম দেবতাদের হইবে আর মাংস পশু তথা মনুষ্যের [রাখিবে], এ ব্যবস্থা ভারি মজার নয় কি ? এরূপ ব্যবস্থা ঈশ্বর রচনা করিয়াছেন আমরা তো ইহাতে সত্য দেখিনা। [অর্থাৎ এইরূপ ব্যবস্থাকে অন্যায় ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?]

পরমেশ্বরের ব্যবস্থায় এতাদৃশ অন্যায় নাই এবং এই রূপ অহেতুক হানির

১। শতপথ০ ৩।৩।২।৫ ॥

২। দ্রষ্টব্য তৈ০ ব্রাহ্মণ ৩।৭।১২।—মেধো বা আজ্যম্।

৩। এস্থলে সামান্য পাঠ নষ্ট হইয়াছে মনে হয়।

৪। হরিশ্চন্দ্র শুনঃশেপ এর কথা ঐ০ ব্রা০ (৭।১৩, ১৮) গ্রন্থে লিখিত আছে পাওয়া যায়।

৫। য০ সং০ ৩০।৩। যাজ্ঞিকদের অভিমত এই অধ্যায়টি পুরুষমেধে বিনিযুক্ত করা আছে।

ব্যবহারও নাই। স্বাখো—এক গাভীর ন্যায় [পরোপকারী] পশুকে ভক্ষণ করিবার জন্য, অথবা যজ্ঞের উদ্দেশ্যে হনন করা হইলে কত হানি হয়। একটি গাভী চার সের দুধ দেয়। এই দুধকে গরম করিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিলে সেই পুষ্টিকারক অন্ন কম পক্ষে চারজন মানুষের [পক্ষে পর্য্যাপ্ত] হয়, অর্থাৎ প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল উভয় সময়ের দুধ একত্র করিলে আটজন মানুষের পোষণ হয়। তাহার পর গাভীটি দশ মাস দুধ দিলে কম পক্ষে চব্বিশ শত (২৪০০) মানুষের পোষণ ঐ গাভীর এক বেতে[১] হইবে। এইরূপে আট বেত গড়ে হিসাব করিলে (১৯২০০) উনীশ হাজার দুই শত মানুষের পোষণ হইবে।[২] সেই গাভিকে মারিয়া খাইলে পঁচিশ-ত্রিশ জন[৩] মানুষের এক সময়ের ফূর্ত্তি করিয়া খাওয়া হয়। এইরূপ যুক্তির রীতির অনুসারেও মাংস ভক্ষণ ঠিক নহে। অস্তু;

আজকাল মাংসাহারীর দল রাজ-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া এতদূর হাত বাড়ান আরম্ভ করিয়াছে যে, চতুষ্পদ জন্তু বিরল হইয়া পড়িতেছে। [অর্থাৎ কম হইতে চলিয়াছে] পাঁচ টাকা মূল্যের বলদ আজ পঁচিশ টাকায় কিনিতে হইতেছে, আজ দরিদ্র-জনসাধারণের পক্ষে দুধ পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের মানুষ মাংস মোটেই খায় না, সেই দেশে দুধ ঘী বৃদ্ধি পাইতেছে। অস্তু।

এত সময় তো হোম যজ্ঞে পশুবধ না করিবার বিষয়ে যুক্তি তথা শাস্ত্র বিচার করা হইল। এবার কখনও হোমে পশু হত্যা হইত কিনা? এই শংকার বিচার করা যাক্।

হোম দুই প্রকারের—এক রাজ-ধর্ম বিষয়ক, এবং অপরটি সামাজিক। এত সময় পর্য্যন্ত সামাজিক হোমের নিরূপণ করা হইল। রাজ-ধর্ম বিষয়ক হোমের সমস্ত ব্যবস্থা পৃথক্। উহাতে পশু বধ করিবার কথা তো দূরে থাকুক, মানুষকেও বধ করিতে হইত।[৪] যুদ্ধ প্রসঙ্গে সহস্র সহস্র মানুষের প্রাণ সংহার করা, ইহা রাজধর্ম বিহিত। মৃগাদির ন্যায় পশু, যাহারা ফসল নষ্ট করে, তাহাদের সংহার করা ইহাও ঠিক্। [হিংসক] অরণ্য পশুকে মারা ইহার প্রয়োজন আছে। পরন্তু সর্বপ্রকারের হোমে সংহার করা, ইহা সর্বথৈব অযোগ্য। কোনও প্রাণীকে পীড়া দেওয়া কি

১। এক ব্যানে।

২। এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত 'গো করুণানিধি' গ্রন্থ দেখা উচিত।

৩। গো করুণা নিধি গ্রন্থে ৮০ সংখ্যায় লিখিত আছে।

৪। ইতঃপূর্বে গ, ঘ, ও হিন্দী সংস্করণে যে পাঠ আছে উহা অনুবাদ কর্তার দ্বারা খেয়ালখুশী মত পরিবর্তন করা হইয়াছে। আমাদের পাঠ মরাঠী সংস্করণের অনুরূপ।

প্রকারের ধর্ম-বিহিত কর্ম? উহাদের মুখ বাঁধিয়া, লাঠি ঘুসি মারিয়া প্রাণ হরণ করা, ইহা ঈশ্বর-প্রণীত ব্যবহার কদাপি হইতে পারে না।

যজ্ঞ বিষয়ে কাহার অধিকার আছে? এইরূপ যদি কেহ শংকা করে [তাহা হইলে জানা উচিত যে] যজ্ঞ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে যাহার প্রবৃত্তি আছে, কেবল তাহারই যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে। কর্ম দ্বারা বিচার-শক্তি অল্প অল্প করিয়া জাগ্রত হয়। উপাসনা দ্বারা বিচারে নির্মলতা উৎপন্ন হয়। আবার জ্ঞান লাভ করিলে বিচারে দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা জন্মায় এবং সে ব্যক্তি জ্ঞান মার্গের অধিকারী হয়।

অতঃপর আমরা হোম বিষয়ে ছোট-খাটো শঙ্কা সমূহের বিচার করিতেছি।

আজকাল রাজ-নিয়ম অনুসারে গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে হোম করিবার প্রয়োজন কি? কেহ কেহ এ কথাও বলিয়া থাকে। ইহার উত্তর—নিজের গৃহকে নিজে স্বচ্ছ না রাখিলে গ্রামের স্বচ্ছতা কিরূপে থাকিবে? আর গ্রামের দুর্গন্ধি কিরূপে দূর হইবে?

দ্বিতীয় শঙ্কাও এরূপ করিয়া থাকে—অগ্নিগাড়ী (=কয়লা দ্বারা চালিত রেলের ইঞ্জিন) এবং রান্নাঘরে প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, উহার সাহায্যে প্রচুর বৃষ্টি হওয়া উচিত [তাহা হইলে] হোম করিবার প্রয়োজন কি?

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, ধূম্র দুর্গন্ধিত ও দূষিত, ইহা দ্বারা বায়ু শুদ্ধ হয় না। আজকাল হোমের স্বল্পতা থাকায় বারংবার বায়ু অশুদ্ধ হইতেছে, বারংবার বিলক্ষণ বিলক্ষণ রোগও সৃষ্টি হইতেছে।

এই পর্য্যন্ত যজ্ঞ বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা হইল, এবার সংস্কার বিষয়ে সামান্য বিচার করা যাক্।

দ্বিতীয় ভাগ—সংস্কার

সংস্কার[১] মানে কি? এই প্রশ্নের বিচার প্রথমে করা প্রয়োজন। কোনও দ্রব্যকে উত্তম স্থিতিতে আনয়ন করার নাম **'সংস্কার'**। এই প্রকারের স্থিত্যন্তর মানবীয় প্রাণীদের প্রতি হউক, এ কারণ আর্য্যগণ ষোড়শ সংস্কারের ব্যবস্থা

১। এই সমস্ত সংস্কারের জন্য স্বাঃ দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজের 'সংস্কারবিধি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। সেখানে প্রত্যেক সংস্কারের পূর্ণ বিধি ও প্রমাণাদি দেওয়া আছে।

করিয়াছেন, পরন্তু সেই সমস্ত সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া নিষ্কর্মা পুরোহিত মাল হড়প করুক প্রাচীন আচার্য্যদের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। কেননা, তাঁহারা আচার্য্য আর্য্য, মহাজন (=শ্রেষ্ঠ পুরুষ) ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহারা অনার্য্য অর্থাৎ অনাড়িদের সাহায্য করিবেন কেন ?

১। **নিষেক**[১]—অর্থাৎ ঋতু-প্রদান। ইহা প্রথম সংস্কার। পিতা নিষেক করেন, এ কারণ পিতাই মুখ্য গুরু।

নিষেকাদীনি কর্মাণি যঃ করোত্তি যথাবিধি।
সম্ভাবযতি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে ॥ মনুঃ[২]

এইরূপ বাক্য মনুতে আছে। পিতাই সর্বপ্রকার উপদেশ ও সংস্কার করাইবেন। পুত্রেষ্টির বর্ণনা ছান্দোগ্য[৩] উপনিষদে করা হইয়াছে। গর্ভধারণকারিণী স্ত্রীর কোন্ কোন্ পদার্থ ভোজন করা উচিত যাহাতে সন্তানের দেহ ও বুদ্ধিতে দৃঢ়তা সঞ্চারিত হয়। সে স্থলে মুখ্যরূপে এই আলোচনা করা হইয়াছে।[৪] প্রাচীন কালের আর্য্যগণ অমোঘ বীর্য্য ছিলেন এবং স্ত্রী সকলেরও পূর্ণ বয়ঃ হইবার জন্য বীর্যাকর্ষতা তাহাদের মধ্যে থাকিত। পুত্রেষ্টি ইহা গৃহস্থাশ্রমের প্রথম ধর্ম।

২। **পুংসবন**—এই সংস্কারের প্রয়োজন বীর্য্যকে পুনরায় শরীরে কিভাবে সঞ্চয়[৫] করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। বীর্য্যে সদাস্থিরতা, দৃঢ়তা ও নৈরোগ্য এই সমস্ত গুণ থাকা উচিত, অন্যথা বিকৃত বীর্য্য দ্বারা উৎপন্ন সন্ততিতে নানা প্রকারের বিকার উৎপন্ন হয়। এতদর্থ সূত্রকারগণ ঔষধি সমূহ প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বীর্য্য বৃদ্ধির জন্য এবং [দোষ] শাস্ত্যর্থ বর্ষকাল পর্য্যন্ত পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা কর্ত্তব্য, এইরূপ নির্বন্ধ বলা হইয়াছে।

৩। **সীমন্তোন্নয়ন**—স্ত্রীর অকালে গর্ভপাত হইবার বড় ভয় থাকে, সে কারণ যাহাতে উহা না হয় এবং নিরোগ ও পুষ্টিকর পদার্থ সমূহের সেবন করিলে এবং মনে উৎসাহ থাকিলে গর্ভের স্থিতি উত্তম অবস্থায় থাকে। এতদর্থ এই সংস্কারের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

১। অর্থাৎ 'গর্ভাধান'। ২। মনু০ ২।১৪২ ॥

৩। এস্থলে 'বৃহদারণ্যক' নাম হওয়া উচিত। বৃহ০ উপ০ অ০ ৬, ব্রা০ ৩-৪ এ গর্ভাধানের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ৪। দ্রষ্টব্য বৃ০ উপ০ ৬।৪।১৩-১৮ ॥

৫। জমা করিবে। এই সংস্কার বিষয়ে ঋ০ দ০ সরস্বতীর স্বীয় দৃষ্টি আছে। তিনি তাঁহার সংস্কার বিধি আদিতে পুংসবন সংস্কারের ইহাই উদ্দেশ্য লিখিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ পুংসবনের প্রয়োজন পুমান্ পুত্রের উৎপত্তি মানেন। ঋ০ দ০ সরস্বতী বৈদিক মর্য্যাদা অনুসারে পুত্র ও কন্যার মধ্যে পার্থক্য মানিতেন না। (দ্র০ নিরুক্ত ৩।৪ এ উদ্ধৃত শ্লোক)

৪। **জাতকর্ম**—এই সংস্কার বিষয়ে বিশেষ হোমের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, সূতিকা গৃহের (=নবজাতকের গৃহের) অমঙ্গল দূর করিবার জন্য সুগন্ধি বৰ্দ্ধক হোম করা উচিত। শিশুর নাড়ি ছেদনে যেন ক্লেশ না হয়, এবং শিশু যাহাতে সুখী থাকে জাতকর্ম সংস্কার করিবার ইহাই উদ্দেশ্য।

৫। **নামকরণ**—নাম রাখিতেও কেহ যেন ভুল না করে প্রাচীনকালে এইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর্যদের মধ্যে ছিল। নাম, যাহা মুখে উচ্চারিত হইবে তাহাতে মধুরতাও থাকিবে। এ কারণ দুই অক্ষরযুক্ত অথবা চার অক্ষরযুক্ত নাম হওয়া উচিত, এরূপ বলা হইয়াছে। অনাবশ্যক লম্বা-চওড়া নাম হওয়া উচিত নহে। অন্যথা, কথনও কথনও আজকালকার মানুষ মথুরাদাস গোপবৃন্দ, সেবকদাস এইরূপ লম্বা-চওড়া নাম রাখিয়া গোলমাল সৃষ্টি করে।[১] আজকাল সর্বপ্রকার মূর্খতা ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমতাবস্থায় যদি নাম রাখিতে দোষ থাকিয়া যায় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? দোষ চাপাইয়া কোন লাভ নাই। মহিলাদের নামেও মধুরতা থাকা উচিত এবং উহা দুই অক্ষরযুক্ত অথবা চার অক্ষর যুক্ত হওয়া উচিত—যথা ভামা, গঙ্গা[২], অনসূয়া, সীতা, লোপামুদ্রা, প্রাচীন আর্য্যদের এতাদৃশ নাম মহিলাদের হইত।

৬। **নিষ্ক্রমণ**—কোমল শরীরের শিশুকে বাহিরের বায়ু সেবনার্থে লইয়া যাওয়া এই সংস্কারের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

৭। **অন্নপ্রাশন**—উপযুক্ত সময়ে শিশুর অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার যদি প্রারম্ভ না করান হয়, তাহা হইলে শিশু অত্যন্ত দুঃখ পায়। এই কারণে এই সংস্কারের ব্যবস্থা।

৮। **চূড়াকর্ম**—মস্তকে উষ্ণতা উৎপন্ন না হওয়া এবং উষ্ণ বায়ু যোগে ঘর্ম আদির কারণে যে ময়লা সৃষ্টি হয় উহাকে দূর করা প্রয়োজন, এইজন্য এই সংস্কারের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

ব্রতবন্ধ—বালকের বিদ্যারম্ভকালে উৎসাহ উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রতবন্ধ—বিষয়ে বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথমে নারীদের ও বিদ্যা-সম্পাদনের অধিকার ছিল এবং তদনুকূল তাহাদেরও ব্রতবন্ধ সংস্কার প্রথমে করান হইত।

১। ইতঃপূর্বে হিন্দী সংস্করণে নাম বিষয়ক এক পংক্তি অনুবাদক দ্বারা পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

২। হিন্দী সংস্করণ সমূহে 'গঙ্গা' নাম নাই এক লোপামুদ্রার পূর্বে যশোদা, সুখদা নাম যুক্ত করা আছে। এখানে এইরূপ মহিলাদের নাম প্রাচীনকালে হইত। মরাঠী সংস্করণে 'গঙ্গা'র নির্দেশ করা হইয়াছে। ভীষ্মের মায়ের নাম ছিল 'গঙ্গা'।

বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন বালককে বিদ্যারম্ভকালে কার্পাস (তুলা) নির্মিত যজ্ঞোপবীতরূপ বিশেষচিহ্ন ধারণ করান হইত।[১] ইহার ধারণে অত্যন্ত উত্তরদায়িত্ব থাকিত। ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের বালকদের কার্পাস নির্মিত না হইয়া অন্য পদার্থ নির্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার জন্য দেওয়া হইত।[২] যদি বিদ্যা-সম্পাদন যথাযথরূপে না হইত তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন [বালককে] অব্রাহ্মণ্যের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাহার যজ্ঞোপবীত সেই মূর্খের নিকট হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইত। সেইরূপ শূদ্রাদির বালক উত্তম বিদ্যাসম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণত্বের অধীকারী হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিত। এইরূপ ব্যবস্থা প্রাচীন আর্য্যগণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কারণে সমস্ত [তথা কথিত] জাতির বালকদের এবং নারীদের মধ্যে বিদ্যাসম্পাদন বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হইত। বিদ্যার অধিকার অনুসারে উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ এইরূপ যজ্ঞোপবীতের ভূষণ ধারণ করিবার অধিকার সকলেই পাইত।

তদনন্তর দশম **'বেদারম্ভ'** এবং একাদশতম **'বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি'** অর্থাৎ সমাবর্ত্তন অথবা সোড়মুঞ্জ[২] এইরূপ আরও দুই সংস্কার।

১২। **'বিবাহ'**—এই সংস্কারের পূর্বে যখন ইতিহাস বিষয়ক ব্যাখ্যান দেওয়া দেওয়া হইবে, সে সময় বিচার করা যাইবে।[৩] আজকাল মুহূর্ত্ত বিষয়ক যে আড়ম্বর রচনা করা হইয়াছে উহা গায়ের জোরের কথা।

বৃথা কালক্ষেপ যাহাতে না হয়, এবং নিয়মিত সময়ে সব বার্ত্তা সম্পন্ন হউক, এই কারণ সময় ও নিয়মের প্রতি ধ্যান দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু শাস্ত্রার্থের মধ্যে নিরর্থক লট-পট (ঘুরপাক) করিতে থাকা অনুচিত। এই ভাবে প্রথমে আর্য্যরা স্বয়ংবর বিবাহ করিত।[৪] লগ্ন বহিয়া গেল, বিবাহের আর সময় কোথায়? আজকাল এরূপ ভণ্ডামি চালাইতে লাগিল। এই রূপ ভণ্ডামী সে যুগে ছিল না।

১২। **গার্হপত্য**[৫]—গৃহাস্থাশ্রমে পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, এ

১। মনুস্মৃতি ১।৪৪ এ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানকে ক্রমান্বয়ে—কার্পাস, সন তথা পশমের যজ্ঞোপবীত দিবার বিধান ছিল।

২। ইহা মরাঠী শব্দ। ইহার অর্থ—অধ্যয়ন সমাপ্তির সংস্কার অথবা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অনুজ্ঞার ধার্মিক সংস্কার।

৩। দ্রষ্টব্য দ্বাদশ প্রবচন।

৪। হিন্দী সংস্করণের পাঠ অস্পষ্ট ও কল্পিত।

৫। ইহা স্বতন্ত্র সংস্কার নহে। চূড়া কর্মের পর কর্ণবেধ সংস্কার লিখিতে ভুল হইয়াছে। সংস্কার বিধিতে 'কর্ণবেধ' সংস্কারের নির্দেশ আছে। এইভাবে ষোড়শ সংস্কার সেখানে বলা হইয়াছে। বিবাহের পর গৃহস্থকর্ম প্রকরণকে সে স্থলেও সংস্কার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যদি উহাকে সংস্কার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সংস্কারের সংখ্যা সতের হইবে।

এ সম্বন্ধেও বিচার পরে ইতিহাস বিষয়ে ব্যাখ্যান কালে করা যাইবে।[১]

১৪। **বানপ্রস্থ**—পুত্রের সন্তান জন্মের পরই গৃহস্থাশ্রম নিবাসী গৃহস্থী বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। বানপ্রস্থ আশ্রমে ধর্মাধর্ম ও সত্যাসত্য বিষয়ের নির্ণয় করা হইত এবং বিচার বিবেচনা করিবার সময়ের প্রয়োজন, তথা গুণ দোষ নির্ণয় করিবার সামর্থ্য উৎপন্ন করা উপযুক্ত এই জন্য সময়ে সকলের পক্ষে বানপ্রস্থাশ্রমের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল।

১৫। **সংন্যাস**—ধর্মে বিশেষ প্রবৃত্তি উৎপন্ন করা, এবং জনহিতোর্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য এই আশ্রম।

১৬। **অন্ত্যেষ্টি**—আশ্বলায়ন সূত্রে এই সংস্কারের বর্ণনা করা হইয়াছে। আজকাল আমাদের দেশে তিন প্রকারের অন্ত্যেষ্টির প্রচলন রহিয়াছে। কিছু মানুষ আছে, যাহারা মৃতকদেহকে জ্বালায়, কিছু মানুষ মৃতকদেহকে বনে লইয়া সেখানে ফেলিয়া আসে, আর কিছু মানুষ জল-সমাধি দেয়।

প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ইহা এক যজ্ঞ। উহাতে দহন-ব্যবস্থা (দাহ করা) মুখ্য কর্ম। যাঁহারা মৃতক শরীরকে মাটিতে পুতিয়া দেয় তাহারা এরূপ শংকা করিয়া থাকেন যে, দাহ করা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা; পরন্তু মুসলমান আদির বিচার করা উচিত যে, মৃতক শরীরকে ভূমিতে পুঁতিলে রোগ সৃষ্টি হয়।

কেহ এরূপও শংকা করেন যে, জলে ফেলিয়া দিলে উহাকে মাছ খাইয়া ফেলে, ইহা কি পরোপকার নহে? বুঝিলাম, কিন্তু জলকে দূষিত করা হইতেছে এ বিষয়েও তো চিন্তা করা উচিত। গঙ্গার ন্যায় মহান্ নদী সমূহের নীচে প্রেত শরীর [অস্থি-ভস্ম প্রভৃতি] নিক্ষেপ করিলে জলে বিকার সৃষ্টি হয়, তা'ছাড়া ছোট ছোট নদীর তো কথাই নাই? গঙ্গায় যাইয়া অস্থি নিক্ষেপ [অধিকাংশ মানুষ] করেন ইহা কত বড় অজ্ঞানতা? মৃত প্রাণীর দেহ মৃত্তিকা। উহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলে কি লাভ হইবে? বনে গিয়া ফেলিলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হইয়া রোগ উৎপন্ন হইবে। ইহা বলিবার [কোনও] প্রয়োজন নাই।

অতএব প্রাচীন আর্য্যগণ দাহকর্ম বিধিকেই মুখ্য মানিতেন এবং ইহাই উচিত। তাঁহারা শ্মশান ভূমিতে এক বেদী নির্মাণ করিতেন এবং সেটি পাকা ইটের দ্বারা গাঁথা হইত, তাহার পর মৃতদেহকে তাহার উপর রাখিয়া জ্বালাইবার সময় কুড়ি

১। দ্রষ্টব্য ত্রয়োদশ প্রবচন 'নিত্য কর্ম ও মুক্তি' হিন্দী সংস্করণে ইহা চতুর্দশ প্রবচনের আকারে ছাপা হইয়াছে। আমি এই সংস্করণে মারাঠী সংস্করণ অনুসারে ক্রম রাখিয়াছি।

সের ঘৃত দিতেন এবং চন্দন আদি সুগন্ধ পদার্থ ও দিতেন। শুক্ল যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা আছে।[১]

আজকাল 'অন্ত্যেষ্টি-সংস্কার' যথা বিধি করা হয় না, নাম মাত্র করা হইয়া থাকে। কেবল কট্টহারা [অগ্রদানী ব্রাহ্মণ][২] ধন উপার্জন করে উহা এক-প্রকারের গায়ের জোর।[৩]

১। অর্থাৎ এই অধ্যায়টির অন্ত্যেষ্টিতে বিনিযোগ আছে। শ্রৌত-কর্মে এই অধ্যায় প্রবর্গ্যের 'মহাবীর' পাত্রের নির্মাণে বিনিযুক্ত। একই প্রকরণ বিভিন্ন ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শ্রৌত-সূত্রের অধ্যয়ন দ্বারা ইহা অস্পষ্ট।

অনেক আধুনিক বিদ্বান্ ব্যক্তি যাঁহারা ব্রহ্মপারায়ণ আদি অবৈদিক যজ্ঞ করাইয়া থাকেন তাঁহারা যজুর্বেদ পারায়ণ যজ্ঞে প্রায় এই অধ্যায়টি বর্জন করেন। তাহাদের ধারণা যে, এগুলি অন্ত্যেষ্টি প্রকরণের মন্ত্র। ইহা পাঠ করিলে যজমানের অনিষ্ট হইবে। পরন্তু এই সব অজ্ঞের দল ইহা জানেনা যে, শ্রৌতকর্মে এই অধ্যায়টি অন্ত্যেষ্টিতে বিনিযুক্তই নাই। এই প্রকরণে আর একটি বিচার্য্য বিষয় যাহা আছে। উহা বলা হইতেছে। বেদে সমস্ত কর্মের অথবা বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই অবস্থায় তাঁহারা অন্ত্যেষ্টির অতিরিক্ত অন্য অপ্রাসঙ্গিক প্রকরণের কেন করেন? অতএব এতাদৃশ বিচার অজ্ঞানতা সূচক।

২। অর্থাৎ মহাব্রাহ্মণ বা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ।

৩। ইহার পূর্বে হিন্দী সংস্করণ সমূহে—'সকলের উচিত এই যে, পুনরায় সংস্কার বিষয়ের সংশোধন করিবে যাহাতে কল্যাণ হয়। ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। পাঠ পাওয়া যায়। ইহার মূল মরাঠী সংস্করণে নাই। উহার সমাপ্তি 'হী জবরদস্তী আহে' তেই হইয়া যায়।

অষ্টম প্রবচন

ইতিহাস বিষয়

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপনের অনুকূল বুধবার পেঠে ভিড়ে বাড়ে তাং ২৪ জুলাই[১] রাত্রি আট ঘটিকার সময় ইতিহাস বিষয়ে যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন উহার সারাংশ—

'ওম্, যতোযতঃ সমীহসে ততো নো অভযং কুরু।
শন্নঃ কুরু প্রজাভ্যো ঽভযন্নঃ পশুভ্যঃ ॥'

যজুর্বেদ০ সং০ অধ্যায় ৩৬, মন্ত্র ২২

'ইতিহাস' ইহা অদ্যকার ব্যাখ্যানের বিষয়।

ক্রমান্বয়ে এই ব্যাখ্যান হওয়া উচিত। ইতিহাস অর্থাৎ **"ইতিহাসো নাম বৃত্তম্"** ইতিবৃত্ত অর্থাৎ অতীতবর্ণন। ইতিহাস জগদুৎপত্তি হইতে প্রারম্ভ হইয়া আজকাল পর্যন্ত উপস্থিত হওয়া। জগদুৎপত্তিকে আশ্রয় করিয়া দুই একটি প্রশ্নের বিচার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং কে উৎপন্ন করিল[২] ?

**'না সদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥'**

ঋ০ স০[৩]

মূলে প্রকৃতি ছিল না এবং কার্য্য ও ছিল না। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়

১। শ্রাবণ কৃষ্ণ ৬ সম্বৎ ১৯৩২ (দাক্ষিণাত্য মতে—আষাঢ় কৃষ্ণ ৬)

২। এই দুই প্রশ্ন বিষয়ে পূর্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহার সহিত প্রায় একই প্রকারের বিচার সত্যার্থ প্রকাশ (সন্ ১৮৭৫) প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা ২৫৩-২৫৭ এ ক্রমভেদে পাওয়া যায়।

বিশেষ—সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম সংস্করণ এবং পুণা প্রবচনের কাল প্রায় একই। এই সময় পর্য্যন্ত ঋষি দয়ানন্দের কিছু বিচার অস্পষ্ট ছিল। তিনি নবীন বেদান্তাদের ন্যায় একাকী ব্রহ্মতত্ত্ব তো মানিতেন না। আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে পার্থক্য জ্ঞান স্পষ্ট হইয়াছিল। পরন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার অস্পষ্ট ছিল। এই অস্পষ্টতার প্রভাব উভয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকার প্রণয়ন কাল পর্য্যন্ত প্রকৃতি বিষয়ক বিচার সামান্য স্পষ্ট হইয়াছিল, তথাপি উহাতেও দু' চারটি স্থলে ঐরূপ বাক্য যাহা পাওয়া যায়, উহাও পরিষ্কার নহে।

৩। ঋ০ ১০।১২৯।১ ॥

আদিকে কার্য্য বলে। সৎ অর্থাৎ প্রকৃতি, ইহার বর্ণনা সাংখ্য শাস্ত্রে করা আছে। সেই শাস্ত্রে সত্ব, রজ, তমোগুণের যাহা সাম্যাবস্থা, উহাই প্রকৃতি এইরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। সাংখ্য সূত্র দেখুন—

[১]সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।[২]

প্রকৃতির পূর্বে উৎপত্তি কি রূপে হইল, এ বিষয়ে সংখ্য শাস্ত্রের সূত্র নিম্নলিখিত অনুসারে আছে।

'প্রকৃতের্মহান্মহতো ঽহংকারোঽহংকারাৎ, পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভযমিন্দ্রিযং পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।'[৩]

মূলে প্রকৃতি ছিলনা, এমতাবস্থায় সৃষ্টি কার্য্য হইল কি প্রকারে এ বিষয়ে যদি সংশয় হয়, সে বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত দিতেছি—

ভূমিতে শিশির পড়িয়া তৃণের উপর [এবং] বৃক্ষের উপর উহার বিন্দু সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই শিশির দ্বারা পৃথিবীর আবরণ সৃষ্টি হয় না।[৪] এই ভাবে প্রথমে কোনও প্রকারের ও আবরণ ছিল না।

ঈশ্বরের ইচ্ছা হওয়ায় তিনি সৃষ্টি উৎপন্ন করিলেন, কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন, এবং সে সম্বন্ধে নিম্ন প্রকারের প্রমাণ ও দিয়া থাকেন।

'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজাযেযেতি।' ছান্দ্যোগ্যোপনিষদ্[৫]

পরন্তু এই বচন দ্বারা ইচ্ছার প্রকারের বোধ হয় না। কারণ, **'ঈক্ষ'** শব্দের উপযোগ করা হইয়াছে। এই ধাতুর অর্থ **'দর্শন'** ও **'অঙ্কন'**[৬] পরন্তু ইচ্ছা

১। মরাঠী সং (১৮৭৫) এই সূত্রাংশ পরবর্ত্তী সূত্রাংশের সহিত মিলিতভাবে ছাপা হইয়াছে এবং "প্রকৃতি হইতে···অনুসারে আছে। এই মরাঠী পাঠ 'প্রকৃতিপাসূন·····লিহিল্যা প্রমাণে আহে' এই সূত্রাংশ পূর্বে ছাপা হইয়াছে। পরন্তু পাঠক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা পূর্ব ও পরে ছাপাইয়াছি।

২। সাংখ্য ১।৬১ ॥

৩। সাংখ্য ১।৬১॥

৪। ইহার নির্দেশ পূর্ব উদ্ধৃত মন্ত্রের—'কিমাবরীবঃ কুহ কস্য' পদ সমূহে নিহিত আছে।

৫। ছা॰ উপ॰ ৬।২।৩॥ হিন্দী সংস্করণে 'তৈ॰' উপ॰ ব্রহ্মানন্দবল্লী অনু॰ ৬' প্রতীক্ লিখিত আছে, ইহা অশুদ্ধ। সেস্থলে—**'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজাযেযেতি'** এইরূপ পাঠ আছে।

৬। ধাতু পাঠে 'ঈক্ষ—দর্শনে' এই মাত্র পাঠ পাওয়া যায়। দর্শনের অর্থ চাক্ষুষ জ্ঞান ও পর্য্যালে না=বিচার।

অর্থ হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল, এ কথা সম্ভব নহে। ইচ্ছা হইবার জন্য কর্ত্তার যে কোনও বস্তুর অপ্রাপ্তি হওয়া প্রয়োজন, অতএব বলুন, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তাঁহার কোন বস্তুটির অপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে? তাহা ছাড়া দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদ এই সমস্ত ইচ্ছাকারীর হইয়া থাকে। একথাও ঈশ্বরে সম্ভব নহে। এ কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টি উৎপন্ন হইল এরূপ বলা উপযুক্ত নহে।

মূল প্রকৃতি হইল এবং প্রকৃতি হইতে সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইল।

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসো ঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥১॥[১]
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥২॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥[২]

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যোঽন্নম্ অন্নাদ্রেতঃ, রেতসঃ পুরুষঃ, স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ ॥

তৈ০ আরণ্যকে[৩]।

আকাশ ইহা বিভু হওয়ায় সমস্ত পদার্থের অধিকরণ এবং উহা অপেক্ষাও বিভু এবং অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মা। ঈশ্বর আকাশ উৎপন্ন করিয়াছেন।[৪]

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। ব্যাসসূত্রম্।[৫]
ওম্ খং ব্রহ্ম। য০ সং।[৬]

আকাশ এবং পরমাত্মা ইহাদের আধারাধেয় সম্বন্ধ। অব্যক্ত প্রকৃতির যে অব্যক্ত স্থিতি উহাকেই আকাশ বলা উচিত।

১। মরাঠী সং০ প্রতিমন্ত্র মন্ত্র—সংখ্যার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। তিনটি মন্ত্রের শেষে ১ সংখ্যার নির্দেশ আছে।

২। ঋ০ ১০।১৯০।১-৩ ॥

৩। তৈ০ আরণ্যক ৮।২ তে **'অন্নাদ্রেতঃ, রেতসঃ পুরুষঃ'** পাঠও পাওয়া যায়। দ্র০ আনন্দাশ্রম পুনায় মুদ্রিত সংস্করণ পৃ০ ৫৭৩ টিপ্পনী ৪।

৪। দ্র০ 'এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত' পূর্ববচন।

৫। বেদান্ত ১।১।২২॥   ৬। যজু০ ৪০।১৭॥

এ বিষয়ে যদি কহ শঙ্কা করে যে, ঈশ্বরের জগৎ রচনা করার কি প্রয়োজন ছিল ?

এই শংকার বিচার কালে প্রথমেই শব্দের বাস্তবিক অর্থ কি ? ইহা দেখা প্রয়োজন। যে প্রকারের ইচ্ছা[১] জগতে দৃষ্টিগোচর হয়, সেরূপ ইচ্ছা ঈশ্বরে সম্ভব নহে, অতএব—

যমর্থমধিকৃত্য প্রিবর্ত্ততে তৎপ্রযোজনম্ ॥[২]

এই প্রয়োজন শব্দের অর্থ এখানে সম্ভব হয় না। ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য পাক-সিদ্ধি করিতে হয়। ইহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি ইহা প্রয়োজন। ঈশ্বর অপেক্ষা মহৎ পদার্থ কিছুই নাই [এবং] বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরকে প্রবৃত্ত করিবে এরূপ পদার্থও নাই। এই জন্য ঈশ্বরের কর্মে উপর্য্যুক্ত অর্থ সিদ্ধিকারী বস্তুর প্রয়োজন সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় আর এক প্রকারের ও বিচার আছে যে, উল্লিখিত অনুসারে কেহ শঙ্কা করিলে, সেই শঙ্কা কর্ত্তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ভাই ! ঈশ্বরের সৃষ্টি উৎপন্ন না করার কি প্রয়োজন আছে ? যদি তুমি [ঈশ্বরের] সৃষ্টি উৎপন্ন না করিবার প্রয়োজন বলিতে না পারো, তাহা হইলে আমার পক্ষেও সৃষ্টি উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন বলা সম্ভব হইল না। এমতাবস্থায় তোমার ও আমার মধ্যে সমতা অবশ্য রহিল। পরন্তু বিষয়টি এরূপ নহে। সৃষ্টি উৎপন্ন করিবার কারণ এইরূপ যে, ঈশ্বরের সামর্থ্য যেন নিষ্ফল না হয়, ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ পাইল না অর্থাৎ যদি তিনি জগৎ উৎপন্ন না করেন তাহা হইলে ঈশ্বরে সেই শক্তি থাকিবার কি উপযোগিতা রহিল ? ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্ত্ব নিষ্ফল হইবে। সর্বশক্তি এই শব্দে রচনা, ধারণ, দয়া, ইত্যাদি গুণের সমাবেশ থাকে এই জন্য সৃষ্টি-উৎপত্তি বিষয়ে শক্তি-সাফল্য হওয়া, ইহাই প্রয়োজন।

যদি কেহ বলে যে, ঈশ্বর লীলা করিবার জন্য এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। উহাতে, জগৎ উৎপত্তি লীলার জন্য 'ইহাই প্রয়োজন জানিবে। পরন্তু ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঈশ্বর যদি প্রসন্ন অর্থাৎ সুখানুভবকারী হইয়া থাকেন তাহা হইলে ঈশ্বরে অপ্রসন্নতা অর্থাৎ দুঃখ ও সম্ভব হইবে। অতএব সৃষ্টি-উৎপত্তির কারণ ঈশ্বর-লীলা এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাহাদের কথন ত্যাজ্য।

১। মরাঠী সং০ তথা গ০ য০ দুইটি হিন্দী সংস্করণে 'ঈর্ষা' পদ পাওয়া যায়। উহা চিন্তনীয়। প্রকরণ অনুসারে 'ইচ্ছা' শব্দ হওয়া উচিত (দ্র০ পৃ০ ৩৫৭, পং ৩-৭ হিন্দী সংস্করণ)

২। ন্যায় ১।১।২৪॥

কেহ এরূপ ও শঙ্কা করে যে, প্রথম বীজ উৎপন্ন হইল, না—বৃক্ষ ?

যদি কেহ এরূপ বলে যে, প্রথমে বীজ উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে বলিব বৃক্ষ ব্যতীত বীজ কোথা হইতে আসিল ? এই রূপ অনাবস্থা উপস্থিত হইবে। আর যদি বলে—প্রথমে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ও বলিব বীজ ব্যতীত বৃক্ষ হইল কি রূপে ? এইরূপ অনাবস্থা দেখা দিবে। এই ভাবে "**উভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ**" প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। যাহাতে এরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম—প্রথমে বীজই থাকে। কারণ, সমস্ত জগতের বীজ ঈশ্বর। সেথান হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। অস্তু, পতিব্রতা নারীর এক মনোরঞ্জক দৃষ্টান্ত আছে—স্বীয় উপাস্য দেবতার নিকট কোন এক পতিব্রতা স্ত্রী ; 'আমার যে পতিদেব বর্ত্তমানে রহিয়াছে, আগামী জন্মে পুনরায় সে যেন আমার পতি হয়', এই রূপ বরদান প্রার্থনা করিল। তখন সেই দেবতা তাহাকে সেইরূপ বরদান দিলেন। ইহার পর সেই পতি মুক্ত হইয়া গেল অর্থাৎ জন্ম মরণ হইতে মুক্তি পাইল। এইরূপ অবস্থায় দেবতার বরদান কিরূপে সফল হইবে ? কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করিয়া নানা প্রকার তর্কের 'অবতারণা করে। তাহাদের প্রতি উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, যে পুণ্যাত্মা মুক্ত-পতির সংসঙ্গে তাহার পতিব্রতা স্ত্রীও মুক্ত হইবে। তখন দেবতার বরদান সফল হইবার মোটেই প্রয়োজন শেষ থাকিবে না।

সারাংশ—এইরূপ উল্টো-সিধে দৃষ্টান্তে অথবা ভাষণে না পড়িয়া শান্ত ভাবে বিচার বিবেচনা করা আমাদের ধর্ম। অস্তু।

অব্যক্ত প্রকৃতি[১] অর্থাৎ আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত ব্যবস্থা পরমাণুতে হইল।[২] ষষ্ঠিঃ পরমাণুতে এক অণু হয়, দুই অণুতে এক দ্ব্যণুক। তিন দ্ব্যণুকে এক ত্রসরেণু। ত্রসরেণুর লক্ষণ এইরূপ করা হইয়াছে।

'জালান্তর্গতে ভানৌ সূক্ষ্মং যদ্ দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎপ্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥' মনু[৩]

১। মরাঠী সংস্করণে 'শূন্য' শব্দ আছে।' ইহার অর্থ আকাশ। অব্যক্ত প্রকৃতিকে পূর্বপৃষ্ঠায় আকাশ বলা হইয়াছে।

২। এখান হইতে পরের পংক্তির পাঠ সমস্ত হিন্দী সংস্করণে অত্যন্ত ভ্রষ্ট। আমাদের পাঠ মরাঠী সংস্করণের অনুসারে করা হইয়াছে। আর এরূপ নির্দেশ সত্যার্থ প্রকাশ (১৮৭৫) প্রথম পৃ° ২৫৩-২৫৪ তথা ২৬১ তে পাওয়া যায়।

৩। মনু° ৮।১৩৩।

ইহা উৎপত্তিকালের ব্যবস্থা। ইহার পর প্রলয় কালে ত্রসরেণুর দ্ব্যণুক হয়, দ্ব্যণুকের অণু হয়, এবং অণুর পরমাণু হয়। ইহা প্রলয় ব্যবস্থা।

ঈশ্বরের সামর্থ্য এই সব উৎপত্তির সামগ্রী এবং ঈশ্বর সামর্থ্য এই জগতের উপাদান কারণ। এই [সামর্থ্য] ঈশ্বরের ন্যায় সনাতন [এবং] সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্ব হইতেই আছে। এই সামর্থ্য ব্যক্ত হওয়ায় সৃষ্টি হইল এবং ইহা ঈশ্বরে [যখন] লয় হয় তখন প্রলয় হয়। অত্যন্ত প্রলয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই।[১] বায়ু পর্য্যন্তও প্রলয় হয় নাই। জল প্রলয় হইয়াছে। অগ্নি পর্য্যন্ত প্রলয় হইয়াছে।

'তদৈক্ষত তত্তেজোঽসৃজত, তদপোঽসৃজত[২], তদন্নমসৃজত'।।[৩]

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্)[৪]

'তদৈক্ষত তদপোঽসৃজত তদন্নমসৃজত।।' (ঐ০)[৫]

পঞ্চমহাভূত, অনন্ত পরমাণু সমূহের সঞ্চয় হইয়া উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ উদ্ভিজ-সৃষ্টি ও জীব সৃষ্টি, যাহাদের অসংখ্য বীজ আছে। উহাও ঈশ্বরেরই শক্তি। সেইরূপ স্ব-জাতীয় [এবং] বিজাতীয় পরমাণু আছে। এক বীজে অনন্ত বীজ উৎপন্ন করিবার শক্তি আছে। ঔষধি[৬] হইতে অন্ন হয়, অন্ন হইতে রেত[৭] উৎপন্ন হয়, আর রেত হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। এখন যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করে যে, রেত কি জন্য প্রয়োজন। সমস্ত পদার্থ তো একমাত্র অন্ন হইতেই উৎপন্ন হয়, যদি এরূপ বলা হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? ইহার উত্তর এই যে, জীব-সৃষ্টিতে মৈথুনী সৃষ্টির অংশ আছে। উহাতে কেবল অন্নগ্রহণ দ্বারাই নূতন উৎপত্তি হয় না, রেত-সিঞ্চনের প্রয়োজনও হইয়া থাকে।

'তপসোঽধ্যজায়ত'।[৮]

১। ইহার তুলনা সত্যার্থ প্রকাশ (১৮৭৫) প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা ২৯৫র শেষের তথা পৃষ্ঠা ২৬৬র আদির পংক্তির সহিত করা উচিত।

২। পরোপকারিণী সভা দ্বারা মুদ্রিত মরাঠী সংস্করণে **'তদপোঽসৃজত'** পাঠ নাই। সন ১৮৭৫র মরাঠী সংস্করণে বিদ্যমান আছে।

৩। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ এ **'সা অপোঽসৃজত'** পাঠ আছে।

৪। ছান্দোগোপনিষদ্ ৬।২।৩-৪ পাঠের অংশ হইতে বিবক্ষিত অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

৫ অনুপলব্ধ মূল। ঐ০ উপ০ আরম্ভে এরূপ ভাব পাওয়া যায়।

৬। **'ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ'** (মনু০ ১।৪৬) লক্ষণ অনুসারে গম, যব, ধান্য, মুগ, ছোলা আদি অন্নের চারা এবং ফল পরিপক্ক হইলে শুখাইয়া যায়। অতঃ ইহাদের ওষধি বলা হয়।

৭ অর্থাৎ বীর্য্য। ৮। ঋ০ ১০।১৯০।১।।

ধাতা কিভাবে সৃষ্টি উৎপন্ন করিলেন এ বিষয়ে বর্ণনা আছে—

'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ' ॥[১]

'যথাপূর্ব' বলিলে এই [সৃষ্টি] হইতে কল্প-কল্পান্তরের [সৃষ্টিতে] সৃষ্টিভেদ আছে, এরূপ বলা অযোগ্য এবং 'যথাপূর্ব' শব্দ হইতে যেরূপ তাহার জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল, সেই অনুসারে তিনি এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন এরূপও বোধ হয়।

'তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বযাংসি' ॥[২]

অর্থাৎ তাহার বহু সামর্থ্য যোগ দ্বারা সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে।

'ততোরাত্র্যজায়ত'।[৩]

এই সমস্ত বিষয়ের বিচার **'সত্যার্থপ্রকাশ'**[৪] এবং **পঞ্চমহাযজ্ঞ'**[৫] সার্থক যে পুস্তক রচিত হইয়াছে, উহাতে করা হইয়াছে।

ঈশ্বর যথা পূর্ব জগৎ উৎপন্ন করে নাই, যদি এরূপ বলা হয় তাহা হইলে নবীন জগৎ উৎপন্ন করিয়া কি সৃষ্টিকর্ত্তা পুরাতন ভুল সংশোধন করিয়াছেন? অথবা [যে সম্বন্ধে পূর্বে তাঁহার] জানা ছিল না এরূপ অভিপ্রায় উহাতে যুক্ত করিয়াছেন? এস্থলে তর্কের অপ্রতিষ্ঠান[৬] উৎপন্ন হয় এবং অনবস্থা প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কেবল ইহাই নহে, ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতায় বাধা সৃষ্টি হয় আর পূর্বানবস্থা উত্তরানবস্থার প্রসঙ্গ আসে।

সর্বশেষে এই মনুষ্য প্রাণী উৎপন্ন করা হইয়াছে। সেই সমস্ত মনুষ্য সংখ্যায় বহু ছিল। অন্যান্য মতে দুইজন মাত্র [মনুষ্য উৎপন্ন করিয়াছিল] এইরূপ স্বীকার করা, ঠিক নহে। এইভাবে সৃষ্টি উৎপত্তির ইতিহাস হইল।

১। ঋ০ ১০।১৯০।৩॥   ২। মুণ্ডক উপ০ ২।১।৭॥   ৩। ঋ০ ১০।১৯০।১॥

৪। এস্থলে সত্যার্থ প্রকাশ কথাটি সন ১৮৭৫ এর সংস্করণের প্রতি সঙ্কেত করা হইয়াছে। কিন্তু ১৮৮৩ সালের পুনঃ সংশোধিত সংস্করণের প্রতি নহে। কেননা এই সমস্ত ব্যাখ্যান সন্ ১৮৭৫ এ প্রদত্ত। অবশ্য দুইটি সংস্করণে অষ্টম সমুল্লাসে এ প্রকরণ আছে।

৫। এই সঙ্কেতটিও সন ১৮৭৫ (বি০ সং০ ১৯৩২) এ প্রকাশিত সন্ধ্যোপাসনাদিপঞ্চমহাযজ্ঞ পুস্তিকার প্রতি সংকেত করা হইয়াছে, সন (বি০ সং০ ১৯৩৪) এ প্রকাশিত 'পঞ্চ মহাযজ্ঞ-বিধি'র প্রতি নহে। এই বিষয়টি উভয় সংস্করণে অঘমর্ষণ মন্ত্রের ব্যাখ্যান রহিয়াছে।

৬। অর্থাৎ অস্থিরতা।

এবার মনুষ্য সৃষ্টি হইবার পর মনুষ্যজাতির ইতিহাস আরম্ভ করা প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে বহু দেশে বহু মানুষের মধ্যে বহু গ্রন্থকার হইয়াছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে, তাঁহারা তো প্রাচীনকালে হইয়াছেন। অতএব স্বীয় মতকে স্বীকার করাইবার জন্য একথা বলা কত অন্যায় বলুন? সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমার জানা আছে।

কোনও প্রবঞ্চকদের পুস্তকে লেখা আছে—'মানুষদের মেরে চুরি করা উচিত।' আর সে গ্রন্থখানি প্রাচীনকালের রচিত ; এ কারণে সেই গ্রন্থোক্ত সমস্ত কথা কি সকলে স্বীকার করে? গ্রন্থ সমূহের অন্তরালে দাম্ভিক মতের মাহাত্ম্য প্রচারকারীদের এইরূপ উদ্যোগকে কি বলা যাইবে?

অতঃপর **"অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে"**[১] এই ন্যায়ানুসারে বহু অন্যান্য দেশের ইতিহাস দূরে রাখিয়া নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বিচার করাই উপযুক্ত।

প্রথম মনুষ্যজাতি **কাশ্মীর** অথবা **নেপাল**[২] না হয় তো **হিমালয়ের উচ্চ প্রান্তে** উৎপন্ন হইয়াছিল—ইহা স্বীকার করিলে বিদেশী প্রাচীন আর্য্য-গ্রন্থের সহিত লেখকদের গ্রন্থোক্ত মতের সহিত এক বাক্যতা হয়, আর প্রাচীন আর্য্যদের ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

'সর্বেষাং তু স নামানি কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মমে' ।।[৩]

আর্য্যগণ এই বচনের অনুকূল বেদের অনুসরণ করিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, উহা সর্বত্র প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ—সমস্ত জগতে সাতটিই বার, বারটি মাস এবং বারটি রাশি[৪] আছে, এই ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

এবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার বিচার করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ইহুদীদের মধ্যে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত। ইহুদীদের পূর্বজগণ স্বর্গের

১। পারিভাষিক ৪৩॥

২। কাশ্মীর বা নেপাল অথবা এই পদ গ. ঘ. ঙ হিন্দী সংস্করণে নাই। মরাঠী সংস্করণে আছে।

৩। মনু০ ১।২১॥

৪। পাশ্চাত্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মতে বার ও রাশি সমূহের জ্ঞান আর্য্যরা য়ূনানীদের নিকট শিক্ষা করিয়াছে কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। বারের নির্দেশ সামবেদ উ০ প্র০ ৭(১), ত্রিকত (২) এ পাওয়া যায়। সৌরমাস ও চান্দ্রমাসকে সমান করিবার জন্য যাহা অধিক মাস হয় উহার নির্দেশ ঋ০ ১।২৫।৮ এ পাওয়া যায়। সৌরমাসের সম্বন্ধ সংক্রান্তির সহিত এবং সংক্রান্তির সম্বন্ধ রাশির সহিত রহিয়াছে। এইভাবে বার ও রাশি উভয়ের মূল বেদে আছে।

সমান উচ্চ এক স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছিলেন। ইহাতে ঈশ্বর সন্তপ্ত হইলেন এবং তিনি তাহাদের কথাবার্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াদিলেন।[১] তাহার পর আর কি, ইহা হইতে জগতে বহু ভাষা সৃষ্টি হইল। এরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ অপ্রশস্ত।

দেশ, কাল, ভেদ, আলস্য, প্রমাদের কারণ এক মূল ভাষা হইতে ব্যবহার ভেদ বৃদ্ধি হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইল।

'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো [বৈ] বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈঃ।।'[২]

বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এই দুই কর্মে ব্রহ্মা ইহাদের আদি ব্রাহ্মণ, আদি আচার্য্য এবং আদি গুরু। তাহার পুত্র বিরাট্ এবং তাহার পরম্পরা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু পর্য্যন্ত বেদের উপদেশ কিভাবে হইল, এ সমস্ত ব্যবস্থা মনু স্মৃতিতে বলা হইয়াছে।

মনুষ্য সৃষ্টি হইবার কিছুকাল পরে[৩] আর্য্য ও দস্যু এই দুই ভাগ হয়।

'বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো০।' (ঋগ্বেদ্ সংহিতা)[৪]

আদি সৃষ্টিতে[৫] দুইটিই জাতি ছিল। অর্থাৎ উল্লিখিত 'আর্য্য' ও 'দস্যু'। আর্য্য অর্থাৎ সুজ্ঞ, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ আর দস্যু অর্থাৎ দুষ্ট। উহার পর শনৈঃ শনৈঃ চার বর্ণের উৎপত্তি হইল।[৬] ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পূর্ণ বিদ্বান্, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ মধ্যম বিদ্যাধিকারী, বৈশ্য অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিদ্যাধিকারী এবং শূদ্র অর্থাৎ অবিদ্যার স্থান।

ব্রাহ্মণাদির যাজন অধ্যাপনাদি মুখ্যধর্ম, বৈশ্যদের কৃষিকর্ম ব্যাপার আদি, শূদ্রদের সেবা আদি, ঐভাবে রাজধর্ম, যুদ্ধধর্ম, এ সমস্ত ক্ষত্রিয়দের কর্ম। এইভাবে চারবর্ণ হইল।

ইহার পর চার আশ্রম হয়। এই চার আশ্রমের বিচার অন্য প্রসঙ্গে করা হইয়াছে।[৭]

১। বাইবেল উৎপত্তির পুস্তক অ০ ১১।। ২। শ্বেতা০ উপ০ ৬।১৮।।

৩। সমস্ত হিন্দী সংস্করণে "হইলে পর এক মনুষ্য জাতিই ছিল, পশ্চাৎ" এইরূপ পাঠ আছে। আমাদের পাঠ মরাঠী সংস্করণের অনুরূপ। ৪। ঋ০ ১।৫১।৮ ।।

৫। এস্থলে আদি সৃষ্টির অর্থ সৃষ্টির প্রারম্ভে। দ্র০ এই পৃষ্ঠার ··· পংক্তি। পূর্ব পৃষ্ঠার ···, পং ··· উক্ত আদি সৃষ্টি অভিপ্রেত নহে।

৬। আদি···হইল ; এ পাঠ মরাঠী সংস্করণ অনুসারে আছে। হিন্দী সংস্করণের পাঠ ভ্রষ্ট।

৭। পূর্ব পৃষ্ঠা ২২-২৩ দ্রষ্টব্য।

এবার মনু মহারাজের ধর্মশাস্ত্র কি স্থিতি আছে[1] ইহা বিচার করা উচিত। গোওয়ালারা যেরূপ দুধে জল ঢালিয়া দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ক্রেতাকে জালে বাঁধিয়া ফেলে, সেইরূপ মনুর ধর্মশাস্ত্রের অবস্থা হইয়াছে। উহাতে বহু দুষ্ট ক্ষেপক শ্লোক আছে, সেগুলি মূল মনুর নহে! যদি কেহ এরূপ বলে 'ইহা কিরূপ' তাহা হইলে তাহার প্রমাণ দিতেছি। যদি এই শ্লোক সমূহকে একন্দর[2] করিয়া মনুস্মৃতি পদ্ধতিতে মিলাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সেই শ্লোকগুলি সর্বথৈব অযুক্ত দৃষ্ট হইবে। মনু সদৃশ শ্রেষ্ঠ পুরুষের গ্রন্থে আপন স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য যেরূপ বচনই যোগ করুক না কেন, ইহা নীচতা প্রদর্শন করা। অনুভূতি স্বামী[3] নামক কোনও এক পণ্ডিত ছিলেন। তাহার মুখ হইতে 'পুংসু' এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে 'পুংক্ষু' এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ বাহির হয়। উহারই উপপত্তি করিয়া ঐ শব্দটি যে শুদ্ধ, পণ্ডিতেরা উহা প্রচার করিতে লাগিল। মূঢ় ব্যক্তিদের রীতি কিছু কিছু কাক সদৃশ। কোনও পশুর দেহে ব্রণ হইয়াছে কাক ইহা চট্ করিয়া দেখিতে পায় কিন্তু সেই পশুর দেহের উত্তম শুদ্ধ (=ব্রণ রহিত সুন্দর) অংশ দেখিতে পায় না। অশুদ্ধি চট্ করিয়া দেখা দেয়। আমাদের বন্ধু পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বভাব আজকাল অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে।

আগ্রহেণারম্ভং কুর্যাচ্ছেষং[4] কোপেন পূরয়েৎ ॥

কোনও ব্যক্তি 'শাস্ত্র' শব্দ ব্যবহার করিলেন, আর অপরজন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"শাস্ত্রস্য কোঽর্থঃ" এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিতণ্ডাবাদ করিবার মিথ্যা আগ্রহ অতি মাত্রায় দেখা যায়। সেই বিতণ্ডাকে আশ্রয় করিয়া কোনও বিতণ্ডাবাদী এইরূপ সহজভাবেই প্রশ্ন করিবে যে, "শকারস্য কোঽর্থঃ", "শাকারস্য কোঽর্থঃ"[5], "স্ত্রকারস্য কোঽর্থঃ", "অনুস্বারস্য কোঽর্থঃ" এইভাবে পুনরায় সেই বিতণ্ডাই হইবে। বিতণ্ডাবাদ ত্যাগ করিয়া শান্তবৃত্তি ধারণ করিয়া বাদ করুন—ইহা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন, যে দৌড়াইবে সে পড়িবে, ইহাতে কোনও দোষ নাই।

১। অর্থাৎ বর্তমান কালে মানব ধর্মশাস্ত্রের কি কোনও স্থিতি আছে ?

২। ইহা মরাঠীর শব্দ, ইহার অর্থ একসঙ্গে সমস্ত মিলাইয়া।

৩। শুদ্ধনাম "অনুভূতিস্বরূপ" এ বিষয়ে বিশেষতঃ আমার 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম ভাগে সারস্বত ব্যাকরণের প্রসঙ্গে দেখা উচিত।

৪। মরাঠী সংস্করণে "অগ্রহেণারম্ভঃ কার্যাত শেষম্" এইরূপ অশুদ্ধ পাঠ আছে।

৫। এ পাঠ মরাঠী সংস্করণ অনুসারে লিখিত। ইহাতে 'শকারস্যকোঽর্থঃ' অনুস্বারস্য কোঽর্থঃ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রশ্নের আকারে নির্দেশার্থ করা হইয়াছে।

'ধাবতঃ স্খলনং ন দোষায ভবতি।' মহাভাষ্য[১]

এই বচনের ভিত্তিতে প্রবচনকালে প্রমাদ (বশতঃ) যদি অশুদ্ধ বলিয়া ফেলি তাহা হইলে পণ্ডিতদের সে বিষয়ে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। আমি তো সর্বজ্ঞ নহি তাহা ছাড়া সমস্ত বাক্য আমার সম্মুখে উপস্থিত ও থাকেনা। আমার ভাবণে অত্যন্ত দোষ ও থাকিতে পারে। এ বিষয়ে আমার কোনও অভিমান নাই। দোষ ত্রুটি দেখিলে বলিবেন, আমি মানিয়া লইব। সত্যের যাচাই হওয়া উচিত, বিতণ্ডা করা ঠিক্ নয়, ইহা আমার বোধগম্য। সামান্য মাত্র গুণের প্রতি ধ্যান দেওয়া প্রয়োজন, আর দোষ থাকিলে ক্ষমা করা উচিত। শান্ততা অর্থাৎ শম, দম, তপ এগুলি ব্রাহ্মণের মুখ্য গুণ। আর যাঁহার মধ্যে এই সমস্ত গুণ থাকে তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের কর্ম অধ্যাপনা, সেইরূপ তাঁহার জীবিকা অধ্যাপন, যাজনাদি কর্মের দক্ষিণা দ্বারা হয়, ব্যর্থ প্রতিগ্রহ লওয়া ইহা অপ্রশস্তই জানিবে।

"উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধযঃ।
তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদাযিনাম্॥" মনু[২]

শম—অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহের শমন, **দম**—জিতেন্দ্রিয়ত্ব, **তপ**—বিদ্যানুষ্ঠান, **শৌচ**—দুই প্রকারের শারীরিক ও মানসিক শান্তি, **ঋজুতা** অর্থাৎ অনাগৃহ এই সমস্ত ধর্ম যখন ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকে, তখন তাঁহার মধ্যে গাম্ভীর্য্য থাকে, আর অপরিপক্ক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অব্রাহ্মণ, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যের বিরাট্ অহংকার মাত্র থাকে, উহা ঠিক্ নয়। কোনও ধনবানকে নির্ধন বলিলে সে ক্রোধ প্রকাশ করে না, কিন্তু ধনহীনকে ধনহীন বলিলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। আপন অন্তঃকরণের বৃত্তি অনুসারে মানুষের বলা তাহার স্বভাব।

বর্তমান কালের সাধুরা সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ কালে আপন আপন বৃত্তির অনুকূল সেই নামে যুক্ত করিয়া দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, যথা ব্রাহ্মণ যদি সাধু হয় সে বলে—

'রাম নাম লডুআ গোপাল নাম ঘী'।[৩]

ক্ষত্রিয় যদি সাধু হয় সে বলে—

'রাম নাম কী ঢাল বনা কর কৃষ্ণকটরা বাঁধ লিয়া'।[৪]

১। এ বচন মহাভাষ্যে পাওয়া যায় না। ইহা লৌকিক ন্যায়।

২। মনু০ ৩।১০৪।

৩। 'রাম' নাম-নাড়ু, আর 'গোপাল' নাম-ঘি।

৪। রামের নামের ঢাল গড়ে কৃষ্ণ নামের খড়্গা বাঁধিলাম।

বৈশ্য যদি সাধু হয় সে বলে—

'রাম মেরা বানিয়াঁ সমজ করে ব্যাপার'।[১]

শূদ্র সাধু হইলে, সে এরূপ বলে—

'হরি কো ভজে সো হরিকা হোয়, জাতপাত পূছে ন কোয়'।[২]

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
[পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥
পিত্র্যং বা লভতে শীলং মাতুর্বোভয়মেব বা।]
ন কথংচিদ্ দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥[৩]

ব্রাহ্মণদের সর্বাপেক্ষা মুখ্য ধর্ম বলা হইয়াছে জ্ঞান প্রাপ্তি। জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ নির্ণয়। জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান লাভ হয়। ইহাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বিজ্ঞানের অর্থ দৃঢ় নিশ্চয়। অস্তু, যে সময় আমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই গুণাবলীর আবির্ভাব ঘটিবে সে সময়ই এই দেশ অনায়াসেই বৈভবশালী হইবে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায় খুলিয়া দেখুন, উহাতে ব্রাহ্মণদের[৪] ধর্মের বর্ণনা করা হইয়াছে।[৫]

অতঃপর ক্ষত্রিয়দের ধর্ম—শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধ জয়, দান, ঈশ্বর-ভাব (=স্বামিত্ব) অর্থাৎ আদেশ দেওয়া এবং প্রজাবর্গের দ্বারা যথার্থ অনুবর্তন

১। রাম আমার ব্যাপারী, জ্ঞান বুদ্ধি করে ব্যাপারে।

২। হরি ভজিলে হরির হয়, জাত-পাত কেহ জিজ্ঞাসা করেনা।

৩। মনু০ ১০।৫৯-৬০। মরাঠী তথা হিন্দী সংস্করণে ৫৯ এর উত্তরার্দ্ধ এবং ৬০ এর পূর্বার্দ্ধ নাই। অর্থের সঙ্গতি রক্ষার্থে আমরা ইহা যুক্ত করিয়াছি। ইহার অর্থ এইরূপ—অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা, নিষ্ক্রিয়াত্মতা গুণ পুরুষের বাস্তবিকতাকে ব্যক্ত করিয়া দেয়। দুর্যোনি পুরুষ স্বীয় স্বভাবকে কোনও প্রকারেও ঢাকিতে পারে না।

৪। মরাঠী সংস্করণে 'ক্ষত্রিয়' শব্দের প্রয়োগ আছে। এস্থলে 'ব্রাহ্মণদের' পাঠ হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম পরে বলা হইবে।

৫। মনুস্মৃতি অ০ ১, শ্লোক ৮৮তে ব্রাহ্মণের ধর্ম বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ৮৯ তথা ৯০এ বলা হইয়াছে। শ্লোকগুলি এইরূপ—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ।।৮৮।। প্রজানাং রক্ষণনং দানমিজ্যাধ্যায়নমেব চ। বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ।।৮৯।। পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যায়নমেব চ। বণিক্ পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ।।৯০।।

করান।[১] যথার্থ রূপে প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিলে দেশে ইজ্যা, অধ্যয়ন, দান এই সমস্ত কর্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।[২]

বৈশ্যদের ধর্ম পশুপালন করা, দান, ইজ্যা, লেন-দেন ও কৃষি কর্ম করা।[৩]

মনুষ্যদের মধ্যে এবম্বিধ গুণ কর্মানুরূপ ব্যবস্থা স্বায়ম্ভুব মনুর সময় পর্য্যন্ত পূর্ণ হইল।[৪]

মনুর দশটি পুত্র—

মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ॥
এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥ মনু[৫]

স্বায়ংভুব মনুর পুত্র মরীচি ইনি প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াছিলেন। ইহার পর হিমালয় প্রদেশে পরপর ছয়জন ক্ষত্রিয় রাজার হন।

ইহার পর ইক্ষ্বাকু রাজা রাজ্য করিতে লাগিলেন। কলাকৌশলের ব্যবস্থাপক বিশ্বকর্মা নামক এক বক্তি হন। বিশ্বকর্মা ইহা পরমেশ্বরেরও নাম এবং এই নামের এক শিল্পকারও ছিলেন। যাহা হউক, বিশ্বকর্মা বিমানের প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। আবার এই বিমানে চড়িয়া আর্য্যরা এধার ওধার ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মদেবের পুত্র বিরাট্, তাহার পুত্র বিষ্ণু, ও সোমসদ্ এবং অগ্নিষ্বাত্তর পুত্র মহাদেব। ইহারাই বিষ্ণু ও মহাদেব, পরে ব্রহ্মার সহিত ত্রিমূর্ত্তিতে মুখ্য দেব নামে প্রসিদ্ধ হন। মন্দ, সুগন্ধ ও শীতল বায়ু যেখানে বহিতেছে, রমণীয় বনস্পতি সমূহ যেখানে উপ্ত হইয়াছে আর স্ফটিক সদৃশ নির্মল ঝর্রোদক[৬] ঝরিয়া পড়িতেছে, এইরূপ হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে বিষ্ণুবাস করিতে লাগিলেন। উহাকেই **'বৈকুণ্ঠ'** বলা হয়। আবার আর এক হিমাচ্ছাদিত ভয়ংকর উচ্চ প্রদেশে মহাদেব বাস করিতে লাগিলেন, উহাকে **'কৈলাস'** বলে। ইহার পর বিষ্ণু ও মহাদেব

১। দ্র০ গীতা ১৮।৪৩॥

২। শস্ত্রেণ রক্ষিতে দেশে শাস্ত্রচিন্তা প্রবর্ত্ততে। সুভাবিত।

৩। মনু০ ১।৯০॥ গীতা ১৮।৪৪॥

৪। অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভকালে সম্পূর্ণ জগৎ ব্রহ্মময় ছিল। তদনন্তর আর্য্য ও দস্যু এই দুই ভেদ হয়। তাহার পর গুণ কর্ম স্বভাব অনুসারে বর্ণব্যবস্থার প্রচলন হয়। এই ব্যবস্থা মনুর সময় পর্য্যন্ত ব্যবস্থিত ছিল।

৫। মনু০ ১।৩৫, ৩৬॥ ৬। অর্থাৎ ঝরনার জল।

নামে দুইটি কুলের নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল। উল্লিখিত বিষ্ণু ও মহাদেব আজও জীবিত আছে, ইহা বলা যথার্থ নহে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, মিথিলা দেশের জনকপুরের রাজাকে আজও জনকই বলা হয়। অতএব সীতার পিতা জনক রাজা আজও জীবিত আছে বলা অপ্রশস্ত। এ যুক্তি ব্রহ্মদেব বিষয়েও প্রযুক্ত হয়।

ইহার পর অষ্টবসু উৎপন্ন হইলেন এবং আর্যাবর্ত্তে[১] লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ইহার হ্রাস প্রয়োজন, এই কারণ আর্য্যরা নিজেদের সঙ্গে মূর্খ শূদ্রাদি অনার্য্যদের লইয়া বিমানে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন আর যেখানে সুন্দর দেশ দেখিলেন সেখানেই অবিলম্বে বসবাস করিতে লাগিলেন। এই ভাবে জগতের প্রত্যেক দেশে মানুষ ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময় [রাজা] ইক্ষ্বাকু বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া এই ভরত খণ্ডে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। আর্যাবর্ত্ত দেশ অর্থাৎ পশ্চিমে সরস্বতী অর্থাৎ সিন্ধু নদ এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র অথবা দৃষদ্বতী, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাদ্রি, ইহাদের মধ্যস্থিত দেশ।[২]

এই আর্য্যাবর্ত্ত দেশ কত সুন্দর, কত সুপীক (জর খেজ), এবং জলবায়ু কত উৎকৃষ্ট। এখানে ক্রমান্বয়ে ছয় ঋতুর আগমন হয়।

দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি। এই সব কারণেই দেবনদী এরূপ সংজ্ঞা হইয়াছে। এই জন্য **"দেবনদ্যোর্যদন্তরম্"**[৩] এরূপ বলা হইয়াছে। প্রথমে গঙ্গার নাম ছিল পদ্মা, তাহার পর সেই নদী হইতে ভগীরথ খাল কাটিয়া আনিলে উহার নাম ভাগীরথী পড়িল।

সেই সময় ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণ ইহাদের নাম ছিল আর্য্য, উহার সূত্র এইরূপ—

'আর্য্যো ব্রাহ্মণ কুমারয়োঃ' (পাণিনি সূত্র)[৪]

এইরূপ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আমাদের দেশের নাম 'আর্যস্থান' 'আর্য্যখণ্ড' হওয়া উচিত ছিল, আর সেই সব নাম ত্যাগ করিয়া 'হিন্দুস্থান' নাম কোথা

১। এখানে 'হিমালয়' পদ হওয়া উচিত। আর্য্যাবর্ত্তের (ভরতখণ্ড) জনসংখ্যা পরে বলা হইয়াছে।

২। **সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তযোরেবান্তরং গির্যো-রার্যাবর্ত্ত বিদুর্বুধাঃ॥** মনু॰ ২।১৭,২২॥

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মনুর এই শ্লোকটি সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থের ৮ম সমুল্লাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেখানেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৩। মনু॰ ২।১৭॥ ৪। অষ্টাধ্যায়ী ৬।৩।৫৮॥

হইতে আসিল ? ভাই শ্রোতৃবৃন্দ ! 'হিন্দু' শব্দের অর্থ কালো, কাফির চোর এইরূপ, আর হিন্দুস্থান অর্থাৎ কালো (কৃষ্ণকায়) কাফির, চোরদের স্থান অথবা দেশ, এইরূপ অর্থ হয় উহার এইরূপ মন্দ নাম কেন স্বীকার করিতেছ ? আর আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, আর্য্য অর্থাৎ অভিজাত, এবং বর্ত্ত অর্থাৎ এতাদৃশ ব্যক্তিদের দেশ [এইরূপ হয়]। তোমরা তো দেখিতেছি তোমাদের মূল নামও ভুলিয়াছ ! আমাদের এই অবস্থা দেখিয়া কাহার হৃদয়ে ক্লেশ হইবে না ? অস্তু, সজ্জনগণ ! আজ হইতে তোমরা এ নাম ত্যাগ করো এবং আর্য্য তথা আর্য্যাবর্ত্ত এই নাম অভিমান ভরে ব্যবহার করো। গুণ ভ্রষ্ট তো হইয়াছ, পরন্তু আমাদের নাম ভ্রষ্ট তো হওয়া উচিত নয়। তোমাদের নিকট আমার এইরূপ প্রার্থনা।

নবম প্রবচন

ইতিহাস বিষয়

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠে ভিড়ের বাড়ে দিনাঙ্ক ২৫শে জুলাই[১] রাত্রি আট ঘটিকায় ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা দেন, উহার সারাংশ।

'ইক্ষ্বাকু' আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম রাজা। ইক্ষ্বাকু ব্রহ্মার পরের পুরুষ। পুরুষ শব্দের অর্থ পিতার পর পুত্র একথা মনে করিবেন না। এক অধিকারীর পর দ্বিতীয় অধিকারী এরূপ জানিবেন। প্রথম অধিকারী ছিলেন স্বায়ম্ভুব (মনু)। ইক্ষ্বাকুর সময় মানুষ অক্ষর কালি আদি লিখন রীতির প্রচার করে, এরূপ প্রতীত হয়। কারণ ইক্ষ্বাকুর রাজত্বকালে বেদ কণ্ঠস্থ করিবার রীতি স্তিমিত হইতে থাকে। যে লিপিতে বেদ লিখিত হইত, সেই লিপির নাম ছিল দেবনাগরী।[২] এরূপ[৩] কারণ দেব অর্থাৎ বিদ্বান্, ইহাদের যাহা নগর। এইরূপ বিদ্বান্ নাগর[৪] বাসীরা অক্ষর দ্বারা অর্থ সঙ্কেত উৎপন্ন করিয়া গ্রন্থ লিখিবার প্রচার প্রথম প্রারম্ভ করেন।

ব্রহ্মার উৎপত্তি পর্য্যন্ত দিব্য[৪] সৃষ্টি ছিল পরে মৈথুনী সৃষ্টি আরম্ভ হয়। তাহার পর বিরাট্ হইলেন এবং বিরাটের পরে মনু হন। মনু[৫] ধর্ম ব্যবস্থা গঠন করেন মনুর দশটি পুত্র[৬], তাহাদের মধ্যে স্বায়ম্ভুবর [মরীচি] সময় রাজকীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা আরম্ভ হয়।

১। শ্রাবণ কৃষ্ণ ৭ সং ১৯৩২ (দাক্ষিণাত্য মতে আষাঢ় কৃষ্ণ ৭)।

২। মরাঠী সং 'দেবনগরী' অপপাঠ।

৩। দেবনাগরীর প্রাচীন নাম ব্রাহ্মলিপি। ইহার প্রথম নির্মাণ ব্রহ্মদেব করিয়াছিলেন। লিপি জ্ঞানের সংকেত ঋগ্বেদের **'উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচম্'** (১০।৭১।৪) মন্ত্রে পাওয়া যায়। বাণীর-দর্শন (শ্রবণের প্রতিপক্ষে) চক্ষুদ্বারা লিপি রূপেই সম্ভব। এই আধারে ব্রহ্মা ব্রাহ্মী লিপি নির্মাণ করেন এবং উহার কার্য্যরূপে প্রচার ইক্ষ্বাকু রাজার রাজত্বকালে হইয়াছিল, এরূপ জানিবেন।

৪। অর্থাৎ অমৈথুনী সৃষ্টি।

৫। এস্থলে মনু শব্দের অভিপ্রায় স্বায়ম্ভুব মনুর সহিত যুক্ত।

৬। স্বায়ম্ভুব মনুপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্রের যে গ্রন্থ পাওয়া যায় উহা ভৃগু প্রোক্ত। মনুস্মৃতির শেষভাগে ইহার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। এই ভৃগুপ্রোক্ত মানব সংহিতার প্রতি সঙ্কেত করা হইয়াছে। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মনুপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্রের রাজপ্রকরণটির প্রবক্তা নারদ। উহা নারদীয় মনুস্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

ইক্ষ্বাকু, যিনি রাজা হইয়াছিলেন, তিনি কেবল রাজকুলে জন্ম লইয়াছিলেন বলিয়া রাজা হইয়াছিলেন, অথবা তিনি বলপূর্বক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, উহাও নহে। জনসাধারণ তাঁহাকে তাঁহার যোগ্যতার কারণ রাজসভায় অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত করে। সেই সময় জনসাধারণের সকলে বৈদিক ব্যবস্থার অনুকূলে চলিত। ভৃগু তাঁহার আপন সংহিতার এই সমস্ত ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই গৃন্থটি শ্লোকাত্মক। ইহার পূর্বে বাল্মীকি শ্লোক রচনা আরম্ভ করেন ইহা বলা কতদূর যুক্তি সঙ্গত ইহা, ভাবিয়া দেখুন।[১] এইরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে মনুর সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে রাজ্যের যে বিবেচনা করা হইয়াছে উহা দেখুন। কেবল মাত্র একক রাজার হাতে কোন প্রকার আদেশ কার্য্যকরী করিবার শক্তি ছিল না, উহা কেবল রাজ সভায় অধ্যক্ষের অধিকার দেওয়া হইয়া ছিল।[২]

রাজ্য ব্যবস্থা কিরূপ হইত, উহা সংক্ষেপে বলিতেছি—

গ্রাম, মহাগ্রাম, নগর, পুর, এই ভাবে দেশ বিভাগ করা হইত। 'গ্রামে' শত শত গৃহ, 'মহাগ্রামে' সহস্র, 'নগরে' দশ সহস্র এবং 'পুরে' ইহা অপেক্ষা ও অধিক গৃহের সংখ্যা থাকিত। দশটি গ্রাম পিছু [দশেশ নামক এক অধিকারী হইত][৩]। শতেশ নামক অধিকারীর এবং সহস্র গ্রামের উপর সহস্রেশ নামক এক অধিকারী হইত। দশ সহস্র [গ্রাম পিছু] মহাসুশীল নীতিমান্

৬। পূর্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১। বাল্মীকি রামায়ণের ক্রৌঞ্চবধ সর্গের একটি বচন হইতে ইহা প্রতীত হয় যে, সর্বপ্রথম বাল্মীকিই শ্লোক রচনা করেন। জনসাধারণের মধ্যে ইহাই প্রচারিত।
ইহার প্রতি সঙ্কেত করিয়া স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলিতেছেন ইহা অযৌক্তিক যে, বাল্মীকি শ্লোক রচনা আরম্ভ করেন, কেনন', বাল্মীকির পূর্বে ভার্গবী মনু সংহিতা শ্লোকাত্মক রূপে বিদ্যমান ছিল। বাস্তবিক পক্ষে বাল্মীকি রামায়ণের উক্ত প্রকরণের ইহা অর্থ নহে যে, বাল্মীকির পূর্বে শ্লোক রচনা হইত না। অপিতু উহার তাৎপর্য্য এই যে, বাল্মীকির পূর্বে অনুষ্টুপ ছন্দ কেবল শাস্ত্র রচনার জন্যই প্রযুক্ত হইত। কাব্যে এই ছন্দের প্রধানতঃ প্রয়োগ সর্বপ্রথম বাল্মীকিই প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

২। মরাঠী পাঠ—'অধ্যক্ষাচা অধিকার চালবীত অসে' আছে। ভাষার দৃষ্টিতে আমরা 'দেওয়া হইয়াছিল' প্রয়োগ করিয়াছি।

৩ মরাঠী সং ১৮৭৫ কোষ্ঠান্তর্গত নাই। পূর্বাপর পাঠ দৃষ্টে ইহা পরিষ্কার যে, কোষ্ঠান্তর্গত পাঠ লেখকের প্রমাদবশতঃ লেখা হয় নাই। পরোপকারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত মরাঠী সংস্করণে মূল পাঠ 'শতেশ স্থলে 'দশেশ' পাঠ যুক্ত করিয়া শুদ্ধ করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে

এইরূপ এক অধিকারী থাকিত। লিখন-পঠন কর্মে অনুভবশীল, গুপ্ত বার্ত্তাসমূহ (সংবাদ) জানিবার জন্য সমস্ত দেশে দূত নিযুক্ত করা হইত। সেই রূপ, অধিকারীবর্গ নিজ নিজ অধিকার কিরূপে কার্য্যকারী করিতেছে, এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং এই দূতের কর্ম স্ত্রী অথবা পুরুষ করিতেন।

রাজ্যে চার প্রকারের অধিকারী রাখা হইত—রাজ্যাধিকারী, সেনাধিকারী, ন্যায়াধিকারী ও কোষাধিকারী। এইরূপ চার মহকুমায় [চারজন] অধিকারী থাকিতেন। রাজসভার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ইক্ষ্বাকু। যদি সভায় বিচারের উপর নির্ভর করিয়া দুই পক্ষ উপস্থিত হইত সেস্থলে নির্ণয় করিবার ভার অধ্যক্ষের উপর থাকিত। দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় [=প্রকারের] সভা থাকিত। উহাদের মধ্যে রাজ আর্য্য সভাই মুখ্য হইত এবং ধর্ম সভা অর্থাৎ স্থানে স্থানে পরিষদ্ ও থাকিত। দশ বিদ্বান্ ব্যক্তির উপস্থিতি না থাকিলে পরিষদ্=সভা হইত না এবং কম পক্ষে তিন বিদ্বান্ ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীত সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হইত। ধর্ম সভার এ বিষয়ে কোনও প্রকারের অধিকার থাকিত না কিন্তু উহাতে ধর্মাধর্মের বিবেচনা ও উপদেশ হইত এবং পরীক্ষা ও শিল্পোন্নতির প্রতি ও এই সভার দৃষ্টি থাকিত। ন্যূনাধিক বিষয়ে রাজার্য্য সভাকে সূচিত করিয়া রাজার্য্য সভার পক্ষ হইতে দণ্ড আদির ব্যবস্থা করা হইত। মহাভারতান্তর্গত সভাপর্বে ভিন্ন ভিন্ন সভার বর্ণনা করা আছে উহা দেখা উচিত।[১] সেনা মধ্যে যাহারা সৈনিক, আজ্ঞা পালন করা তাহাদের মুখ্য কর্ত্তব্য কর্ম, এই রূপ উপদেশ দিয়া তাহাদের ধনুর্বেদ শিক্ষা দেওয়া হইত। 'ব্যূহ' কাহাকে বলা হয় আর্য্যরা ইহা জানিত না। এভাবে বহু ইংরাজী লেখা পড়াজানা ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন। পরন্তু এরূপ বলা পাগলামী। কেননা, **'মকর-ব্যূহ', 'বটাকাব্যূহ', 'সূচীব্যূহ', 'শূকরব্যূহ', 'শকটব্যূহ', 'চক্রব্যূহ'** ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যূহ সম্বন্ধে পুরাকালের আর্য্যগণ জানিতেন এবং সৈন্যদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন দল পিছু দশেশ, শতেশ, সহস্রেশ এরূপ অধিকারী থাকিত এবং সে সময় তাহাদের হাতে অস্ত্র অর্থাৎ **শক্তি, অসি, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী** এই

১। এখানে ইন্দ্রসভা, যমসভা, বরুণসভা, ধনদ (কুবের) সভা এবং ব্রহ্মসভা (বনপর্ব অধ্যায় ৭-১১ প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

সমস্ত থাকিত।[১] কি করিয়া ব্যূহ রচনা করিতে হয় অদ্যাবধি ইংরাজদের সে বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা নাই। সামান্য মাত্র ব্যূহ রচনা করে। এই সামান্য মাত্র ব্যূহ রচনা করিয়াই তাহারা প্রাচীন আর্য্যদের অপেক্ষা কুশল এরূপ তোমাদের মনে হয়। সারাংশ "**নিরস্তপাদপে[২] দেশে এরণ্ডো পি দ্রুমায়তে**" এই প্রবাদ সত্য।

আমার বলিবার ইহা অভিপ্রায় নহে যে আমাদের অপেক্ষা ইংরাজদের মধ্যে বিশেষ গুণ নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যেও বহু উত্তম গুণ রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে উত্তম গুণ আছে উহা স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য। আগেকার দিনে যদি কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিত তাহার সন্তানদের বেতন দেওয়া হইত এবং যুদ্ধ প্রসঙ্গে যাহা লুট করিয়া পাওয়া যাইত, নিয়ত সময়ে ব্যবস্থা অনুসারে উহা ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। সৈন্যদের যোগ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে সে সময় বহু প্রকারের কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইত এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ যে সৈন্য, একথা জানিয়া সৈন্যদের মধ্যে যাহাতে তাহাদের চিন্তা মনে না জাগে, এ বিষয়ে অধিকারীবর্গ সে সময় অত্যন্ত সজাগ থাকিতেন। যদি সৈন্যদের মধ্যে কেহ ব্যধিগ্রস্ত হইত, সে সময় তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হইত।

কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্‌ দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥ মনু[৩]

শ্রেষ্ঠ পুরুষকে ও রাজাকে দরিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা সহস্র[৪] গুণ অধিক দণ্ড দেওয়া হইত। এবং রাজারা মুনিদের সহিত [ধর্ম] বাদ করিতে কালক্ষেপ করিতেন, এ বিষয়ে পিপ্‌পলাদ মুনির কথা দ্রষ্টব্য।[৫] ইক্ষ্বাকুর রাজত্বকালে রাজ্য ব্যবস্থা এইরূপ ছিল। ইক্ষ্বাকু এইরূপ সুশীল, নীতিমান্ সুজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও গুণসম্পন্ন রাজা ছিলেন।

১। তোপ বন্দুক, ও বারুদ আদির বর্ণনা সংস্কৃত প্রচীন গ্রন্থ সমূহে বহুধা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যিনি বিশেষভাবে দেখিতে ইচ্ছুক তিনি 'শুক্রনীতিসার' অং ৪।১৯৫॥ তথা অন্য রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ প্রসঙ্গে দেখিবেন।

২। মরাঠী সংস্করণে 'নিষ্পাদপে' পাঠ অশুদ্ধ।

৩। মনু০ ৮।৩৩৬॥ মরাঠী সং (১৮৭৫) এর পাঠ অশুদ্ধ। ৪। মরাঠী সং০ 'শতপট' অপপাঠ।

৫। এই কথা প্রশ্নোপনিষদে আছে।

বহু বংশ পরম্পরার পর সগর রাজা রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সে সময় রাজন্যবর্গ মূর্খ হইলে তাঁহাদের অধিকার হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইত অথবা অধিকারই দেওয়া হইত না।

আজকাল আমাদের রাজন্যবর্গের মধ্যে চাটুকারদের চণ্ডাল চৌকড়ী ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এমতাবস্থায় স্বভাবতঃ যদি রাজাদের মধ্যে সমস্ত দুর্গুণ বাসা বাঁধিয়া থাকে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? ইহা আমাদের আর্য্যাবর্ত্তের দুর্দ্দৈব।

বহবঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ মহাভারত।[১]

সগর রাজা সুশীল ও নীতিমান্ ছিলেন। এই রাজার অসমঞ্জা নামক এক নিরেট মূর্খ পুত্র ছিল। সে এক দরিদ্রের বালককে জলে ফেলিয়া দেয়। ইহার ন্যায় বিচার হউক, এরূপ প্রার্থনা রাজ আর্য্যসভার সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে শাসন করেন।[২] আর তাহাকে [রাজপুত্রকে] এক ভয়ঙ্কর জঙ্গলে বন্দী করিয়া রাখা হয়[৩] ইহার নাম ন্যায়।[৪]

১। মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ৩৭।১৫। সে স্থলে প্রথম চরণে 'সুলভাঃ পুরুষা রাজন্' পাঠ আছে। সং ১৯৩১ এর 'সন্ধ্যাগ্নিহোত্রোপাসনাদিপঞ্চমহাযজ্ঞবিধি'র অতিথি-পূজন প্রকরণ (দ্রঃ দয়ানন্দীয় লঘুগ্রন্থ সংগ্রহ পৃঃ ৩৫৫) তথা সত্যার্থপ্রকাশ (আদশসং ২) পৃষ্ঠা ১৫৮-এ 'পুরুষা বহবো রাজন্' পাঠ পাওয়া যায়।

২। অর্থাৎ—দণ্ডিত করেন।

৩। দ্রঃ মহাভারত বনঃ অঃ ১০৭ শ্লোক ৩৯-৪৩।

৪। ইহার পর হিন্দী সংস্করণের পাঠের সহিত বহু পার্থক্য রহিয়াছে। আমাদের পাঠ মরাঠী সংস্করণ অনুসারে লিখিত। হিন্দী সংস্করণের পাঠ এইরূপ—

'তাহা না হইলে আজকালকার রাজারা আর তাহাদের ন্যায়ের' বা কি কথাই।
'সমরথ কো নহী' দোষ গুসাঈ। রবি পাবক সুরসরি কী নাঈ॥'

বস্ এই প্রকারের শিক্ষা ভারতকে শেষ করিয়া দিয়াছে। প্রিয় আর্য্যগণ! সমর্থ ব্যক্তিদের উপর মূর্খদের অপেক্ষা অধিক দোষ আরোপিত হয়, কেননা, তাহাকে জ্ঞান দিয়া সমর্থ করা হইয়াছে। সে ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যের বিচার করিতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, এতাদৃশ গালগপ্পকে স্বীকার না করিয়া স্বীয় ধর্মানুরাগীদের সহিত ধর্মশিক্ষানুকূল ব্যবহার করুন ইহাতে কল্যাণ রহিয়াছে।

"ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"

হিন্দী অনুবাদ কর্ত্তারা তাহাদের অনুবাদ কি পর্য্যন্ত স্বাধীনতার প্রয়োগ করিয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য এই উদ্ধৃতি টি দেওয়া হইয়াছে।

প্রবাদ আছে—

সমরথ কো নহী দোষ গুসাঁই।
রবি পাবক সুরসর কী নাঈ॥

নইলে আজকাল রাজা আর তাঁহার ন্যায়!![1]

১। তুলসীদাসকৃত রামায়ণে এই বচনটি আছে।

দশম প্রবচন

ইতিহাস বিষয়ক

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠে ভিড়ের বাড়ে ২৭শে জুলাই[১] রাত্রিকালে আট ঘটিকার সময় 'ইতিহাস' এই বিষয়ের ব্যাখ্যান দেন', ইহা উহার সারাংশ—

এই রূপ[২] সগর রাজর রাজত্ব কালে [যে] দুষ্ট রাজপুত্রকে দণ্ড দেওয়া হয় তাহাকে রাজাধ্যক্ষ হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। এই সগর রাজার সম্বন্ধে নানা[৩] প্রকারের ব্যর্থ কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। একই সময় সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র জন্ম লাভ করে এবং তাহারা সমুদ্র খনন করিয়া ফেলে। ইহার হস্ত অত্যন্ত দৃঢ় এবং দেহ ও বিলক্ষণ পুষ্ট ছিল। এতাদৃশ কাহিনীকে কে বিশ্বাস করিবে? কেহ কেহ এই কথার উপপত্তি এইভাবে করিয়া থাকেন যে, এ সমস্ত অদ্ভুত প্রকারের বরদানের প্রভাবে হইয়াছিল। বরদানে কেবল শব্দোচ্চারণ করা হইত। পরন্তু কেবল শব্দে তো কর্তৃত্ব শক্তি নাই। অগ্নি শব্দ বলিলে জ্বলন পাক বা প্রকাশ উৎপন্ন হয় না। শব্দে কেবল বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ মাত্র আছে। যাহা হউক, এই সমস্ত অ-সার কথা, ইহাতে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

এই সগর রাজার পর উপরিচর[৪] [নামক] রাজা হন। তিনি বিমান বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ ছিল। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে[৫] বহু সম্রাট্ রাজার বর্ণনা আছে।[৬]

১। শ্রাবণ কৃষ্ণা ৯—১০ সং ১৯৩২ (দাক্ষিণাত্য মতে আষাঢ় কৃষ্ণা ৯—১০)

২। অর্থাৎ গত ব্যাখ্যানে কথিত। ৩। ইহার পর 'আলাউদ্দীনের মত কাহিনী মানব সমাজে প্রসিদ্ধ হয়' পাঠ পাওয়া যায়। এ পাঠ মরাঠীতে পাওয়া যায় না।

৪। ভাষা সংস্করণ সমূহে "অগ্রীচর" "অপ্রীচর" আদি অশুদ্ধ নাম ছাপা হইয়াছে। উর্দু অনুবাদই এইরূপ অশুদ্ধির কারণ। মারাঠী সংস্করণে 'কৌশীতকী' ব্রাহ্মণ পাঠ আছে।

৫। এখানে পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা প্রকাশিত সংস্করণে "কোদিষ্টকী ব্রাহ্মণ" নাম ছাপা আছে। এই ব্যাখ্যানের পরে "কোরষ্টিকানী ব্রাহ্মণ' নাম পাওয়া যায়। সে স্থলে শ্রীরাম শর্মা 'কোদষ্টিকনী ব্রাব্রাহ্মণ' নাম ছাপায়াছেন। এই অশুদ্ধিও উর্দু অনুবাদ হইতে হিন্দী সংস্করণে আসিয়াছ। মারাঠী সংস্করণে কৌশীতকি ব্রাহ্মণ পাঠ আছে।

৬। এই বাক্য অস্পষ্ট। এখানে "বহুপ্রকারের সম্রাট্ আদি রাজাদের বর্ণনা আছে"—এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮। ৬ এ "অনুরাজ্য, সাম্রাজ্য ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্য, রাজ্য, মহারাজ্য আধিপত্য, স্বাবশ্য, অতিষ্ঠ" এই ১১ প্রকারের রাজ্য বা অধিকার সমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদনুসারে ১১ প্রকারে রাজা বা অধিকারীদের বর্ণনা জানিবে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে এ বর্ণনা আমরা পাই নাই। সম্ভবতঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের স্থানে 'কৌষীতকি ব্রাহ্মণ' বলা হইয়া থাকিবে

অযোধ্যায় ঋতুপর্ণ নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এ দিকে দক্ষিণে নল রাজত্ব করিতেন, নলের রাণী দময়ন্তীর সহিত তাহার পতির বিচ্ছেদ ঘটে সেই সময়ের বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি স্বয়ংবর বিষয়ে দুইটি শ্লোক স্বয়ং রচনা করেন [এবং তিনি অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের নিকট প্রেরণ করেন] রাজা অশ্ব বিদ্যা অর্থাৎ অগ্নি বিদ্যা জানিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে—

অগ্নির্বৈ অশ্বঃ। দেবা এতং বজ্রং দদৃশুঃ। অগ্নির্বৈ বজ্রঃ। যদশ্বং তং পুরস্তাদুদশ্রয়ংস্তস্যাঽভয়েঽনাষ্ট্রে নিবাতেঽগ্নিরজায়ত। তস্মাদ্যত্রাগ্নিং মন্থিষ্যন্ত্স্যাদশ্বমানেতবৈ ব্রূয়াৎ স পূর্বেণোপাতিষ্ঠতে। বজ্রমেবৈতদুচ্ছ্রয়তি।[1]

সে সময় নল অযোধ্যায় [রাজা] ঋতু পর্ণের নিকট সেবক রূপে সেবা করিত। সেখান হইতে দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় নলের অদ্ভূত বিদ্যা প্রভাবে একদিনেই ঋতুপর্ণ রাজা [বিদর্ভ দেশে] চলিয়া আসেন। এ কারণ নলের ভূয়সী প্রশংসা হইয়াছিল। ইহার সহিত দুর্বল শ্যামকর্ণ ঘোড়ার মনুষ্যের সহিত উচ্ছৃঙ্খল কথা বার্তা হওয়া। ইহাতে [সামান্য মাত্র ও] সততা নাই।

ইহার পর ভরত-কুলে বহু রাজা হইয়াছেন। এই কারণে আর্য্যাবর্ত্তের ভারতবর্ষ এইরূপ নাম প্রসিদ্ধ হয়। ইহার পর রঘু রাজা হইলেন। তিনি ও প্রসিদ্ধ মহাত্মা রাজা ছিলেন। রাজা রামের অপেক্ষা রাজা রঘু বড় ছিলেন।[2] [রঘুর] পরে রাম রাজা হইলেন। ইহার সহিত রাবণের যুদ্ধ হয়। ইহার

১। শতপথ ২।১।৪।১৬॥ এই উদ্ধরণে **'অগ্নির্বৈ অশ্বঃ'** এবং **'অগ্নির্বৈ বজ্রঃ'** ইহা অন্য স্থানের পাঠ। শতপথের পাঠ—**'দেবা এতং বজ্রং দদৃশুর্যদশ্বং তং'** এইরূপ আছে। এ স্থলে **'অগ্নির্বৈ বজ্রঃ'** পাঠ ইহার মধ্যে ভ্রম বশতঃ যুক্ত হইয়াছে। শতপথের পাঠ ও মরাঠি সংস্করণে অশুদ্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। উহাকে এখানে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর হিন্দী সংস্করণে প্রথমে বহু উদ্ধরণের অনুবাদ মারাঠি সংস্করণে নাই। পূর্ব উদ্ধৃত শতপথ ব্রাহ্মণের পাঠের হিন্দি অনুবাদ ছাপা পাওয়া যায়। উহা মরাঠী সং০ এ নাই। উল্লিখিত পাঠের যথার্থ অনুবাদ এইরূপ জানা উচিত—"অগ্নিই অশ্ব। দেবগণ এই অশ্বরূপ বজ্রকে দর্শন করেন। অগ্নিই বজ্র দেবগণ অশ্বরূপ বজ্রকে অগ্নিমন্থন দেশের পূর্বে স্থাপন করেন। উহার বজ্র-বিষয়ক ভয় রহিত এবং রাক্ষস আদি সংঘটিত নাশ রহিত ও বায়ু রহিত স্থানে অগ্নিপ্রকট হইল। এ কারণ যে স্থানে অগ্নি মন্থন প্রয়োজন হয় সে স্থলে অশ্বকে আনিবার জন্য বলিবে। সেই অশ্ব পূর্ব হইতেই উপস্থিত থাকে। বজ্রকেই উন্নত করা হয়।"

২। সম্ভবতঃ ইহার অভিপ্রায় "রাম অপেক্ষা অধিকগুণ সম্পন্ন হইয়া থাকিবেন।

সম্পূর্ণ ইতিহাস রামায়ণে বর্ণিত আছে। এই ভাবে আর্য্যাবর্ত্তে মহা বলি, অত্যন্ত শূর, মহাপরাক্রম শালী, অত্যন্ত দক্ষ মহাবিদ্বান্ ন্যায়কারী আর্য্য রাজা হইয়াছেন। সে কালে এই আর্য্যাবর্ত্তে [প্রত্যেক বিষয়ে] অত্যন্ত উন্নত ছিল। 'কৌষিতকি ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন পুত্র ও কন্যা পাঁচ বৎসরের হইত সে সময় তাহারা পাঠশালায় যাইত। আর তাহাদের পাঠশালায় প্রেরণ করা সামাজিক নিয়ম মধ্যে পরিগণিত হইত। যদি কোনও অবিভাবক এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিত তাহা হইলে রাজসভার পক্ষ হইতে দণ্ড ভোগ করিতে হইত। এবম্বিধ উন্নতির কাল অতীত হইলে পরিশেষে শন্তনু রাজা রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সে সময় এই আর্য্যবর্ত্তের ঐশ্বর্য্য অত্যন্ত বর্দ্ধিত অবস্থায় ছিল। এই ঐশ্বর্য্যের মত্ততার কারণে সহজেই আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থার অবনতি ঘটে। যাহার নিকট প্রচুর ধন থাকে সে মদে উন্মত্ত হইয়া যায়। অনন্তর স্বাভাবিক রূপেই দেশে সামাজিক নিয়মের মধ্যে অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

শন্তনুর অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের কারণ মহা অভিমান উৎপন্ন হইল, দেশে গ্রাম্যধর্ম (ব্যভিচার) বৃদ্ধি পাইল। রাজ্য নিষ্কণ্টক হওয়ায় শন্তনু অত্যন্ত মদোন্মত্ত হইয়া পড়িল। কথায় বলে—

'অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধিযতে।
ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরম শ্রুতিঃ ॥' মনু[১] ॥

অতঃপর শন্তনুর মধ্যে বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি হইল। সত্যবতী সম্বন্ধে ইহার লাম্পট্য আপনারা সকলেই জানেন কিন্তু শন্তনু রাজা হইয়াও সে সময় তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করে নাই। সত্যবতীর পিতা ছিল ধন হীন, তথাপি সে শন্তনুকে তিরস্কার করে। ভীষ্ম উদারতা দেখাইয়া নিজের কুলাধিকার সত্যবতীর পুত্রকে দান করেন। ভীষ্মের এতাদৃশ্য প্রতিশ্রুতি লাভ না পাওয়া পর্য্যন্ত সত্যবতীর ধনহীন পিতা রাজার প্রার্থনা স্বীকার করে নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে আর্য্যদের মধ্যে কি পরিমাণ স্বাধীনতা ছিল। এবং রাজন্যবর্গও সামাজিক নিয়মের বন্ধনে কি পরিমাণ আবদ্ধ থাকিতেন এই আর্য্যবর্ত্তের রাজন্যবর্গের কীর্ত্তি সে যুগে সমস্ত বিশ্বে প্রচারিত ছিল। য়ুরোপ ও

১। মনু০ ২ ১৩॥ ইহার পর হিন্দী সংস্করণে মনুস্মৃতির শ্লোকের অর্থ এইরূপ পাওয়া যায়।—যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত রহিয়াছে, ধর্ম সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। ধর্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের পক্ষে পরম প্রমাণ বেদ। ইহা মারাঠী সংস্করণে নাই।

আমেরিকার রাজারা ইহাদের সেবা-কার্য্যে তৎপর থাকিয়া কর দিতেন। সেই আর্য্যদের আজ কি দশা হইয়াছে বিচার করিয়া দেখুন। এই সমস্ত ঘটনা মহাভারতের রাজসূয় পর্ব[১] ও অশ্বমেধ পর্বে বর্ণনা করা আছে। শন্তনু রাজার রাজত্বকাল হইতে পাপ বৃদ্ধি হয় এবং প্রাপ্ত রাজ্যের অবস্থার অবনতি ঘটে। আর এই পাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ভবিষ্যতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ইহা প্রচণ্ড সংগ্রামের [নিমিত্ত] হইয়াছিল এবং [সেই সময় হইতে] এই দেশের দুর্ভাগ্য আরম্ভ হইল। এবার রাজন্যবর্গের ইতিহাস সমাপ্ত করা হইতেছে।

দেবতাদের ইতিহাস

অতঃপর দেবগণের ইতিহাস, বিদ্যার ইতিহাস ও ঋষিগণের ইতিহাস বলা হইতেছে। দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ বর্ণনা আছে।[২] এই সব বিদ্বান্ ব্যক্তিদের তিনটি কোটি ছিল—প্রথম দেব কোটি, দ্বিতীয় ঋষি কোটি, আর তৃতীয় পিতৃ কোটি। এই তিন কোটি সমূহের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ আদি গ্রন্থে তেত্রিশ দেবতাদের ও বর্ণনা আছে[৩]। আধুনিক তেত্রিশ কোটি দেবতাদের কল্পনা সর্বথা নির্মূল। কারণ, কোটির অর্থ **'প্রকার'** জনসাধারণ ইহার অর্থ ক্রোড় [সংখ্যক] করিয়া ঐরূপ ভ্রম সৃষ্টি করিয়াছে। আদিত্য, রুদ্র, বসু, ইন্দ্র [ও প্রজাপতি] এই রূপ তেত্রিশ দেব শতপথ ব্রাহ্মণে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে[৪] বর্ণনা করা আছে, সে স্থলে দেখিয়া লইবেন। এই তেত্রিশ দেবতাদের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য অর্থাৎ বারটি মাস এগারটি রুদ্র। রুদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ, যথা—

যদাহ স্মাৎ শরীরাৎ প্রাণা নির্গচ্ছন্ত্যথ রোদয়ন্তি ॥
তস্মাদ্ রুদ্রা[৫] ইত্যুচ্যন্তে।

১। সভাপর্বের অবান্তর পর্ব রাজসূয় পর্ব।

২। পূর্ব পৃষ্ঠ দ্র—বিদ্বাংসো হি দেবাঃ। শত০ ৩।৭।৩।১০ ॥

৩। শতপথ ১৪ ৫।৯।৩ ॥

৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যদ্যপি শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪শ কাণ্ডের অন্তর্গত। তথাপি বর্তমানে প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ কাণ্ব শাখীয় জানিবে উহার অতি প্রসিদ্ধির কারণে সম্ভব। এস্থলে উহার পৃথক্ নির্দেশ করা হইয়াছে।

৫। শতপথ দ্র০ ১৪।৬।৯।৩ ॥ বৃহদারণ্যক উপ. দ্র০ ৩।৯।৪ ॥

এই প্রমাণ দ্বারা বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ অনুসারে দশ প্রাণ ও জীবাত্মা মিলাইয়া একাদশ রুদ্র জানা উচিত। বসু আটটি। সে গুলি কি কি তাহা বলা হইতেছে —পৃথিবী ১, জল[১] ২, তেজ ৩, বায়ু ৪, আকাশ ৫, এই সমস্ত পঞ্চমহাভূত শুদ্ধ সৃষ্টিতে[২], দ্যৌ ৬, চন্দ্রমা ৭, সূর্য্য ৮, এইরূপ আটটি বসু এবং বষট্কার[৩] ৩২, আর প্রজাপতি ৩৩।। [এই তেত্রিশটি দেবতা]।

বিষ্ণু বৈকুণ্ঠবাসী ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার রাজধানীর স্থান ছিল বৈকুণ্ঠ। মহাদেব কৈলাসবাসী ছিলেন। কুবের, তাঁহার নগরী ছিল অলকাপুরী। এই সমস্ত কথা কেদার খণ্ডে[৪] বর্ণনা করা হইয়াছে। আমি নিজে এই সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছি। একবার বরফের মধ্যে নিজ দেহ বিসর্জন দিয়া [সংসার হইতে] মুক্ত হইয়া যাই' এই সংকল্প লইয়া প্রাচীন অলকাপুরী যে পর্বতে অবস্থিত ছিল, সেই পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। পরন্তু সেখানে মরণ বরণ করা কোনও পুরুষার্থ নহে, জ্ঞান সম্পাদন করিয়া পুরুষার্থ ও পরোপকার করা উচিত এইরূপ বিচার করিয়া আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। এবার জানিলাম যে, বাস্তবিক পক্ষে জীবাত্মার মৃত্যু হয় না।

কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপালের সীমা পর্য্যন্ত হিমালয়ের যে সমস্ত উচ্চ প্রদেশ আছে উহা দেবলোক।[৫] এবং সে সময় আজকালের মত সে স্থানে তুষারপাত হইতনা—এইরূপ আমার অনুমান হয়। প্রাচীনকালে যদি এরূপ তুষারপাত হইত তাহা হইলে দেবলোকে দেবতাদের অবস্থা কেমন হইত?

১। শতপথ. ব্রা. ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'জল' (আপঃ) এর নির্দেশ নাই। এ স্থলে অষ্টম বসু 'নক্ষত্র' নামে স্মৃত।

২। এস্থলে 'শুদ্ধ সৃষ্টি' দ্বারা মূল পঞ্চভূত সৃষ্টি অভিপ্রেত, কেননা পরে বর্ণিত 'দ্যৌ' আদি পঞ্চ মহাভূতের বিকৃতরূপ।

৩। এ স্থলে কিছু পাঠ ভ্রষ্ট হইয়াছে প্রতীত হয়। শত. ব্রা এর অনুসারে বষট্কারের স্থানে 'ইন্দ্র' পাঠ হওয়া উচিত। ইন্দ্রের অর্থ—স্তনযিত্নু (বিদ্যুৎ) এবং প্রজাপতির অর্থ যজ্ঞ। বষট্কার দ্বারাও যজ্ঞেরই অর্থ গৃহীত হওয়ায় পুনরুক্ত দোষ হয়।

৪। কেদার খণ্ড সম্বন্ধে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখুন।

৫ কুমার সম্ভব ৫।৪৫ এ ব্রহ্মচারী বেশধারী শিব পার্বতীকে বলিতেছেন—**দিবং যদি প্রার্থযসে বৃথা শ্রমঃ পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।** অর্থাৎ—হে পার্বতি। যদি তুমি স্বর্গ কামনা করিয়া তপ করিতেছ, তাহা হইলে জানিও ইহা তোমার বৃথা পরিশ্রম। কেননা তোমার পিতার প্রদেশেই তো দেব ভূমি।

এই দেবলোকে[১] ভদ্র পুরুষেরা প্রত্যেক স্থানে রাজত্ব করিতেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি ভারত খণ্ডে প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লীতে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক স্থান আছে। সেখানে ইন্দ্রের[২] রাজত্ব ছিল। পুষ্কর ও ব্রহ্মাবর্ত্ত এই সব স্থানে ব্রহ্মদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাশী, হরিদ্বার,[৩] ও উজ্জৈন প্রভৃতি স্থানে মহাদেবের রাজ্য ছিল। এই সমস্ত দেব আদির বৈরী ভীল[৪] আদি অসুর ছিলেন। ইহাদের সহিত [আর্য্যদের] বারংবার যুদ্ধ করিতে হইত। বিমান[৫] সমূহে বসিয়া দেবগণ যুদ্ধ করিতেন। এবং স্বয়ংবরের ন্যায় উৎসবের সময় আহুত হইয়া বিমানে আরোহণ করিয়া যাইতেন। এই সমস্ত দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ অত্যন্ত বীর ছিলেন এবং ইহাদের পত্নিগণ যুদ্ধে পুরুষদের ন্যায় উৎসাহ পূর্বক আপন পতিদের সহিত সর্বদা যুদ্ধে গমন করিতেন। এবং এই সমস্ত দেবগণের রাজকুলের আচার-ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত[৬] রাজপুতদের মধ্যে একইরূপ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে রাজারা যুদ্ধের সময় রথে বসিয়া ভোজন করিতেন। আজকালও রাজপুতদের মধ্যে ঠাকুররা[৭] পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটিলে এইরূপ করিয়া থাকেন। রাজপুতেরা প্রয়োজন বোধে যেথানে তাহাদের প্রয়োজন হয় সেথানেই ভোজন করে। এ বিষয়ে জয়পুর সহরে কয়েক বৎসর পূর্বে এক ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহা শুনাইতেছি— জয়পুরের রাজারা ব্রাহ্মণকে নিজেদের রন্ধনশালায় পাচক রূপে নিযুক্ত করিতেন না। ইহার কারণ তাহারা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, তিন চার পুরুষ পূর্বে পাচকের কর্মটি ব্রাহ্মণরা করিত না। ব্রাহ্মণ আদি তিন বর্ণের গৃহে শূদ্র-পাচক থাকিত, এরূপ আচার মনুস্মৃতিতেও পাওয়া যায়।[৮] বর্ত্তমানকালেও

১। মারাঠী সং (১৮৭৫) এ "আর্য্যবর্ত্ত" পাঠ আছে। ইহাপ্রমাদ বশতঃ লিখিত হইয়াছে। প্রকরণ দেবলোক—হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশের। এ স্থলে হিন্দি অনুবাদে পাঠ এই রূপ আছে— "গত সময়ের ন্যায় প্রায়ঃ এ সময় তুষার পাত হয় না। এইরূপ অনুমান হয় যে, যদি এই সময়েও" এইরূপ পাঠ লেথক প্রমাদ বশতঃ বিকৃত হইয়াছে।

২। ইন্দ্রপ্রস্থ মহারাজ যুধিষ্ঠির স্থাপন করিয়াছিলেন, একথা মহাভারতে পরিষ্কার লেথা আছে অতএব এই পাঠেও অবশ্য কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি আছে।

৩। শুদ্ধনাম 'হরদ্বার'। হর—মহাদেবের স্থান কৈলাসের দ্বার।

৪। সম্ভবতঃ ভীলদের অসুরের সন্তান বলিবার উদ্দেশ্য প্রসিদ্ধ করা হইয়াছে।

৫। হিন্দী অনুবাদ সমূহে "শুক্রবার" শব্দ অপপাঠ হইবে।

৬। অর্থাৎ অর্বাচীন কালের।

৭। অর্থাৎ বড় জাগীরদার।

৮। মনুস্মৃতিতে প্রত্যক্ষ বচন আমরা পাই নাই। প্রবক্তা সত্যার্থপ্রকাশে এ বিষয়ে 'আপস্তম্ব' **"আর্য্যাধিষ্ঠাতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্তারঃ স্যুঃ"** (২।২।৩।৪) বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

রাজপুতদের গৃহে শূদ্র পাচক থাকে। ব্রাহ্মণদের পাচক কর্মে নিযুক্ত না করিবার কারণ দেখাইয়া তাঁহারা বলেন যে, অতীতে একবার [কোনও] ব্রাহ্মণ রাজার ভোজনে বিষ মিলাইয়া দিয়াছিল। অস্তু, ইহা আমাদের ব্রাহ্মণদের শোভা ?

প্রাচীন কালের ত্রিবিষ্টপ[1] দেশ অর্থাৎ তিব্বত দেশ এইরূপ জানিবে। বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, আদি রাজা আজকাল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না কেন ? এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার উত্তর এই যে, দেবলোকে বিদ্বান্ ও পরাক্রমী ব্যক্তিরা ছিলেন, তাঁহাদের সকলে মরিয়া গিয়াছেন। হিমালয়ে রাজ্য পরিচালনকারীরা চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু কোথায় গিয়াছেন কেহ কেহ এইরূপও বলিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন যে, দেবতারা অমর, কিন্তু পাপীদেরও তো দেখা যায় না। বেশ তো দেবতারা নাহয় [অমর বলিয়া] দেখা যায় না, তাহাদের চাকর-বাকর তো আছে,—না নেই ?

যাহা দৃশ্যমান, যাহার উৎপত্তি হইয়াছে সে মরণশীল। ইহাই সিদ্ধান্ত, অতএব দেবও মরিয়া গিয়াছেন—**যদ্ দৃষ্টং তন্নষ্টম্**।

দেবতারা মরিয়া গিয়াছেন এইরূপ বলা হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহাদের দেহ নষ্ট হইয়াছে এরূপ জানিবে। দেবগণের ন্যায় মনুষ্যদেরও আত্মার অমরত্ব বিদ্যমান, আর জাতি সম্বন্ধে জানিও দেবজাতি নিত্য, অর্থাৎ **বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ** এইসব দেবতারা আজও আছে। এই অর্থে দেব অমর, কেননা কিছু না কিছু বিদ্বান্ পুরুষ থাকেনই। এই কারণে বলা হইয়াছে—**বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ**।[2] এ কারণে দেব জাতি অমর।

আজ আমাদের দেশের ইতিহাসে এরূপ অব্যবস্থা হইয়াছে কেন ? কোথাও কাহারও জীবন চরিত্রের, কোনও গ্রন্থের সম্বৎ আদি কেন পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি ? এ বিষয়ে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সুযোগ সুবিধাবাদীর দল পুস্তক হইতে সম্বৎ আদি মুছিয়া ফেলিয়াছে [অর্থাৎ বাহির করিয়া দিয়াছে]। এইভাবে জৈনি ও মুসলমানরা সেই সমস্ত গ্রন্থ জ্বালাইয়া দিয়াছে। অস্তু এইভাবে [সংক্ষেপে] দেবগণের ইতিহাস পূর্ণ হইল দেবতাদের এই ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

১। হিন্দী অনুবাদ সমূহে 'ত্রিষ্টুপ' অপপাঠ।

২। শতপথ০ ৩।৭।৩।১০ ॥

[বিদ্যার ইতিহাস]

অতঃপর সংক্ষেপে বিদ্যার ইতিহাস বলা হইতেছে। আদি বিদ্বান্ ব্রহ্মা। তিনি [অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা] চারজন ঋষিদের বেদ পড়ান। তাহার [ব্রহ্মার] পুত্র বিরাট্, তাহার পুত্র মনু, মনুর দশ পুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি[১] হইয়াছেন। এবার [ভাবিয়া দেখুন] এই অবস্থায় অধ্যয়ন, অধ্যাপন কি পরিমাণ হইত ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ঋক্‌বেদের একুশটি শাখা, যজুর্বেদের এক শত একটি, সামবেদের এক হাজার এবং অথর্ববেদের নয়টি শাখা ছিল। এই হিসাবে এগার'শ একত্রিশটি[২] শাখা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের জন্য ছিল। অর্থ সহিত চতুর্বেদের জ্ঞাতা মুখ্য যাজক নামে যিনি প্রসিদ্ধ তাঁহাকে বলা হইত **'ব্রহ্মা'**।

"ব্রহ্মণা নির্মিতং বেদস্য ব্যাখ্যানং ব্রাহ্মণম্।"[৩]

এইরূপ ব্রাহ্মণ ও অনুব্রাহ্মণ[৪] গ্রন্থ বহু আছে। শুদ্ধ জল ও বায়ু যে স্থলে হইয়া থাকে, এরূপ নির্জন স্থানে নিবাসকারী ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা, শ্রবণ ও মননকারী বা পদার্থ বিবেচনকারী, ব্রহ্ম-বিচার করিবার জন্য অথবা সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিবার জন্য নৈমিষারণ্য সদৃশ স্থানে সভার আয়োজন হইত।[৫]

১। অষ্টম ব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্য।

২। হিন্দী সংস্করণে প্রায়ঃ একুশ অপাঠ দেখা যায়। মরাঠী সং এ 'একত্রিশ' ই পাঠ আছে। ১১৩১টি শাখার উল্লেখ মহাভাষ্য অং ১, পাং ১। আং ১ এ পাওয়া যায়। এগুলি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা প্রোক্ত।

৩। ইহার অর্থ—ব্রহ্মা=ব্রাহ্মণ দ্বারা নির্মিত বেদের ব্যাখ্যান ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। ঋং দয়ানন্দ ব্রাহ্মণ শব্দের এই অর্থ ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকায় এইভাবে লিখিয়াছেন—**চতুর্বেদবিদ্ভি-র্ব্রহ্মভির্ব্রাহ্মণৈর্মহর্ষিভিঃ প্রোক্তানি ব্রাহ্মণানি।** দ্রষ্টব্য বেদ সংজ্ঞা প্রকরণ পৃং ১০০ (রাম লাল কপুর ট্রাষ্ট)। তথা ঋং দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপন (সং ৩) ভাগ ২. পৃষ্ঠা ৮৬৯. পং ২৪—২৮।

৪। অনুব্রাহ্মণের উল্লেখ পাণিনি ৪।২।৬২তে করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস অং ৬, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ২৫৪ (তৃতীয় সংস্করণ) এ বিশেষরূপে লিখিত আছে, সে স্থলে দ্রষ্টব্য।

৫। এতাদৃশ এক সভার উল্লেখ আয়ুর্বেদের চরক সংহিতার আরম্ভে পাওয়া যায়। এই সভা হিমালয়ে হইয়াছিল। নৈমিষারণ্যের সভা সমূহের উল্লেখ মহাভারত ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়। নৈমিষারণ্যে মহাসত্র সমূহের অবসরেও এইরূপ সভা সমূহ হইত। ঋগ্বেদের প্রাতি শাখ্যের প্রবচন শৌনক নৈমিষারণ্যে কোনও দ্বাদশাহ সত্রে করা হইয়াছিল। একথাটি ঋক্ প্রাতিশাখ্য টীকাকার বেদমিত্র লিখিয়াছেন।

একমাত্র পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে না জানি কত ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদের নাম আছে।[১] ইহা বিচার করুন। বর্তমান কালের উদ্দেশ্যহীন হইয়া ভ্রমণকারীর যে সমস্ত বৈরাগীর দল আছে, উহাদের অপেক্ষা ঋষি কিরূপ হইতেন ইহার অনুমান করিবেন না? সমস্ত ঋষিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রস্তুত পুস্তক অথবা বিদ্যার বিচারার্থে ঋষিদের বিচার সভা হইত। তাহার পর মুখ্য রাজধানীতে যে ধর্মসভা থাকিত উহাতে বিচার করা হইত। তাহার পর রাজসভায় বিচার করা হইত। অবশেষে এক আধটা [বিচার] গোষ্ঠীর ব্যবস্থা করা হইত।[২]

রাজসভা সম্বন্ধে মনু এইরূপ অভিমত পোষণ করিতেন, তিনি বলেন—

"মৌলাঞ্ছাস্ত্রবিদঃ শূরাংল্লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্ ॥১॥
অপি যৎ সুকরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্নু রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥২॥
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ ॥৩॥
তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্-পৃথক্।
সমস্তানাং চ কার্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ ॥৪॥"[৩]

১। অষ্টাধ্যায়ীতে ১০ জন ঋষিদের নাম উল্লেখিত আছে। যথা—আপিশলি (৬।১।৯২) কাশ্যপ (১।২।২৫), গার্গ্য (৮।৩।২০), গালব (৭।১।৭৪), চাক্রবর্মণ (৬।১।১৩০), ভারদ্বাজ (৭।২।৬৩) শাকটায়ন (৩।৪।১১১) শাকল্য (১।১।১৬), সেনক (৫।৪।১১২), স্ফোটায়ন (৬।১।১২৩) ॥

২। তুলনীয়—ঋ০ দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপন, সংস্করণ ৩, ভাগ ২, পৃষ্ঠা ৮৬৯, পংক্তি ২৯—৩২ পর্যন্ত। আয়ুর্বেদীয় চরক সংহিতা সূত্র০ অ০ ১ শ্লোক ৩৩,৩৪, এ হিমালয়ে অনুষ্ঠিত ঋষিদের সভার বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রাজসভা সমূহে শাস্ত্রাকার-পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে নির্দেশ কাব্য মীমাংসা অধি-১ অ০ ১০ এর শেষে পাওয়া যায়।

৩। মনু০ ৭।৫৪—৫৭॥ হিন্দী সংস্করণ সমূহে শ্লোক নাই। ইহার অর্থ এভাবে দেওয়া হইয়াছে 'আপন রাজ্য ও দেশে উৎপন্ন বেদ বা শস্ত্রজ্ঞগণ, শূরবীর, কবি, গৃহস্থ, অনুভবকর্তা সাত অথবা আট জন ধার্মিক বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে রাজার রাখা উচিত, কেননা সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত সাধারণ কর্ম ও একজনের পক্ষে সমাধা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর যদি বড় রাজ্য পরিচালনার ভার একজনের উপর পড়ে উহাকে সম্পন্ন করিবে কিরূপে? এইজন্য একজনকে রাজা করা এবং তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কর্মের বোঝা রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কমপক্ষে রাজার উচিত মন্ত্রী সমেত ছয়টি বিষয়ের বিচার করা। ১. মিত্র এবং

এই সমস্ত শ্লোকে রাজসভা বিষয়ে বলা হইয়াছে, এবং রাজা যোদ্ধা ও সৈন্যদের স্বীয় পুত্রবৎ পালন করিতেন, এবং ইহা দ্বারা সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধকার্যে অত্যন্ত উৎসাহের সঞ্চার হইত। সমস্ত রাজারা এইরূপ ব্যবহারকারী সৈন্যদের জন্য যুদ্ধ সামগ্রী, শস্ত্রাস্ত্র ও ধন সংগ্রহ করিতেন। মনু এইরূপ বলিয়াছেন—

"রথাংশ্চ হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিযঃ।
সর্বদ্রব্যাণি কুপ্যং চ যো যজ্জযতি তস্য তৎ ॥১॥
রাজ্ঞশ্চ দত্ত্যরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্ব যোদ্ধৃভ্যো দাতব্যমপৃথগ্‌জিতম্ ॥২॥
এষোঽনুপস্কৃতঃ প্রোক্তো যো ধর্মঃ সনাতনঃ।
অস্মাদ্‌ ধর্মান্ন চ্যবেত ক্ষত্রিযো ঘ্নন রণে রিপূন্ ॥৩॥[১]

আর বিদ্যাবিষয়ে রাজসভার এবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি থাকিত।

"আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষযো হেষ নিধির্ব্রাহ্মো বিধীযতে[২]।"

মহাভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, **ব্রাহ্মণেন ষডঙ্গো বেদোঽধ্যেযশ্চেতি।**[৩]

এ ষডঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ এই বিষয়টি মুখ্য, আর পাণিনি ছিলেন মহান্ বৈয়াকরণ। ইহার যতই প্রশংসা করা যাক্ না কেন, ততই অল্প। এই মহামুনি পাঁচটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন—১ **শিক্ষা,** ২ **উণাদিগণ,** ৩ **ধাতুপাঠ,** ৪ **প্রাতিপাদিক-গণ,**[৪] ৫ **অষ্টাধ্যাযী**[৫]। তাঁহার এইরূপ পাঁচটি গ্রন্থ আছে। পাণিনি

---

২. শত্রুদের মধ্যে চতুরতা, ৩. নিজ উন্নতি, ৪. নিজস্থান ৫. শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা, ৬. বিজিত দেশরক্ষা, স্বাস্থ্য আদি প্রত্যেক বিষয়ে বিচার করিয়া যথার্থ নির্ণয় দ্বারা যাহা কিছু আপন ও অপরের ভাল কথা জানা যাইবে উহা কর্মে পরিণত করা।" এই অর্থ মরাঠী সংস্করণে নাই।

১। মনু০ ৭।৯৬—৯৭—৯৮। হিন্দী সংস্করণে এ শ্লোক নাই। হিন্দীতে ইহার যে অভিপ্রায় লিখিত হইয়াছে, উহা মরাঠী সংস্করণে নাই।

২। মনু০ ৭।৮২॥ পূর্ববৎ এই শ্লোকও হিন্দী সংস্করণে নাই।

৩। মহা০ অ০ ১, পা০ ১ আ০ ১-এর আরম্ভে এই প্রকার পাঠ পাওয়া যায়—

ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষডঙ্গো বেদোঽধ্যেযো জ্ঞেযশ্চ।

৪। অর্থাৎ গণপাঠ।

৫। এখানে **'লিঙ্গানুশাসন'** বাদ গিয়াছে। ব্যাকরণের পঞ্চ গ্রন্থীতে লিঙ্গানুশাসনের অন্তর্ভাব আছে। শিক্ষা, ব্যাকরণ হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র বেদাঙ্গ। অতএব উহার গণনা পঞ্চগ্রন্থীতে নাই। ঋষি দয়ানন্দের পত্র ব্যবহার (তৃতীয় সংস্করণ) প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা ৩৫, পংক্তি ২-৩ এও লিঙ্গানুশাসনের নির্দেশ নাই। পরন্তু সংস্কার বিধির বেদারম্ভের অন্তর্গত পঠন পাঠন বিহিত লিঙ্গানুশাসনের নির্দেশ আছে।

কবে হইয়াছেন? ইহার কাল নির্ণয় করিবার জন্য বহু প্রকার তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করা হয়।[১] পরন্তু এই বিবাদে কিছু লাভ নাই এইরূপ মনে হয়। পাণিনি বহু প্রাচীন[২] গ্রন্থকার, ইহা নির্বিবাদ।

প্রাচীনকালে চতুর্দশ প্রকারের বিদ্যার অধ্যয়ন আমাদের দেশে হইত। চার বেদ কি কি ইহা তো সকলের জানাই আছে। চার উপবেদ ও ছয় অঙ্গ মিলাইয়া চতুর্দশ বিদ্যা হয়[৩]। চার উপবেদ কি কি? আর ছয় উপবেদ কি ইহার বিচার করা যাক্।

চারটি উপবেদের মধ্যে প্রথম হইল **আয়ুর্বেদ**। গণ্য করা হইয়াছে ইহাকে ভিত্তি করিয়া ধন্বন্তরি চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।[৪] আমার সত্যার্থ প্রকাশ নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে এ বিষয়ে বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করা আছে।[৫]

দ্বিতীয় **ধনুর্বেদ**। ইহাতে অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যার বিচার করা আছে। এই উপবেদে ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, বরুণাস্ত্র, সংমোহনাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র এ সমস্তের বিচার করা আছে। এই সমস্ত অস্ত্র বেদার্থ বিজ্ঞানের বিচার করিয়া এবং উহাদের দোষ-গুণ-এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া নির্মাণ করা হইত। আর ক্ষত্রিয়দের এই

১। সে সময় পাণিনির কাল বিষয়ে ডা° গোল্ডষ্টুকর তথা ডা° ভাণ্ডারকর আদি বহু বিদ্বান ব্যক্তিরা বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

২। পাশ্চাত্য মতানুযায়ী /পাণিনির রচনাকাল ৬০০ খৃঃ পূর্ব হইতে ৪০০ খৃঃ পূর্ব পর্যন্ত স্বীকার করা হয়। ভারতীয় মতানুসারে পাণিনির রচনাকাল বিক্রমাদিত্যের ২৮০০ বৎসর পূর্বে। যুধিষ্ঠির মীমাংসক লিখিত সং ব্যাকরণের ইতিহাস অ° ৫ দ্রষ্টব্য।

৩। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী ১৯২৬ সম্বতে কানপুরে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে এই চতুর্দশ বিদ্যার গণনা করিয়াছেন। দ্র° পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১-২-৩ (সংস্ক° ৩) পুরাণে ১৫ বিদ্যা এইভাবে গণনা করা হইয়াছে—৪ বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসা-ন্যায়-পুরাণ (ঐতিহ্য) ধর্মশাস্ত্র এই ও সব মিলিয়ে ১৪। (দ্র° বি° পু° অংশ ৩, অ° ৬, শ্লোক ২৮ ; বায়ু ৬১।৭৮)। ইহাদের সঙ্গে ও উপবেদ গণনা করিলে ১৮ বিদ্যা স্বীকার করছি। (দ্র° বায়ুপুরাণ ৬১—৭৯. বি° পু° অ° , অ° ৬, শ্লোক ২৯)।

৪। ধন্বন্তরির গ্রন্থের অভিপ্রায় ধন্বন্তরি কর্তৃক লিখিত নিঘণ্টু গ্রন্থের সহিত। চরক সুশ্রুত ক্রমশঃ অগ্নিবেশকৃত ও ধন্বন্তরি কৃত গ্রন্থের সংস্কর্তা। ইহার নামে সম্প্রতি এই সমস্ত গ্রন্থ জানা যায়।

৫। এই সংকেতটি সংবৎ ১৯৩২ (সন্ ১৮৭৫) ও মুদ্রিতের প্রতি জানিবে। তৃতীয় ভাগের অভিপ্রায় তৃতীয় সমুল্লাসের সহিত আছে।

ধনুর্বেদ প্রচুর পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। কেবল মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা শস্ত্র ও অস্ত্র নির্মিত হইত, ইহা বলা মূর্খতা।

তৃতীয় **গন্ধর্ববেদ**। ইহাতে সঙ্গীত ও বাদ্যের বিচার করা হইয়াছে। সে সময় অর্বাচীন কবিতা—পদ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌পা, লাবণী গাওয়া হইত না। পরন্তু (প্রাচীন আর্য্যরা) **বেদমন্ত্রের মধুর গান গাহিতেন।**

চতুর্থ **শিল্পশাস্ত্র** বা **অর্থবেদ**। ইহার বিচার ময়-সংহিতা[১], বরাহ-সংহিতা, বিশ্বকর্ম সংহিতা আদি গ্রন্থে বহুভাবে করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এক মনোরঞ্জক কথা মনে পড়িল, আপনাদের উহা শুনাইতেছি—এক বিদ্বান্—ইংরাজী পড়া ডাক্তারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহার সহিত দেখা হইলে তিনি আমায় বলিলেন, আমাদের আর্য্যদের মধ্যে বৈদ্য ক্রিয়া[২] করিবার যন্ত্রাদির প্রয়োগ মোটেই জানা ছিল না। তখন আমি সুশ্রুত গ্রন্থ হইতে যন্ত্রাধ্যায় বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলাম। তখন তাহার বিশ্বাস হইল যে, হ্যাঁ আর্য্যদের মধ্যে বৈদ্য ক্রিয়ার চাতুর্য্য ও যন্ত্রজ্ঞান অত্যন্ত বিলক্ষণ ছিল।

এবার বেদাঙ্গ বিষয়ে বিচার করা উচিত। বেদাঙ্গ ছয়টি।

১ শিক্ষা, ২ কল্প, ৩ ব্যাকরণ, ৪ নিরুক্ত, ৫ ছন্দশাস্ত্র, ৬ জ্যোতিষ অর্থাৎ গণিতবিদ্যা। এই গ্রন্থগুলির অধ্যয়নে বার বৎসর লাগে এবং এই সমস্ত (গ্রন্থ সমূহের) দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিতে উত্তম বৈশদ্য উৎপন্ন হয়। আজকাল কিছু এরূপ অনুচিত শিক্ষার রীতির প্রচলন হইয়াছে যাহাতে বুদ্ধিমান্ বিদ্যার্থীকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও দ্বাদশ বর্ষকাল মিলাইয়া ছাব্বিশ বৎসর পড়িলেও বিদ্যালাভ করিতে পারে না। ইহার কারণ—কেবল তোতা পাখীর ন্যায় প্রতারণা চলিতেছে[৩]। কোন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়া অথবা পাগলামী দ্বারা উৎপন্ন এই

১। মরাঠী সংস্করণে 'যম-সংহিতা' পাঠ আছে। সত্যার্থপ্রকাশ আদির সর্বত্র ময় সংহিতার উল্লেখ থাকায় এখানে আমরা ময় সংহিতা পাঠ রাখিয়াছে।

২। অর্থাৎ শল্যক্রিয়া—অস্ত্রোপচার। ৩। হিন্দী সংস্করণে 'নেত্রাধ্যায়' অপপাঠ, উর্দু সংস্কার মূলক প্রতীত হয়। সুশ্রুতে যন্ত্রাধ্যায়ের সূত্র স্থানের ৭ম অধ্যায় আছে।

৩। এই দূষিত প্রণালী প্রত্যেক শাস্ত্র বিষয়ে আছে, পরন্তু ব্যাকরণ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয়ানক স্থিতি রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদী আদির ক্রমানুসারে পাঠকারী বিদ্যার্থীকে সূত্র ও বৃত্তি, উদাহরণ, প্রসঙ্গ প্রভৃতি সব কিছু মুখস্থ করিতে হয়। কেননা, ভট্টোজী দীক্ষিত পাণিনীর সূত্রক্রমকে ভাঙিয়া নূতন ক্রম দ্বারা সূত্রের সন্নিবেশ করিয়াছেন। এ কারণ পাণিনীয় ক্রমানুসারে হওয়া অনুবৃত্তির জ্ঞান না হওয়ায় বৃত্তিও যাহা সূত্রের প্রায় ৪-৫ গুণ হয়, ইহা মুখস্থ করিতে হয়। যদি অষ্টাধ্যায়ী ক্রমানুসারে পাঠ করা হয় তাহা হইলে উদাহরণ প্রভৃতি মুখস্থ করিতে হয় না।

শিক্ষাপদ্ধতিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। প্রাচীন ঋষিগণ বিদ্যাস্নাতক হওয়ার অবধি ব্রহ্মচারী-বিদ্যার্থীর পক্ষে দ্বাদশ বৎকাল পর্যন্ত স্থির করিয়াছেন। আর উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু দ্বাদশ বৎসরে এই সমস্ত বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন এরূপ দেখা পাওয়া যায় এবং প্রাচীন রীতি অনুসারে যদি আজকাল শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা অধিক সময় এই কার্য্যে লাগিবে না। অস্তু।

এবার ষড় দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুটা বিচার করা হইতেছে।

প্রথম দর্শন,—জৈমিনি ঋষির রচিত **মীমাংসা**। ইহাতে ধর্ম ও ধর্মীর বিচার করা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণকে স্বীকার করা হইয়াছে।[১] ধর্মের লক্ষণ করিতে গিয়া **চোদনা** (=প্রেরক বেদ-বাক্য) ধর্ম, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর কণাদ মুনি বর্ণিত **বৈশেষিক** শাস্ত্র ইহা দ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র। ইহাতে দ্রব্যকে মুখ্য ধর্মী মানিয়া গুণ আদি ধর্মের নিরূপণ করিয়াছেন। ইনিও দুইটি প্রমাণ মানিয়াছেন[২] এবং ছয় পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন।

তৃতীয় গৌতম **ন্যায়** রচনা করেন। ইহাতে ধর্মীর ধর্ম ও ধর্মের ধর্মী কেন হয় না,[৩] এই বিচারকে ভিত্তি করিয়া বাদ আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রমাণ প্রমেয় ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধের নিরূপণ করিয়াছেন, তথা ষোড়শ পদার্থও স্বীকার করিয়াছেন।[৪]

এবিষয়ে কেহ কেহ বলেন—এই সব দর্শনের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে। বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ নাই। আমি ইহা মানি। এই কারণ [প্রথমে] বিরোধ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। যদি সমান অধিকরণে (=এক বিষয়ে) ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রাপ্তি ঘটে তাহা হইলে বিরোধ [হইবে] এবং ব্যধিকরণ (=পৃথক্ বিষয়ে) ভিন্ন মতের প্রাপ্তি ঘটিলে বিরোধ হয় না। এইভাবে ছয় দর্শন প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্তের[৫] কথন করেন। সর্বতন্ত্র[৬] সিদ্ধান্তের কথন করে না।

১। এখানে লিখনে কিঞ্চিৎ ভুল হইয়াছে। অনুরূপ লিখন পূর্ব পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, পরন্তু মীমাংসক শব্দ প্রমাণকেই ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ মানে। ইহা পরবর্তী পংক্তিতে স্পষ্ট লিখিত আছে।

২। এ স্থলে ও পাঠ সামান্য ভ্রষ্ট।

৩। এ স্থলে ও পাঠ সামান্য ভ্রষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ ধর্মীর ধর্মী ও ধর্মের ধর্ম কেন হয় না এইরূপ বলা অভিপ্রেত মনে হয়।

৪। সাংখ্যযোগ ও বেদান্ত বিষয়ে পরবর্তী ব্যাখ্যানে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। প্রত্যেক শাস্ত্রে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হয়। দ্র° ন্যায়দর্শন ১।১।২৯।।

৬। সমস্ত শাস্ত্রে সমান রূপে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। দ্র° ১।১।২৮।।

একাদশ প্রবচন

ইতিহাস বিষয়ক

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠে ভিড়ের বাড়ে তারিখ ২৮শে জুলাই[১] রাত্রি আট ঘটিকায় ইতিহাস বিষয়ে ব্যাখ্যান দেন, উহার সারাংশ—

ওম্ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ [২]

(ইহার পর ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে)

গৌতম ষোড়শ পদার্থ সমূহের নিরূপণ করিয়াছেন—

প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তা (ন্ত—অ) বয়বতর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞান্না-ন্নিশ্চয়াবগমঃ।[৩]

এবং আট প্রমাণ সমূহের বিবেচন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণের সাহায্যে অর্থের পরীক্ষণ হইবার পর সত্যাসত্য বস্তুর নির্ণয় হইয়া থাকে[৪]। প্রমাণগুলি এই—১. প্রত্যক্ষ, ২. অনুমান, ৩. উপমান, ৪. শব্দ, ৫. ঐতিহ্য, ৬. অর্থাপত্তি, ৭. সম্ভব, ও ৮. অভাব। এই আট প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে ঐতিহ্যের অন্তর্ভাব শব্দ প্রমাণে পরিগণিত। আর অবশিষ্ট তিনটির [অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব] অন্তর্ভাব অনুমানে হইয়া যায়[৫]।

প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা ও প্রমিতি ইহাদের লক্ষণ এইরূপ যথা—যাহা দ্বারা অর্থের সিদ্ধি হয়, উহাকে **প্রমাণ** বলে, যাহা অর্থজ্ঞানের বিষয় উহা **প্রমেয়**; যাহা নিশ্চয়কারী উহা **প্রমাতা** এবং অর্থের যে বি-জ্ঞান [বিশেষ জ্ঞান] উৎপন্ন করে উহা **প্রমিতি**।[৬]

যাহার সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে বলিয়া জানি, সেই জ্ঞানেও অনুমানের

১। শ্রাবণ কৃষ্ণ ১২, সংবৎ ১৯৩২ (দাক্ষিণাত্য আষাঢ় কৃষ্ণ ১২) ২। যজুঃ ২৫।২১॥

৩। দ্রষ্টব্য—ন্যায়দর্শন ১।১।১ সে স্থলের অন্তিম পদ **'নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'** আছে। মরাঠী সং ন্যায় দর্শনের সূত্র পঠিত। কিন্তু হিন্দী সংস্করণে কেবল ১৬ পদার্থের নাম দেওয়া আছে।

৪। **প্রমাণৈরর্থ পরীক্ষণং ন্যায়ঃ।** ৫। দ্রষ্টব্য ন্যায়দর্শন ২।২।১-১২।

৬ দ্রষ্টব্য—ন্যায়ভাষ্য ১।১।১। উপোদ্ঘাত।

প্রচুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত—একটি বস্তুর সম্মুখ ভাগ দেখিলে, সেই বস্তু সম্বন্ধে আমরা তাহার পূর্ণ আকার জানিতে পারি। ইহাতে বাস্তবিকতা [এই যে] দৃষ্ট বস্তুর পশ্চাৎভাগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে না এইরূপ হইলে অদৃষ্ট অংশের অনুমান করা ব্যতীত জ্ঞান হইতে পারে না। এমতাবস্থায় সম্মুখ ভাগের এক দেশী জ্ঞান দ্বারা অবশিষ্ট সমস্ত ভাগের অনুমান করিতে হয়। ইহা এই শঙ্কার সমাধান।

আবার কেহ কেহ এই রূপ পূর্ব প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, প্রথমে প্রমাণ, না—প্রথমে প্রমেয় ? ইহার উত্তর—উভয়ই [অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমেয়) এক সময়েই হয়। এ বিষয়ে যদি কেহ শঙ্কা করে যে, **"যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্"**[১] মনের লক্ষণ এই রূপ যে, উহাতে দুইটি বস্তুর জ্ঞান একসঙ্গে [একই কালে] হয় না। কিন্তু প্রমাণ ও প্রমেয় বিষয়ে এ নিয়ম খাটে না। কারণ অপরের জ্ঞান বিষয়ে যে প্রমাণ থাকে, উহা স্বীয় জ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রমেয় ও হয়। এই ভাবে প্রমাণ ও প্রমেয় সম্বন্ধে জ্ঞান একই কালে দুইটি। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে যাহাতে বিষয়টি উত্তম রূপে বোধ গম্য হয়। প্রদীপের প্রতি দৃষ্টি দাও, বিদ্যমান প্রদীপের প্রকাশ অপর বস্তুর প্রমাণ [অর্থাৎ দর্শন কারক] আবার সে স্বয়ং প্রমেয় ; এই দুইটি একই কালে সংঘটিত হয়। সূর্য্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, উহার সাহায্যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, আর যাহা সূর্য্যের প্রকাশ, যে সমস্তকে প্রকাশ করে উহা পরে দেখা যাইবে এরূপ তো হয় না। [প্রকাশ ও প্রকাশক] উভয়ই একই সঙ্গে দেখা যায়।

আবার, গৌতমের মতে সমস্ত দ্রব্য ধর্মী আর সমস্ত গুণধর্ম বিশিষ্ট। শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার কারী [আমাদের মত] নবীনদের পক্ষে গৌতম মস্ত বড় উপকার করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে বাক্‌ছল (ধোঁকা) দিবার এক রীতি ছাড়াইয়া পড়িতেছে। গৌতম এই বাক্‌ছলের লক্ষণ সুষ্ঠুভাবে করিয়াছেন। গৌতম সূত্র—

"অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তর কল্পনা বাক্‌ছলম্।[২]**"**

এ বিষয়ে উদাহরণ—কেহ বলিল, **'নব কম্বলোঽয়ং মাণবকঃ'**। এই বাক্যে 'নব' শব্দের দুইটি অর্থ—নব অর্থাৎ নূতন এবং নব অর্থাৎ নয় সংখ্যক, এই দুই প্রকার অর্থের দ্বারা কথার মারপ্যাঁচ ধরিবার যে চেষ্টা উহার নাম বাক্‌ছল। সাধারণ অর্থে নব শব্দের অর্থ নূতন, এ কারণ নয় সংখ্যক অর্থ ইহা হইতে বাহির

১। ন্যায়দর্শন ১।১।১৬॥

২। ন্যায়দর্শন ১।২।১২॥

করা সম্ভব নহে। গৌতম জাতি, ব্যক্তি[1] ও অকৃতি এ সকলের বিশদভাবে বিচার করিয়াছেন। [জাতির লক্ষণ]

"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ"[2]

এই লক্ষণ অনুসারে জাতি শব্দের প্রয়োগ মনুষ্য জাতি, পশু জাতি, ইত্যাদি যদি স্বীকার করা যায় উহা যথার্থ, আর যদি বর্তমান সময়ে জাতিভেদের অর্থ যে রূপ চলিতেছে উহার আধার এই লক্ষণা দ্বারা সিদ্ধ হইবে না।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বিবেচন যোগ শাস্ত্রে করা হইয়াছে।

মীমাংসাশাস্ত্রে ধর্ম ও ধর্মীর লক্ষণ করা হইয়াছে।

কণাদের শাস্ত্রমতে প্রমাণ ও প্রমেয়র বিচার কিরূপে করা উচিত সে সম্বন্ধে বিবেচন করা আছে।

এই তিন মীমাংসা বৈশেষিক এবং ন্যায়শাস্ত্র শ্রবণ ও মননকে উত্তমরূপে কিভাবে জানা যায় এ বিষয়ে নিরূপণ করা হয় নাই। সাধনকেই দ্বার করা হইয়াছে। এবার শ্রবণ মননের পর আর একটি সিঁড়ি আছে। সে কোনটি? সেটি সাক্ষাৎকার করা। এ বিষয়ে যোগ শাস্ত্রে বিচার করা হইয়াছে। যোগের লক্ষন সূত্র—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'**[3] নিবৃত্তির দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সেই নিবৃত্তি কি প্রকারের হওয়া উচিত এ বিষয়ের বিচার [জানা যায় যে,—কালে] সর্বপ্রকার বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইলেও বহির্মুখতা অথবা বাহ্য বিষয়ের প্রতি যেন আসক্তি না থাকে। জীব স্বভাবতঃ অন্তর্মুখী=বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকিলেও নিজের বশে থাকার নাম নিবৃত্তি। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—কোনও নদীর প্রবাহকে রুদ্ধ করা হইলে উহাতে জল কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে। এই রূপ বাহ্য বিষয় হইতে চিত্তের বৃত্তি সমূহকে সরাইয়া লইলে আপনা-আপনিই মনে সহজভাবে প্রাগল্ভতা আসে। এতাদৃশ যে যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উহার শুদ্ধ অর্থ হইল, বাহ্য বিষয় সমূহ হইতে নিবৃত্ত হওয়া। নিজের মনকে বাহ্য বিষয় সমূহের সহিত যুক্ত হইতে না দেওয়া অর্থাৎ সেই বিষয়ে আসক্ত না হওয়া। বাহ্য বিষয় সমূহের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না দেওয়া কেবল এরূপ নহে। যোগ-শাস্ত্রানুসারে একান্ত স্থানে বসিয়া সমাধিস্থ হওয়া চাই এরূপ বলা হইয়াছে। কারণ এই যে, একান্ত স্থানে বসিলে [বাহ্য বিষয় সমূহ হইতে] চিত্ত নিবৃত্ত হয়। যদ্যপি এরূপ হইয়া থাকে তথাপি সদা নিরিবিলি স্থানে থাকা ভাল নয়।

১। সমস্ত হিন্দী সংস্করণে 'মুক্তি' অপপাঠ আছে। মরাঠী সংস্করণে 'ব্যক্তি' শুদ্ধ পাঠ আছে।

২। ন্যায় দর্শন ১৷১৷৫৯॥ ৩। যোগ দর্শন ১৷২॥

[কেননা] নিরিবিলি স্থানে থাকিলে জ্ঞান-বৃদ্ধি হয় না। সৎসঙ্গতি দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। যোগ শাস্ত্রের প্রয়োজন—ঈশ্বর সাক্ষাৎকার।

'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'।[১] সূত্রটি এইরূপ। ইহাতে দ্রষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বর এইরূপ জানিবে।[২]

যোগী বিভূতি লাভ করে, যোগশাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে। অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি বিভূতি। এই সমস্ত ধর্মযোগীর চিত্তে উৎপন্ন হয়। সাংসারিক মানুষ মনে করে এ সমস্ত যোগীর শরীরে উৎপন্ন হয়। সে কথা ঠিক্ নয়। **অণিমা** অর্থাৎ মন অতিসূক্ষ্ম পদার্থ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়া পদার্থ সমূহের পরিমাণ (মাপ) করিয়া থাকে। সেইরূপ মন অতিস্থূল পদার্থ অপেক্ষাও বিশাল হইয়া মন দ্বারা তাহার জ্ঞান লাভ করিতে পারে উহাকে **গরিমা** বলে। এ সমস্ত মনের ধর্ম, শরীর দ্বারা ইহা জানিবার সামর্থ্য নাই। পুনঃ, এইরূপ শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসন, সাক্ষাৎকার হইলে জানিবে যে, যোগীর অনাময় (=ত্রুটি রহিত) নির্মল জ্ঞান লাভ হইয়াছে।

[মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন—]

"তত্র ধ্যানজং জ্ঞানং নিরাময়ম্।[৩] **তত্র ঋতংভরাপ্রজ্ঞা**।[৪] **যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি**।[৫] **অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্য পরিগ্রহা যমাঃ**।[৬]

এই কয়টি যোগের অঙ্গ। ইহাদের মধ্যে প্রথম 'যম' কি এবং 'নিয়ম' কি এ বিষয়ে উক্ত সূত্র আছে। এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে।[৭]

'স্থির সুখমাসনম্'[৮]

ইহা আসনের লক্ষণ। [যাহার উপর সুখ পূর্বক বসিয়া ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া যায় উহা আসন] তাহা হইলে বর্তমান কালের পাগল বা লোক দেখানে

১। যোগ দর্শন ১।৩॥

২। 'দ্রষ্টা'র এই অভিপ্রায় প্রকরণে স্বঃ দয়ানন্দ ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকার উপাসনাটি এই সূত্রের ব্যাখ্যা কালে লিখিয়াছেন। অন্য ব্যাখ্যাকার দ্রষ্টা অর্থে স্ব-আত্মা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অভিপ্রায়ও স্বঃ দয়ানন্দ হুগলী শাস্ত্রার্থে স্বীকার করিয়াছেন। দ্রঃ স্বঃ দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপন, প্রথম ভাগ, ৩০ পৃষ্ঠা।

৩। দ্রঃ **তত্র ধ্যানমনাশয়ম্**। যোগ ৪।৬॥ ৪। দ্রঃ **ঋতম্ভরা তত্রপ্রজ্ঞা**। যোগ ১।৪৮॥

৫। যোগ ২।২৯॥ ৬। যোগ ২।৩০॥ ৭। পূর্ব ব্যাখ্যান তৃতীয়। ৮। যোগ ২।৪৬॥

যোগীর দল বলে যে চুরাশী লক্ষ আসন আছে।[১] তাহাদের এইরূপ বক্‌বকানিকে কিরূপে স্বীকার করা যাইবে বলুন? এইভাবে প্রাণায়াম সম্বন্ধে তামাশা সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রাণায়ামের যথার্থ স্বরূপ কি উহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।[২] নাসিকা ও মুখ বাঁধিয়া 'প্রাণকে রুদ্ধ করিলে যদি কুম্ভক হয়, তাহা হইলে যে ফাঁসিতে ঝোলে, তাহার কুম্ভব প্রক্রিয়া লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। কুম্ভকের যথার্থ স্বরূপ এইরূপ— প্রাণবায়ুকে বাহিরে বাহিরেই রুদ্ধ করিয়া রাখা '**কুম্ভক**'। প্রচ্ছর্দন বিষয়ে (বাহিরে নির্গত করা) বিশেষ যত্ন বা প্রয়াস করিলে '**রেচক**' হয়। ভিতরে ভিতরে প্রাণকে রুদ্ধ করাকে '**পূরক**' বলা হয়। প্রাণায়ামের এই রূপ প্রকার জানিবে। ইহাই যথার্থ লক্ষণ। হঠ যোগের প্রক্রিয়াকে একেবারে ছেলে-খেলা বা তামাশা বলিয়া জানিবে। উহাতে '**বস্তি**' অর্থাৎ মলদ্বারের পথে জল উপরে উঠাইয়া সংশোধন করা, '**ত্রাটক**' অর্থাৎ অপলক নেত্রে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, '**নেতি**' অর্থাৎ নাসিকা পথে সূত্র প্রবেশ করাইয়া মুখ পথে নির্গত করা, '**ধোতি**' অর্থাৎ ধুতির একখণ্ড[৩] [মুখের পথে] পেটে প্রবেশ করাইয়া পুনরায় বাহিরে আনা। এইরূপ তামাশা—ছেলে-খেলা করিয়া ফটাফট্ (প্রয়াস) করিয়া যদি যোগে সিদ্ধিলাভ হয় তো করো। পরন্তু এই সমস্ত কর্মে রোগ সৃষ্টি অনিবার্য্য।

যোগে প্রাণায়াম বলা হইয়াছে, পরন্তু প্রাণায়াম কি? এ সম্বন্ধে সামান্য বিচার করা যাক্। প্রাণ অর্থাৎ শ্বাস, এবং আয়াম অর্থাৎ দীর্ঘতা। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্বাসকে নিরোধ করা। এ বিষয়ে আজকাল সাধারণ মানুষ সন্ধ্যায় কিরূপ চেষ্টা বা প্রক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। এইভাবে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্বাস নিরুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে [প্রাণায়াম] চিত্তের একাগ্রতায় কাজে লাগে।

'প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য'।[৪]

প্রাণায়ামের যথার্থ উপযোগিতা ইহাই যে, শ্বাস ও প্রশ্বাস সম্বন্ধে যোগ শাস্ত্রের নিয়ম সমূহের অনুসরণ করিলে নীরোগতা জন্মে।

১। ব্রহ্মাণ্ডে ৮৪ লক্ষ যোনি স্বীকার করা হইয়াছে। সেই প্রত্যেক যোনির অনুকরণে ৮৪ লক্ষ আসনের কল্পনা করিয়া থাকে। ৮৪টি আসন তো প্রসিদ্ধ আছেই।

২। প্রবচনের এই সংগৃহীত অংশ এই অংশটুকু পূর্বে উপলব্ধ হয় নাই।

৩। ধোতী ক্রিয়ার জন্য চার আঙুল বিস্তৃত ১৬-২০ গজ পর্য্যন্ত লম্বা মল—মল কাপড় ব্যবহার করা হয়।

৪। যোগ ১।৩৪॥

প্রত্যাহার অর্থাৎ ঈশ্বরে মন যুক্ত করা।

ধারণা অর্থাৎ দেশবন্ধে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বস্তু গ্রহণ করা।

ধ্যান অর্থাৎ আত্মা মন ও ইন্দ্রিয়কে কোনও বস্তুতে স্থির রাখিয়া সেই বস্তু সম্বন্ধে মনন করা।

সমাধি—অর্থাৎ ঈশ্বরে তল্লীন হওয়া।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তিনটিই যুগপৎ সিদ্ধ হইলে, সংযম হয়। এ বিষয়ে [বলা হয়] **ত্রয়মেকত্র সংযমঃ**।[১]

এইভাবে পতঞ্জলি মুনি উপাসনা-কাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। [অর্থাৎ উপাসনার পদ্ধতি বলিয়াছেন] আর কৈবল্য (= মুক্তি) পর্য্যন্ত সাধন সমূহের যোজনা করিয়াছেন। পরমেশ্বরে চিত্ত লীন করিতে হইলে মূর্ত্তিপূজা সাধন এরূপ কোথাও বলা হয় নাই। এই জন্য উপাসনার ব্যবস্থায় মূর্ত্তি পূজা আধার (সাহায্যকারী) নহে।

অতঃপর সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবৃত্তি কিরূপ ? উহা দেখুন। সাংখ্যশাস্ত্রের উপপত্তি পদার্থ সমূহকে গণনা করিবার জন্য জানিবে। সাংখ্য কর্ত্তা এই রূপ বলেন—

'ন বয়ং ষড্ পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ'।[২]

আবার এরূপও বলেন—**'অবিদ্যয়া বন্ধো ন ভবতি'**।[৩]

অবস্তর[৪] অভাব হইলে বিবেক হয়। এই রূপ সিদ্ধ করা হইলে এই প্রমাণ দ্বারা সাংখ্য শাস্ত্রের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ হয়না বুঝি ? যদি এরূপ কেহ বলেন তাহা হইলে বাহ্য দৃষ্টিমাত্র দ্বারা এই বিরোধ দৃষ্ট হয়। আর শাস্ত্রকার স্বীয় সিদ্ধান্ত বর্ণনাকালে এই রূপ বর্ণনাকে ক্রমবদ্ধ করিতে দেখা যায়। পরন্তু পরিশেষে সকলের সিদ্ধান্ত এক হইয়া পর্যবসান হয়। কারণ এই সাংখ্যশাস্ত্র অবিবেকের নিরূপণ করিয়া থাকে আর অজ্ঞান, অবিদ্যা, অবিবেক, ভ্রম এ সমস্ত একই।

অর্বাচীন অপর দেশের বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তত্ত্ব শব্দের লক্ষণ অসম্পৃক্ত বিভক্ত বা অযুক্ত বস্তু বিশেষ এইরূপ করিয়া আর্য্য শাস্ত্রকারদের পঞ্চভূত (অগ্নি, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ) ইহার যে মান্যতা আছে তাহার প্রতি দোষাপত্তি করিয়া থাকে, পরন্তু এ দোষ আসে না। কেননা, রূপ, রস, গন্ধ এই সমস্ত গুণের যে

১। যোগ ৩।৪॥ ২। সাংখ্য ১।২৫॥ ৩। এরূপ পাঠ আমরা পাই নাই। ইহা সন্দিগ্ধ মনে হইতেছে। ৪ এ স্থলে অবিবেক পাঠ হওয়া উচিত।

অধিকরণ উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। আর এগুলি পঞ্চভূত। সাংখ্যশাস্ত্রে ২৫টি পদার্থের নিরূপণ করা হইয়াছে।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহংকারোঽহংকারাৎপঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভযমিন্দ্রিযং পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল-ভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥

যাস্কাচার্য্য অলংকার শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।[১] বাৎসায়ন ইহার ভাষ্য করিয়াছেন। সেই আর্ষ্য গ্রন্থে বীভৎস ও অধর্মের রীতি বিষয়ে কামোৎপাদনকারী রস মোটেই নাই। আর আজ কালকার অলংকার শাস্ত্র দেখুন। উহা বীভৎস মিথ্যা শৃঙ্গার রসে পূর্ণ যথা—

"না লিঙ্গতা প্রেমভরেণ নারী বৃথা গতং তস্য নরস্য জীবিতম্"।

হে স্ত্রী! তোমার মুখ চন্দ্রমা তুল্য, ইত্যাদি। এরূপ উন্মত্ততাময় অলংকারে নিমজ্জিত একপত্নী ব্রতধারী যদি কোন পুরুষ থাকে, তাহার উত্তম শাস্ত্র বর্ণিত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবার যোগ্যতা থাকিতে পারে কি?

বেদান্ত ষষ্ঠ দর্শন, ইহার রচয়িতা ব্যাস। তিনি কার্য্য-জগৎ ও কারণ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করিয়া, কার্য ও কারণ এই দুই পদার্থের বিবেচন করিয়াছেন। ব্যাস আদি-সৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছেন। আর ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ভিন্নভিন্ন প্রকারের প্রলয় বর্ণিত আছে। বৈশেষিক দর্শনে আপরিমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রলয়ের বর্ণনা আছে। গৌতম পরমাণু পর্য্যন্ত প্রলয় বর্ণনা করিয়াছেন। সাংখ্য শাস্ত্রকার প্রকৃতি নিত্য ও মহত্তত্ব পর্য্যন্ত প্রলয় বর্ণনা করিয়াছেন আর বেদান্তে অত্যন্ত প্রলয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রলয়কালে পরমাত্মা এবং তাঁহার সামর্থ্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইভাবে ছয়টি দর্শনের কোথাও বিরোধ নাই। তাঁহাদের সকলের প্রকারে একবাক্যতা আছে, ইহাই দৃষ্ট হয়। অস্তু।

অতঃপর মূর্তিপূজা বিষয়ে পুনরায়[২] বিচার করা যাক্।

১। যাস্কমুনি কৃত কাব্যালংকার সূত্র এবং বাৎসায়ন মুনি কৃত ভাষ্যের উল্লেখ সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম সংস্করণ (১৮৭৫) এর ৭৮ পৃষ্ঠা তথা সংস্কার বিধির বেদারম্ভ সংস্কারেও এই সমস্ত পাঠ করিবার উল্লেখ আছে।

২। এই পাঠের পর ভণ্ডারকর শোধ প্রতিষ্ঠান পুনে হইতে প্রাপ্ত মরাঠী সংস্করণের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে উহাতে এই ব্যাখ্যানের পৃষ্ঠ ৫-৬ এর প্রতিকৃতি নাই। অনুমান হয় যে, পুনের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে এই পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। আমরা এই পৃষ্ঠার সংশোধন শ্রীহরি সখারাম তুঙ্গার সম্পাদিত মরাঠী সংস্করণের অনুসারে করিয়াছি। পুনের মূল প্রতির সহিত তুঙ্গার দ্বারা সম্পাদিত পাঠে অতি সামান্য পার্থক্য আছে।

পারস্কর[১] ও আশ্বলায়ন এই দুই গ্রন্থে[২] মূর্ত্তি পূজার নাম গন্ধও নাই। মানবকল্প সূত্রেও মূর্ত্তি পূজার উল্লেখ নাই। এই সমস্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচনা করা হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে মূর্ত্তি পূজা থাকিলেও তাহাদের যোগ্যতা[৩] কি আছে? এ সব কথা বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জানেন। এই দৃষ্টিতে ইহাতে মূর্ত্তি পূজার পক্ষে শাস্ত্রীয় আধার মোটেই নাই।

এবার আবার ইতিহাসের বিষয়ে আসিতেছি। শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। তাহার গর্ভে দুই পুত্র জন্মলাভ করে। উহাদের একজনের নাম চিত্রাঙ্গদ ও অপর জনের নাম বিচিত্রবীর্য্য। পরে ভীষ্ম কাশী রাজার নিকট হইতে তিন কন্যা আনিলেন। অম্বা শল্যকে[৪] বিবাহ করিল। আর অবশিষ্ট দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকা ইহাদের চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ হয়।[৫] ইহাদের বংশ বিস্তার ঘটিল না। তখন ব্যাসের সহিত নিয়োগ হওয়ায় পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও দাসী-পুত্র বিদুর, ইহাদের জন্ম হয়।

পাণ্ডু দুইজনকে বিবাহ করেন। একজনের নাম কুন্তী, অপরের নাম মাদ্রী। মাদ্রী ইরাণের রাজকন্যা ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী ইনি কাবুল কন্ধার বাসীনী। গান্ধারীর ভাই শকুনি কাবুল কন্ধারের রাজা ছিলেন। তিনি দুর্যোধনের সহিত হস্তিনাপুরে থাকিতেন। কুন্তী ও মাদ্রী ইহারা দুইজনে সন্ততির কামনায় নিয়োগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে [কুন্তী] বায়ু, ইন্দ্র এবং যমের[৬] সহিত নিয়োগ করিয়া, তাঁহাদের ঔরসে যথাক্রমে ধর্ম[৭], ভীম ও অর্জুন[৮] উৎপন্ন হয়। আর ঐভাবে অশ্বিনী কুমারের সহিত নিয়োগ করিয়া নকুল ও সহদেব উৎপন্ন হয়।

১। হিন্দী সংস্করণে 'পরাশর' পাঠ আছে। তুঙ্গার মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থের মরাঠী সংস্করণে পারস্কর পাঠই আছে।

২। পারস্কর গৃহ্য সূত্র অতএব এ স্থলেও আশ্বলায়নও গৃহ্যসূত্র জানিতে হইবে।

৩। অর্থাৎ প্রামাণিকতা।   ৪। 'শান্ব' নাম হওয়া উচিত।

৫। এইরূপ বর্ণনা সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম সংস্করণ (সন ১৮৭৫ (পৃষ্ঠা ১৪৬ ৩য় সংশোধিত সত্যার্থ প্রকাশ পৃষ্ঠা ১৯২ (রামলাল কপূর ট্রাষ্ট মুদ্রিত আদশ সং ২) এ পাওয়া যায়। পরন্তু মহাভারত অনুসারে চিত্রাঙ্গদ অবিবাহিত অবস্থাতেই মারা যায়। বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ অম্বা ও অম্বালিকার সহিত হয় (মহাভারত আদি॰ ১০২।৬৫)। অতএব এখানে বিচিত্রবীর্য্যেরই দুই স্ত্রীর সহিত নিয়োগ হইয়াছিল এরূপ জানা উচিত।

৬। যম অর্থাৎ ধর্ম।   ৭। ধর্ম অর্থাৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

৮। এস্থলে যম হইতে ধর্ম, বায়ু হইতে ভীম ও ইন্দ্র হইতে অর্জুন উৎপন্ন হয় এইরূপ সম্বন্ধ জানিবে।

ইন্দ্র বায়ু [যম] এ সমস্ত মনুষ্যদের নাম জানিবেন। নচেৎ বায়ু হইতে সন্তান উৎপত্তি হইয়াছিল এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রের একটি মাত্র স্ত্রীর গর্ভ হইতে শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা বলা অসম্ভব।

এই সমস্ত প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে স্বয়ংবর হইত। আজকালের মত ছাগী বিবাহ অথবা পশু বিবাহ[১] হইত না। মারওয়াড়ীরা সবাইকে মাত করিয়াছে। [অর্থাৎ সবাইকে হারাইয়া দিয়াছে] তাহারা সন্তানের গর্ভে থাকা কালেই বাঙ্‌নিশ্চয় (বাক্-দান) করিয়া দেয়। ইহা আবার কি ? ধর্ম, অর্থ ও কাম এসব সম্বন্ধে বিবাহকালেই প্রতিজ্ঞা হইয়া থাকে। সেই প্রতিজ্ঞাকে [উচিত-উপযুক্ত] বয়সে না করিয়া পুত্র ও পুত্রী কিভাবে পূর্ণ করিতে পারিবে ? প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে সকলের পক্ষে বিদ্যাভ্যাস করা আবশ্যক—এইরূপ নিয়ম ছিল। বিদ্যার্জ্জন করিয়া বিবাহের জন্য বধূ ও বর উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজসভা বিবাহে সম্মতি দিত না। অস্তু।

জন্মেজয়ের রাজত্বকাল পর্যন্ত চার বর্ণের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার হইত এবং সামাজিক নিয়ম, রাজসভা, ধর্মসভা, বিদ্যাসভার ব্যবস্থানুসারে যথাবৎ চলিত। চার বর্ণের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার চলিত। এ সম্বন্ধে প্রমাণ—রাজসূয় পর্ব[২] এবং অশ্বমেধ পর্বে বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিলে ভালভাবে জানা যাইবে। মনু বলিয়াছেন যে,—

নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যে যচ্চ প্রসারিতম্[৩]।

প্রাচীনকালে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল।[৪] আজকাল তো সমস্ত [ব্যবস্থা] উল্টাইয়া গিয়াছে। এক আধটা তৃণকে খণ্ড করিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু আমাদের ধর্মকে খণ্ডিত করিতে বিলম্ব হয় না। টিকি মুক্ত রাখিয়াছ কি ধর্ম গিয়াছে, অঙ্গরখা (জামা) লম্বা পরিয়াছ কি ধর্ম গিয়াছে। অন্নপান গ্রহণের প্রতিবন্ধ তো অতীব কঠোর হইয়াছে। যোদ্ধবৃন্দের পক্ষে যদি এইরূপ বাধা-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তাহা হইলে মন প্রাণ দিয়া সংগ্রাম করা তো দূরের কথা কোন ঠাসা অবস্থায় পড়িবে ; কেননা তাহাদের সমস্ত শক্তি পবিত্রতা রক্ষার জন্য

১। অর্থাৎ অজা ও পশুর কান ধরিয়া অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ কন্যার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

২। মহাভারতের সভা পর্বের অন্তর্গত। ৩। মনু ৫।১২৯॥

৪। অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়ো ভবতি ধর্মতঃ।
মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ নিরুক্ত ৩।৪ এ উদ্ধৃত।

চৌকায়[১] থাকিয়া যাইবে। প্রাচীনকালে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজা ও ঋষি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ একই পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন। এবম্বিধ রীতি শিখদের মধ্যে রণজিৎ সিংহের সময় পর্যন্ত ছিল। ব্যর্থ অসত্য কথার জোরে তো কখনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের গোঁড়ামী খাড়া করে, পরন্তু সেই গোঁড়ামি হিং চিনি এই সমস্ত পদার্থ সেবন করিবার সময় কোথায় যায়? চোখে পড়িলেই যত দোষ? এইরূপ হইলে, যদি কেহ ভুল করিয়া (=না দেখিয়া) ভাঙ্ খাইয়া ফেলে তাহা হইলে কি ভাঙের নেশার প্রভাব পড়িবে না?

মুখ্য জাতিদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ জাতির আধিক্য থাকায় জাতি-সম্বন্ধীয় ব্যয় বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেহ মরুক অথবা কাহারও বিবাহ হোউক্ বা না হউক গুজরাতে সকলকে ভোজন করাইতে হয়। ইহার মানে কি? একজনের মৃত্যু আর তাহার পরিবারকে ঋণে জন্মজন্মান্তর নিমজ্জিত করা। ইহা অপেক্ষা বড় পাগলামী আর কি হইতে পারে? যাক্ এই সমস্ত জাতির ঝগড়া এবং পান-ভোজনে প্রতিবন্ধ থাকায় যুদ্ধে কত রকমের বাধা সৃষ্টি হয়, এ বিষয়ে এক ঘটনা শুনাইতেছি, উহা শুনিবার যোগ্য।

পাঞ্জাবের রাজা রণজীত সিংহের হরি সিং [নলওয়া এক প্রসিদ্ধ] সর্দার ছিল। একবার সে কাবুল কান্দাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া কাবুল কান্দাহার অধিকার করিয়া লইল। সে সময় "হিন্দু শত্রু" এই ধারণা লইয়া মুসলমানেরা এক ফন্দী আঁটিল। সে ফন্দীটি হইল, ইহাদের জন্য যে সমস্ত ভোজন সামগ্রী আসিতেছিল, উহা পথেই আটকাইয়া দিল। বেলা দ্বিপ্রহর, সে সময় হরি সিংহের সিপাহীরা ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তখন স্বভাবতঃ সমস্ত সিপাহী হরি সিংহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর হরিসিং এক বিপরীত যুক্তি আবিষ্কার করিল। সে সিপাহীদের আজ্ঞা দিল যে, মুসলমানদের যত খাদ্যদ্রব্য আছে সব একত্র কর। রাজার আজ্ঞানুসারে সিপাহীরা অন্ন একত্র করিবার জন্য আক্রমণ শুরু করিয়া দিল আর মুসলমানরা নিজেদের জন্য যে অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিল [সে সমস্ত লুটপাট করিয়া আনিল আর] স্তূপাকারে হরিসিংহের

১। তথা কথিত জাতিকে পবিত্র রাখিবার জন্য ভোজনালয়ে বা গৃহের ভোজন স্থানকে খণ্ড খণ্ড ভাগে ভাগ করিয়া মাটির আল দিয়া সীমা বাঁধা হইত, কোথাও কোথাও খড়ির দাগ কাটিয়াও সীমা বাঁধা হইত। ভিন্ন ভিন্ন তথা কথিত জাতি যদি সেই সীমার মধ্যে ভোজন করে তাহাতে কাহারও জাত যাইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সেই সীমারেখাকে চৌকা বলা হয়। (অনুবাদ

সম্মুখে রাখিয়া দিল। অতঃপর হরিসিংহ বলিল—একটা শূকরের দাঁত আনো [তাহারা দাঁত লইয়া আসিল] হরিসিংহ সেই অধিকৃত অন্নের চারিদিকে বুলাইয়া অন্ন শুদ্ধ করিয়া দিল এবং সিপাহীদের আদেশ দিল যে, এবার এই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য শুদ্ধ করা হইয়াছে। হিন্দুদের এই অন্ন ভোজনে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। ইহার পর সিপাহীরা সেই অন্ন ভোজন করিয়া বিপন্মুক্ত হইল। তাই বলি এইরূপ শূরতা ব্যতীত আমাদের উদ্ধার হইবে না। শ্রবণকারী, তোমরা বিচার বিবেচনা করো।

———

দ্বাদশ প্রবচন

ইতিহাস বিষয়ক

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠের ভিড়ের বাড়ে তাং ৩১শে জুলাই[১] রাত্রি আটটায় ইতিহাস বিষয়ক যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ইহা উহার সারাংশ—

"ওম্ যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।
শং নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ পশুভ্যঃ ॥[২]

(এই ঋচা পাঠ করেন।)

(ইতিহাস পরবর্তী)

পূর্ব প্রসঙ্গে প্রাচীন আর্য্যদের ইতিহাস চিত্রাঙ্গদ এবং [বি] চিত্রবীর্য্য ইহাদের শাসনকাল পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে অনেক বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালনের রীতি প্রচলিত ছিল। বাল্য বিবাহের প্রচলন একেবারেই ছিল না। কারণ প্রাচীনকালের বর্ণনায় যাবতীয় প্রসঙ্গে স্বয়ংবরেরই বর্ণনা পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহ কেবল শূদ্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল ব্রাহ্মণ আদি তিন বর্ণের মধ্যে। বিধবা বিবাহের নিষেধাত্মক পক্ষ উপস্থিত করিয়া, উহার খণ্ডন করিবার ইচ্ছা আমার নাই, পরন্তু, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ঈশ্বরের নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সমান। কারণ, ঈশ্বর ন্যায়কারী। অতএব তাহার মধ্যে পক্ষপাতিত্বের লেশমাত্র থাকা সম্ভব নহে যদি পুরুষের মধ্যে পুনর্বিবাহ করিবার স্বাধীনতা থাকে, স্ত্রীদের মধ্যে পুনর্বিবাহ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে না কেন? প্রাচীনকালের আর্য্যরা জিতেন্দ্রিয়, বিচারশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। আজ-কালকার মানুষ অনার্য্য হইয়া গিয়াছে। পুরুষ সে যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, দেশ, কাল পাত্র ও শাস্ত্র মর্য্যাদার কোনও বন্ধন নাই। ইহা কি অন্যায় নহে? ইহা কি অধর্ম নহে?

প্রাচীন কালের আর্য্যদের মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ীদের ন্যায় বিদুষী নারী জন্ম লইয়াছে। [আজকাল] "নারীর বিদ্যা লাভের অধিকার নাই, সে শূদ্রের তুল্য" এইরূপ অর্বাচীন পণ্ডিতদের পাগলামী ভরা বক্তৃতা [আপনারা] মোটেই যেন না শোনেন, মুহূর্তে উহার খণ্ডন করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবেন।

১। শ্রাবণ কৃষ্ণা ১৪, সং॰ ১৯৩২, (দাক্ষিণাত্য মতে আষাঢ় কৃষ্ণা ১৪)।

২। যজুঃ ৩৬।২২ ॥

বর্তমান কালে আমাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহের যদি প্রচলন না থাকিত, তাহা হইলে বিধবাদের সংখ্যা কম হইত, আর এত নব-জাতক হত্যা হইত না এবং মানুষের মধ্যে রোগও অল্প হইত। প্রাচীন কালের আর্য্যদের মধ্যে এক-আধজন ধনাঢ্য ব্যক্তি নিঃসন্তান হইত বলিয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করিবার জন্য আর্য্য-সভায় বিচার করা হইত। বিধবা স্ত্রী থাকিলে পুত্রোৎপত্তি করিবার জন্য তাহাকে নিয়োগের আদেশ দেওয়া হইত। অবশিষ্ট প্রসঙ্গ বিষয়ে বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদের ন্যায় কুলও নিয়োগের উপর নির্বাহ হইত। নিয়োগ ও পুনর্বিবাহে তফাৎটি কোথায়? এ বিষয়ে কেহ যদি বিচার করিতে চায়, তদুত্তরে বলিব—পুনর্বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পতি-পত্নী রূপে জন্মাবধি সম্বন্ধ থাকে। আর যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা দ্বিতীয় পতির মানা হইত। [ইহার বিপরীত] নিয়োগের সম্বন্ধ এক অথবা দুইটি সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত সীমিত থাকিত। ইহার পর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটিত। [অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিত না] সে এক অথবা দুই পুত্র পূর্বপতির বলিয়া গণ্য করা হইত এবং তাহার নামেই চালাইত। আর্য্যদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অপেক্ষা নিয়োগই প্রশস্ত। কারণ, স্ত্রী যদি বিধবা বিবাহের অনুমতি পায় তাহা হইলে স্ত্রীরা পূর্ব পতিকে বিষ দিয়া মারা আরম্ভ করিবে আর প্রথম পতির সম্পত্তি লইয়া স্ত্রী অপর পতির সহিত বিবাহ করিবে। এমতাবস্থায় অনায়াসে এইরূপ স্ত্রী এবং এইরূপ পতির মধ্যে পূর্ব পতির আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মেলা গোলমাল খাড়া হইবে। যে বিধবার বিবাহ হইত, সে শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত হইত। অস্তু।

> "মম হৃদয়ে হৃদয়ং তে অস্তু মম চিত্তং চিত্তেনাম্বেহি।
> মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তি ॥[১]

১। দ্রঃ হিরণ্যকেশিগৃহ্যসূত্র ১।৫।১১। গৃহ্য সূত্রের অন্তিম চরণ "বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্" আছে। এ মন্ত্রটি হিত গৃহ্য সূত্রে উপনয়ন প্রকরণে পঠিত হইয়াছে। প্রবক্তা বিবাহ প্রকরণের প্রতিজ্ঞায় উদ্ধৃত করিয়াছে। এই গৃহ্যসূত্রের বিবাহ প্রকরণে এ মন্ত্রটি নাই। পরন্তু অন্য গৃহ্য সমূহে উল্লিখিত মন্ত্র পাঠানুসারে এ স্থলে 'বৃহস্পতিস্ত্বা'র পরিবর্তে প্রজাপতিস্ত্বাকে ঊহ করিয়া বিবাহ প্রকরণ যোগ্য উপপন্ন হইয়া যায়। যথা—পারস্কর 'গৃহ্যসূত্র' অনুসারে উপনয়ন প্রকরণ ২।২।১৬তে মন্ত্র আছে—

> "মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।
> মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযনক্তু মহ্যম্ ॥"

এই রীতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা থাকায় বাল্যকালে বিবাহ হইলে, বলুন তো ছেলে মেয়ে তো ইহার কোনও অর্থই জানে না এবং সেই [মন্ত্র সমূহের] অর্থ কেহ খুলিয়া বলেও না। আজকাল যাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত তাঁহারা বলেন যে, কেবল মন্ত্র শ্রবণেই পুণ্য লাভ হয়, সে মন্ত্র পাঠকারীর মন্ত্রের অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিলেই সমস্ত বিধি অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। চমৎকার তোমাদের সামাজিক ব্যবস্থা! বর্তমান কালের সামাজিক ব্যবস্থা দৃষ্টে 'বিধবা-বিবাহ যে সর্বপ্রকারে ভালো' একথা স্বীকার করিতে হয়। আর এই ব্যবস্থা প্রাচীন আর্য্যদের ব্যবহার বিরুদ্ধ নহে। ঋগ্বেদের এক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা আছে উহা দেখা উচিত।

"কুহস্বিদ্ দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥"

ঋ০ সং।[১]

প্রাচীনকালে গৃহী স্বীয় স্ত্রীকে সকল সময় নিজের কাছে রাখিয়া প্রবাস যাপন করিত। এইরূপ ব্যবহারের সহিত পূর্ববর্ণিত মন্ত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে। **বিধবা দেবরমিব** এই মন্ত্রে যে দেবর শব্দ আছে উহার অর্থ 'পতির ছোট ভাই' এরূপ অর্থ করা অশুদ্ধ। নিরুক্তে 'পুনর্বিবাহিত স্ত্রীর দ্বিতীয় পতি' দেবর এইরূপ অর্থ লিখিত আছে।

দেবরঃ কস্মাৎ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে। নিরুক্ত[২]

ঋগ্বেদে **উদীর্ষ্ব নারি**[৩] এইরূপ মন্ত্র আছে। উহা দেখিতে অনুরোধ করি।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রের বিবাহ প্রকরণে (২।৮।৫) এই মন্ত্রটি **'বৃহস্পতিস্ত্বা'**র স্থলে **'বৃহস্পতিস্ত্বা'** পাঠভেদ করিয়া পঠিত হইয়াছে। উপকরণের সম্বন্ধ বিস্তার সহিত রহিয়াছে। উহার দেবতা প্রজাপতি, এইভাবে একই মন্ত্র যথোচিত দেবতাকে উহ স্ব প্রকরণানুসারী হইয়া যায়। অতএব এস্থলে প্রস্তাব মতে বিবাহ প্রকরণে উক্ত মন্ত্রে 'প্রজাপতিস্ত্বা' উহ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে এইরূপ তাৎপর্য জানিবে।

১। ঋ০ ১০।৪০।২॥ মরাঠী সংস্করণে মন্ত্র পাঠ যে অশুদ্ধ ছাপা হইয়াছিল উহা দূর করা হইয়াছে।

২। নিরুক্ত ৩।১৫॥ নিরুক্তের উক্ত পাঠ মরাঠী সংস্করণে প্রথমে 'ঋগ্বেদে···দ্রষ্টব্য' অস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। ঋ০ ১০।১৮।৮॥ সম্পূর্ণ মন্ত্র পাঠ এইরূপ—

"উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূব ॥

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। উহা এইরূপ—পতির জীবিত অবস্থাতেও সন্তান রাহিত্য আদি বহু প্রসঙ্গে নিয়োগের আদেশ পাওয়া যায়। নিয়োগ দশবার করিবার আদেশ ছিল।

> "সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
> তৃতীয়োঽগ্নিষ্টে পতিঃ তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ" ॥ ঋ০ সং[১]
> "ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ়্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
> দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥[২]

এই মন্ত্রের অসঙ্গত অর্থ করা হইয়াছে, ইহা গ্রহণ যোগ্য নহে। সজাতীয় পতি তো পতি নহে, তাহা হইলে শুধু শুধু ব্যর্থ ইন্দ্র বায়ু ইত্যাদি বিজাতীয়কে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ?[৩]

আবার নিয়োগ সম্বন্ধে মনু এরূপ বলিয়াছেন—

> দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্‌ নিযুক্তয়া।
> প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥[১]

প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে পতির জীবিত অবস্থাতেও নিয়োগ হইত। এ বিষয়ে [মহা] ভারত কথার প্রচুর উদাহরণ আছে।

ব্যাস মহান্ পণ্ডিত ও ভদ্র পুরুষ [ধর্মাত্মা] ছিলেন। তিনি [বি] চিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদার পত্নীর সহিত নিয়োগ করেন এবং তাহাদের একের গর্ভ হইতে ধৃতরাষ্ট্র ও দ্বিতীয়ের গর্ভ হইতে পাণ্ডু এই দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহার পর পাণ্ডুর জীবিত কালে তাহার স্ত্রীরা পর পুরুষের সহিত নিয়োগ করিয়াছিলেন। এ বর্ণনা পূর্বে করা হইয়াছে। এই ভাবে [নিয়োগের] সে কালে প্রচলন ছিল। এ কারণ পুনর্বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন হইত না। বর্তমান সময়ে নিয়োগ ও ও পুনর্বিবাহ উভয় বন্ধ হওয়ায় এ কালে আর্য্যদের মধ্যে যে ভ্রষ্টাচার ছড়াইয়া

১। ঋ০ ১০।৮৫।৪০॥ ২। ঋ০ ১০।৮৫।৪৫॥

৩। এ স্থলে যে অর্থটিকে অসঙ্গত বলিয়াছেন, উহা কোন্ ভাষ্যকারের প্রতি সংকেত উহা আমাদের জানা নাই। ইন্দ্র বায়ু আদিকে টানিয়া আনিয়া ১০–১১ দশ এগার সংখ্যার পূর্তি কে করিয়াছে ইহাও আমাদের জানা নাই। ইহাও হইতে পারে যে, পূর্ব বর্ণিত পাণ্ডুর স্ত্রীতে ইন্দ্র, বায়ু যম অশ্বিনীকুমার দ্বারা নিয়োগের যে স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে পৌরাণিক ইন্দ্র আদিকে সজাতীয় মনুষ্য স্বীকার না করিয়া বিজাতীয় দেব স্বীকার করিয়াছেন, হয়ত উহার প্রতি সংকেত করা হইয়াছে।

পড়িয়াছে উহা আপনারা বিচার করুন। সহস্র সহস্র গর্ভপাত করান হইতেছে। দুইটি ভ্রূণ হত্যা হইল—অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হত্যা হইল। এইভাবে আমাদের দেশে কত ব্রহ্মহত্যা হইতেছে অনুমান করুন। ইহার গণনা হওয়া কঠিন। কিন্তু এই সমস্ত পাপের বোঝা বর্তমান কালের আর্য্যদের উপর চাপিয়া আছে।

প্রাচীন উৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ভঙ্গ হওয়ায় দেশের কিরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে, উহা দেখুন। বেদ মার্গকে একদিকে সরাইয়া পুষ্টি মার্গ উজ্জ্বল হইতেছে। মহন্ত ও মহারাজদের চতুর্দিকে এদিকে ওদিকে চাঞ্চল্য [অর্থাৎ রাজাদের ন্যায় ঠাট বাট যুক্ত আছে]। দেবালয় মন্দির ও মঠ সমূহে পাপের আসর জমিয়া আছে। কত শত গর্ভপাত হইতেছে তাহার খবর কে রাখে। এই সমস্ত পাপও দুরাচার অনর্থের কারণে হইতেছে। অস্তু।

যতদিন সামাজিক ব্যবস্থার উপযুক্ত বিচার ধারার বল প্রবর্ত্তন করা না হইবে, আর ভট [স্বার্থপর ও লম্পট] ভিক্ষুকদের এবং শাস্ত্রীদের কথায় লোকাচারের প্রাবল্য চলিবে এবং 'এতদিন চলে আসছে' এই মনোবৃত্তি জনমানসে আসন পাতিয়া থাকিবে ততদিন দেশের উন্নতি কখনও হইবে না। মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে পরম্পরাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে যদি পিতা দরিদ্র হয় তাহা হইলে কি পরম্পরা অভিমানে মানুষ দরিদ্র হইয়া থাকিবে? পিতা অন্ধ ভাল কথা, পরম্পরা [যাহা চলিয়া আসিতেছে] ক্রমের অভিমানে মানুষ চোখ ফুটো করিয়া অন্ধ হয় বুঝি?

মধ্যযুগের মিথ্যা পরম্পরাগত অভিমান আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে এবং সত্য ও সদুপদেশদানকারী ঋষি, মুনি ও বেদ বর্ণিত পরম্পরার অভিমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখা কর্তব্য। অস্তু।

এবার পুনরায় ইতিহাসের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছি—

রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বভাবতঃ কপট প্রবৃত্তির ছিলেন এবং পাণ্ডু স্বভাবতঃ ছিলেন শুদ্ধ (=ধর্মাত্মা)। পাণ্ডুর এক স্ত্রীর সহমৃতা হওয়া বেদ আজ্ঞা বহির্ভূত। অতএব বেদ-বিরুদ্ধ এই কুরীতি, সহমৃতা হইবার ব্যাপার রাজা পাণ্ডুর কালে প্রথম ঘটিয়াছিল। উভয়ে কৌরব পাণ্ডবদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে অতি উত্তম ধ্যান দিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্রদের এবং পাণ্ডুর পুত্রদের দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ যুদ্ধ-ক্রিয়ার কর্মে অগ্রণী হইতেন। ইহার পর গুরুর নিকট অর্জ্জুন ধনুর্বেদ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক অধ্যয়ন করিয়া যুদ্ধ-ক্রিয়ার উত্তম যোগ্যতা ও কীর্ত্তি অর্জন করেন। অর্জ্জুনের সমকক্ষ

একজন ছিলেন, তিনি কর্ণ। পরন্তু কর্ণ সূতপুত্র ছিলেন অর্থাৎ লঘু স্থিতির ছিলেন। এ কারণ কর্ণ তিরস্কৃত হন। কিন্তু কর্ণের পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া অর্জুনের প্রতিশোধ লইবার জন্য দুর্য্যোধন তাহাকে বঙ্গের রাজা করিয়া তাহাকে ক্ষত্রিয় বর্ণের অধিকারী করেন। এই ভাবে এই প্রাচীন রাজকুলে দুরভিমান উৎপন্ন হইয়া ঝগড়া বিবাদ হয় এবং সেই ঝগড়া বিবাদের জন্য নিজ সম্পূর্ণ আর্যবর্তের দুর্দশা হইয়াছিল। উহা অবর্ণনীয়।

সে সময় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 'কনক' নামক এক কামুক নীচ ছ্যাচ্‌ড়া শাস্ত্রী থাকিত। সে ধৃতরাষ্ট্রের মনে অসঙ্গত পরামর্শ পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দিতে থাকিত। তাহার পর এই দুষ্ট শাস্ত্রীর কু-পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্রের মনে লাক্ষা গৃহ নির্মাণ করিয়া পাণ্ডবদের সহিত প্রবাঞ্চনা করুন এই ভাব ভরিয়া দেয়। আর রাজ সভার ব্যবস্থা তো প্রথম হইতেই বিকৃত হইয়া ছিল। রাজ সভার অধিকার এক ব্যক্তির নিকটই ছিল তাহার উপর শকুনি', দুঃশাসন, ধৃতরাষ্ট্র'[১] তথা 'কনক' শাস্ত্রীর কুচক্রময় পরামর্শে যে সমস্ত রাজ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছিল, উহার ভয়ানক পরিণাম স্বরূপ কুল-নাশ, দেশ-নাশ, কিরূপ হইয়াছিল উহার বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যাইবে।

দুর্য্যোধনের চণ্ডাল চক্রের উদ্দেশ্যের বিষয় বিদুর জানিতেন। বিদুর বর্বর দেশের ভাষায় লাক্ষা-গৃহ বিষয়ের পরিজ্ঞান যুধিষ্ঠিরকে করাইয়া দিয়াছিলেন। বর্বর ভাষা ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) ভালভাবে জানিতেন। এ কারণ পাণ্ডবরা সতর্ক হইয়া সংকট উত্তীর্ণ হয় [অর্থাৎ লাক্ষাগৃহের অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পায়]। এরূপ বর্ণনা আছে।

দ্যাখো, ভীষ্ম, বিদুর [ও যুধিষ্ঠির] ইহারা নানা প্রকার ভাষা জানিতেন। এবং তাঁহারা ম্লেচ্ছ ভাষা সমূহের মধ্যে আরবী ভাষাই বলিতেন। এই কথা আজকালকার শাস্ত্রীদের নিকট যদি বলো, যে ম্লেচ্ছ ভাষা অথবা যাবনী ভাষা শিক্ষা করায় কোনও দোষ নাই। একথায় তাহার বলিবে—

> "ন বদেদ্ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠ গতৈরপি।
> হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈন মন্দিরম্ ॥"

এই শ্লোক শুনাইয়া শাস্ত্রীর দল আমার মত খণ্ডন না করিয়া চুপ থাকিবে না।

১। এস্থলে 'ধৃতরাষ্ট্র' না হইয়া 'দুর্য্যোধন' শব্দ হওয়া উচিত।

মৎস্যবেধ সম্বন্ধে অর্জুনের ভূয়সি প্রশংসা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শূর কুশল পুরুষ বিরল হইয়াছে [অর্থাৎ নাই বলিলেই চলে], এরূপ নহে। আমি রাজপুতদের মৎস্যবেধ অপেক্ষাও অপর নানাপ্রকারের কঠিন বেধ করিতে দেখিয়াছি।

কর্ণের সামান্য মাত্র অপমানের[১] কারণ সে দ্রৌপদীকে [রাজ সভায় ডাকিয়া আনিয়া] যন্ত্রণা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এ কথা সকলেরই জানা আছে।

রাজসভা নির্ণয় করিল যে, রাজ্যভার যুধিষ্ঠিরের হাতে থাকা উচিত। [অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরকে রাজা করা হোক] কিন্তু অত্যাচারের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র [অধিকার] করতল-গত করেন। ইহার পর যে সমস্ত কষ্ট পাণ্ডবদের ভোগ করিতে হইয়াছিল সে কথাও সকলে জানে। ইহার পর যখন পাণ্ডবদের হাতে বৈভব আসে তখন তাহারা রাজসূয় যজ্ঞ করে এবং 'ময়' নামক এক প্রসিদ্ধ শিল্পীর সাহায্যে তাহারা এক বিলক্ষণ সভা রচনা করে। (প্রাচীন আর্য্যদের শিল্প বিদ্যার ইতিহাস শ্রবণ যোগ্য)।[২] যাহা হউক।

এই রাজসূয় যজ্ঞে সহস্র সহস্র সংখ্যায় জন সমাগত হইয়াছিল। সেই সভার রচনা কৌশল এতই অপূর্ব ছিল যে, শুষ্ক ভূমির পরিবর্তে জলের আভাস থাকায়, দুর্য্যোধন বিচরণ কালে উহাকে জল মনে করিয়া বস্ত্রকে একটু উপরে উঠাইয়া লইলে 'অন্ধের পুত্র অন্ধই হয়' এই বিদ্রূপ মূলক কথা ভীমসেন বলিয়া ফেলে। ওদিকে কণক শাস্ত্রী আপন স্বভাবের অনুরূপ কপট যোজনা রচনা করিয়া ঠাট্টা করিল। সে সময় অর্জুন ও কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া শান্ত করেন। ইহার পর এক মস্ত ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতে ঋষি-মুনি [ব্রাহ্মণ] ক্ষত্রিয় রাজা, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা সকলে সানন্দে একস্থানে বসিয়া ভোজন করে।

অনন্তর কপটতা সহ দ্যূত ক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সাহসিক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করাইল। বিরাট নগরীতে থাকা কালে অর্জুন বিরাট রাজার কন্যা উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা দিত। এইভাবে প্রাচীন কালে রাজ-কন্যারা নৃত্য শিক্ষা করিত [ইহা স্পষ্ট]। নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া ব্যতীত কদাপি চক্রবর্তী রাজ্যের বিনাশ হয় না। এইরূপ প্রসঙ্গ কুরু কুলে উৎপন্ন হয়। এই সময় প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে বহুবিধ দুর্গুণ সৃষ্টি হয়। ইহার উদাহরণ।

১। স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদী কর্ণকে 'সূতপুত্র' বলিয়া অপমান করিয়াছিল। উহার প্রতিশোধ কর্ণ লইয়াছিল।

২। এ পাঠ সন ১৮৭৫ সালের মারাঠী সংস্করণে আছে কোষ্ঠান্তর্গত (পৃ), মুদ্রিত আছে।

ভীষ্মের ন্যায় ব্রতপরায়ণ ও জ্ঞানবান পুরুষ স্বতন্ত্র অধিকার বলে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে মধ্যস্থতা না করিয়া দীনভাবে পরবশতা স্বীকার করিয়া সমগ্র কুলের বিনাশ ডাকিয়া আনিল। সেই ভদ্র পুরুষের—বচন এইরূপ—

"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি মত্বা মহারাজ! বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥"

'ধন আমাকে কৌরবদের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।' ভীষ্মের ন্যায় ভদ্র পুরুষের এতাদৃশ ভাষণ অতি নিন্দনীয়।

এইভাবে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইলে এবং কলহ বৃদ্ধি পাইলে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন আদি কৌরব এক পক্ষে রহিল আর পাণ্ডব অপর পক্ষে। ইহাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। ইহাতে কৃপ, কৃতবর্মা, সাত্যকি, পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ইহারাই জীবিত ছিলেন।[১] অবশিষ্ট সমস্ত কৌরব-পাণ্ডবকুলের নাশ হয়। প্রাচীন আর্য্যদের এই যুদ্ধে সমস্ত বিনষ্ট হয়।

এই [অনর্থের] কারণ ইহাই বলা যায় যে, আজে-বাজে ব্যক্তিদের অধীন সম্মতিদানের অধিকার চলিয়া গিয়াছিল এবং অযোগ্য ব্যক্তিরা উপদেশ [পরামর্শ] দেওয়া আরম্ভ করিতে থাকে। যেখানে শকুনীর ন্যায় [নীচাশয়] ব্যক্তির সম্মতি লাভ করিয়া রাজ্য চালিত হয় এবং কনক শাস্ত্রী সদৃশ ব্যক্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয় করে সে ক্ষেত্রে গৃহে-গৃহে যুদ্ধ করিয়া বিনাশ সাধিত যে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি থাকিতে পাপে ?

এইভাবে যে দেশে কেবল সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য (মার্টিন) লুথর সদৃশ বীর, সহস্র সহস্র পুরুষের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও পোপের অধিকারের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে থাকে এবং নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দেয়, সেখানে যে উন্নতি হইবে, ঐশ্বর্য লাভ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিসের ?

এইভাবে কুরুকুলের নাশ হইল। কৃষ্ণ দ্বারকার রাজত্ব করিতেন।[২] সেখানে যাদবকুলে বিরাট্ এক সংঘ ছিল। তাহাদের মধ্যে দুর্বুদ্ধি ও দুর্ব্যসন প্রবেশ করায় নিজেদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ কারণ এক সঙ্গে যাদব কুলের সমূল নাশ হইল। স্ত্রী মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গেল। পুরুষদের সকলে মারা

১। এখানে প্রধান পুরুষের উল্লেখ আছে। অশ্বত্থামা প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি যুদ্ধে রক্ষা পাইয়াছিল।

২। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত রাজা ছিলেন না। পরন্তু অভিষেক ব্যতীতই তিনি সকলের হৃদয় সম্রাট্ ছিলেন। অতঃ তাঁহার নির্দেশ প্রায়ঃ সকলেই মানিতেন। এইরূপে 'রাজ্য করিতেন' বলা হইয়াছে। এইরূপ জানিবে।

যায়। সাত্যকি সাপের সহিত যুদ্ধ করে। যেখানে এরূপ ব্যসন ও দুঃসাহসিক [মূর্খতা] কর্ম সংঘটিত হয়, সেখানে কৃষ্ণের ন্যায় ভদ্র পুরুষের উপদেশ শুনিবে কে? এইভাবে প্রাচীন মানুষদের মধ্যে যুদ্ধ হইলে তাহার পর কেবল তাহাদের স্ত্রীরাই জীবিত থাকিল।

ইহাদের মধ্যে পরিক্ষিৎ নামক এক বালক অবশিষ্ট ছিল। স্বভাবতঃ সে মূর্খরূপে দেখা দিল। সে আর্ষ্য (আর্ষ) গ্রন্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। এ কারণ তাহার সময় হইতে পুরাণ সমূহের প্রতি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। তাহার পর অপর জনমেজয় নামক এক বিক্ষিপ্তবৎ রাজা হয়। তাহার পর বজ্রনাভ[১] রাজত্ব করেন।

যাহাই হউক অল্প সময়ের মধ্যে যাহা কিছু বৈভব ছিল, উহা না থাকিবার মত বলা যাইতে পারে [অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়]। রাজসভা, ধর্মসভা ও বিদ্যাসভা তিনটিই বিলুপ্ত হয়। কেবল এক রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিল। শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদের প্রবর্তন ও নিবর্তন (=বিধি-নিষেধ) করিবার অধিকার নষ্ট হইয়া যায়। ব্যাস জৈমিনি ও বৈশম্পায়ন আদির মৃত্যু হয়। চক্রবর্তী রাজা না থাকিবার অবস্থায় হইয়া সর্বত্র মাণ্ডলিক রাজা গজাইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্যা হ্রাস পাইল এবং অহংকার বৃদ্ধি পাইল। **ব্রহ্ম বাক্যং জনার্দ্দন। ব্রাহ্মণাস্তু ভূদেবাঃ।** এই ভাবের পাগলা বুদ্ধি জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে মানুষের মন পশুবৎ জড় হইয়া গেল।

পদে বিপ্রস্য দক্ষিণে সর্বাণি তীর্থানি।[২]

এইরূপ সুবিধাবাদীদের জাল রূপ বিচার-বিবেচনায় বেচারা সরল মানুষের দল জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইহার পর ব্রাহ্মণদের অধিকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বীয় জীবিকা চালাইতে লাগিল। ব্রত, উপবাস, উদ্যাপন, প্রায়শ্চিত্ত, [মৃতকের]

১। জনমেজয়ের পর বজ্রনাথ নাম আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজবংশাবলীর মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় নাই। সত্যার্থপ্রকাশ, সমুল্লাস একাদশের শেষভাগে জনমেজয়ের পর অশ্বমেধ (দত্ত) নাম পাওয়া যায়। ভাগবত পুরাণে শতানীক নাম আছে। অন্য পুরাণে সহস্রানীক নাম পাওয়া যায়।

২। ইহার শুদ্ধ পাঠ এইরূপ—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি সর্বাণি সাগরে।
সাগরে যানি তীর্থানি পদে বিপ্রস্য দক্ষিণে ॥

শ্রাদ্ধ ও মূর্তিপূজা প্রভৃতি মূর্খতাপূর্ণ চালের (প্রথা সমূহ) প্রচলন করিয়া দিল। মুহূর্ত বলিবার ধাঁধায় ফেলিয়া মূর্খ মানুষকে নিজের অধীন করিয়া লইল এবং রাজকার—স্থান হইতে পতিত হইল।

অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণং দৈবত মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ॥
শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূযমানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয এবাভিবর্ধতে॥

প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থ সমূহে ক্ষেপক বচন সংযোজন করিয়া এবং [উপরি] লিখিত শ্লোকের ন্যায় নবীন শ্লোক রচনা করিয়া ব্রাহ্মণরা নিজের অস্তিত্ব বৃদ্ধি করিল

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি সর্বাণি সাগরে।
সাগরে যানি তীর্থানি পদে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥

এবং নিজপক্ষের পক্ষপাতী বিষয় সৃষ্টি করিয়া [মন্ত্রাদি স্মৃতি সমূহেও] যুক্ত দিল। ইহার দৃষ্টান্ত মনুর[1] এই বাক্য দেখুন—

এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্তন্তে সর্ব কর্মসু।
সর্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং হি দৈবতং তৎ॥

মনু০ অ০ ৯॥

এতাদৃশ ব্রাহ্মণ সমূহের প্রতি দ্বেষভাব পোষণকারী যদি কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাকে "ব্রাহ্মণ দ্রোহী" নাম দিয়া তাহার অস্থি-মজ্জা বাহির করিয়া চরম দুর্গতির মধ্যে ফেলা হইত। ব্রাহ্মণেরা কখনও দণ্ডিত না হওয়ায় তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রকার দুর্গুণ প্রবেশ করিল। এবং পুণ্য (=সদাচার) ক্ষীণ হওয়ায় দম্ভ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইল। আর সেই পরিমাণ অজ্ঞানতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। [যখন] দেশের এইরূপ দুর্দশা হইল তখন গাজীপুর নগরে বৌদ্ধ রাজপুত্র জন্মলাভ করিল। সে বেদের নিন্দা করিয়া ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের হাত হইতে অন্যান্য সব বর্ণদের মুক্ত করিবার পথ আবিষ্কার করিল। ইহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি-বৌদ্ধ মতানুযায়ী হইয়া পড়িল। বৌদ্ধ ও তাহার পর জৈন মতের প্রসার ঘটায় একেশ্বরের প্রতি ভক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল এবং মূর্তি পূজার প্রচলন হইল। বৌদ্ধ ও জৈনরা ঈশ্বরকে মানে না। [উহাদের মধ্যে যে] তীর্থঙ্কর অর্থাৎ মহাপুরুষ জন্মলাভ করিলেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি

১। অর্থাৎ মনুর নামে রচিত।

প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হইল। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে, নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষদের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি গড়িয়া রাখিবার প্রথা প্রচলন আছে। বৌদ্ধ বা জৈনরা পার্শ্বনাথ [পরেশনাথ], আদিনাথ ও মহাবীর ইহাদের সকলকে তীর্থঙ্কর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ [পুরুষদের] দেব তুল্য জ্ঞান করিয়া সম্মান দিয়া থাকে। এবং জৈনরা প্রথম পরেশনাথ প্রভৃতির মূর্তি গড়িয়া পূজা আরম্ভ করে। অনন্তর (=বেদ প্রতিপাদিত) যে একেশ্বরী ধর্ম উহা কোণঠাসা হইয়া রহিল আর ঈশ্বর প্রণীত বেদমার্গ ডুবিয়া গেল। এইভাবে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মূর্তি সমূহের পূজা আরম্ভ হইল এবং সেই সময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলে মন্দির নির্মাণের কাজে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত পুণ্য, মন্দিরস্থ মূর্তিতে রহিয়াছে—মানুষ এইরূপ মানিতে লাগিল। জৈনরা বড়ই খটপটে। তাহারা 'বেদমার্গ লোপ হউক' এই অভিপ্রায়ে বেদের নিন্দা করিতে লাগিল। [দোষারোপ করিতে লাগিল] বেদ অশ্লীল গল্পেভরা, বেদে হিংসা আছে, বেদে বহু দেবতাবাদ আছে এবং বেদে ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই সমস্ত জাতির সম্বন্ধে পক্ষপাত করা হইয়াছে। কেবল এরূপ মিথ্যা দোষারোপ না করিয়া তাহারা পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণদেরও খণ্ডন করিতে লাগিল। ইহার পরিণাম স্বরূপ বর্ণাশ্রম প্রভৃতি সামাজিক নিয়ম লোপ পাইল। ইহাই নহে, তাহারা সহস্র সহস্র প্রাচীন আর্ষ্য (আর্ষ) গ্রন্থ জ্বালাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিল।[1]

ইহার পর গৌড়পাদ আচার্য্যের প্রখ্যাত শিষ্য শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য বেদমার্গ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিতেন। ইহার যোগ্যতা কিরূপ ছিল তাহা ইহার রচিত শারীরিক ভাষ্য অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যাইবে। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে সমস্ত পাষণ্ড মত প্রচলিত ছিল এবং তিনি যাহাদের খণ্ডন করিয়াছিলেন তাহাদের সম্বন্ধে শঙ্কর বিজয়ের নিম্নলিখিত বচনে জানা যাইবে।

শাক্তৈঃ পাশুপতৈরপি ক্ষপণকৈঃ কাপালিকৈর্বৈষ্ণবৈর্
অন্যৈরপ্যখিলৈঃ[2] খলৈঃ খলু খিলং দুর্বাদিভির্বৈদিকম্ ॥ ইত্যাদি

এতাদৃশ যে প্রবন্ধ আছে ইহা দ্বারা শঙ্করাচার্য্য [বেদ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনে] কিরূপ উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায়।

—•—

১ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের নষ্ট করা সম্বন্ধে পূর্ব ব্যাখ্যান পঞ্চম তথা দশম ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।

২। শঙ্করদিগ্বিজয় সর্গ ১৫ শ্লোক ৬৪তে—"খিলং খলু খলৈস্তু ০" পাঠ আছে।

ত্রয়োদশ প্রবচন

আহ্নিক অথবা নিত্যকর্ম ও মুক্তি[১]

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠে ভিড়ের বাড়ে তাং ২ অগস্ত[২] [রাত্রি ৮ ঘটিকায়] আহ্নিক অথবা নিত্যকর্ম ও মুক্তি বিষয়ে যে ব্যাখ্যান দেন, ইহা উহার সারাংশ।

ওম্ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥[৩]

প্রতিদিন স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে যাহা কর্তব্য কর্ম উহাকে 'আহ্নিক কর্ম' বলা হয়। এই সমস্ত কর্মকে কে কিভাবে এবং কি পর্য্যন্ত করিবে বা করিবে না, এ বিষয়ে সেই তথ্যের (ন্যূনাধিক্য) বিচার [করা] হইতেছে। বালক মূর্খ হওয়ায় সে ছোট বলিয়া মাতাপিতার অধীনে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আট বৎসরের হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের শরীরে ধর্মবিষয়ক কর্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না। এ কারণ আমাদের শাস্ত্রানুসারে ব্রতবন্ধ (= যজ্ঞোপবীত) হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম-অকর্ম সম্বন্ধে বালকদের জন্য বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নাই। এই কারণে বর্ণ, আশ্রম, বিদ্যা, বয়ঃ ও শারীরিক সামর্থ্য ইত্যাদি অনুসারে নিত্যকর্ম বিষয়ে পরিস্থিতি দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ধর্মানুষ্ঠান-বিষয়ক নিত্যকর্ম নীচে বলা হইতেছে।

প্রথম নিত্যকর্ম ব্রহ্ম যজ্ঞ—উহা নিত্য অধ্যয়ন-অধ্যাপন রূপ জানিবে। ব্রহ্ম অর্থাৎ বিদ্যা, ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা। ব্রহ্ম শব্দের এই অর্থ। যজ্ঞ অর্থাৎ বিচার। ইহার দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞের এই শুদ্ধ অর্থ মনে উদয় হইতেছে। আজকাল যে ব্রহ্মযজ্ঞ প্রচলিত আছে উহা কেবল নিষ্ফল বিধি মাত্র

১। মরাঠী সংস্করণে (১৮৭৫) ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান 'আহ্নিক অথবা নিত্যকর্ম ও মুক্তি' বিষয়ে বর্ণিত আছে। হিন্দী সংস্করণে তথা তুঙ্গার মহোদয়ের মরাঠী সংস্করণে এ বিষয়টি চতুর্দশ ব্যাখ্যান মুদ্রিত পাওয়া যায়। এবং মরাঠী সং (১৮৭৫) চতুর্দশ ব্যাখ্যান 'ইতিহাস বিষয়ক' যাহা পাওয়া যায় উহা হিন্দী সংস্করণ সমূহে তথা তুঙ্গার মহোদয়ের মরাঠী সংস্করণে ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এইরূপ অদল-বদলের দরুণ সম্ভবতঃ ইতিহাস বিষয়ক ব্যাখ্যান সমূহ ক্রমশঃ দেওয়া প্রয়োজন। পরন্তু ইহা দ্বারা ১৩ দশ ও ১৪ দশ ব্যাখ্যানের তারিখে তফাৎ হইয়া যায়। হিন্দী সংস্করণে তারিখ নাই। এবং তুঙ্গার মহোদয়ের মরাঠীতে ১২ শ ব্যাখ্যান পর্য্যন্ত তারিখ কল্পিত।

২। শ্রাবণ কৃষ্ণ ১৪. সং ১৯৩২ (দাক্ষিণাত্য মতে আষাঢ় কৃষ্ণ)।

৩। যজুঃ ২৫।২১॥

একথা সহজেই অনুভব করা যায়। তাহা হইলে আজকালকার ব্রহ্মযজ্ঞ যে অশাস্ত্রীয় এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না কি? নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞ করা ইহা মনুষ্যের অধিকার এবং মহৎ অধিকার জানিবে। অস্তু।

নিত্য কর্মের মধ্যে প্রথম **'ব্রহ্মযজ্ঞ'** এবং দ্বিতীয় **'দেবযজ্ঞ'**।

যৎস্বাধ্যায়মধীতে স ব্রহ্মযজ্ঞ। যদগ্নৌ ক্রিয়তে স দেবযজ্ঞঃ। (ব্রাহ্মণ ও মনুতে দেখুন)[১]

কেহ কেহ দেবযজ্ঞের অর্থ দেবপূজা গ্রহণ করেন। পরন্তু উহার শুদ্ধ অর্থ **'হোমবিধি', 'অগ্নিহোত্র কর্ম'**। অগ্নি দ্বিবিধ। জঠরাগ্নি ও বাহ্যাগ্নি।

হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি অর্চয়েৎ।[২]

হোম শব্দের লাক্ষণিক রীতি অনুসারে [অর্থাৎ লক্ষণা দ্বারা] কখনও কখনও দান ও প্রতিগ্রহ (দান দেওয়া) ও হয়। পরন্তু জড়মূর্তি পূজাকে কোনও ক্রমেই দেবযজ্ঞে সমাবেশ করা যায় না।

তৃতীয় নিত্যকর্ম পিতৃযজ্ঞ— যৎ পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞঃ। এখানে 'পিতৃ' শব্দের অর্থ বিষয়ে বিচার করা প্রয়োজন।

> ন তেন বৃদ্ধো ভবতিং স্থবিরং বিদুঃ॥[৩]
> ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
> ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্।[৪]
> অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ॥[৫]

সুনীতি, ধর্ম, সত্য, সত্যাচরণ, এই প্রকারের গুণাধিক্য অথবা যাঁহার মধ্যে শীলের আধিপত্য অধিক, তিনি মহান্ বা মহাত্মা। পূর্বকালে মহাত্মা এই প্রকারের হইতেন, তপশ্চর্য্যার সামর্থ্যানুসারে তাঁহাদের বসু, রুদ্র, আদিত্য এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইত এবং সেই সমস্ত মহাত্মা ঋষিরাই যথার্থ পিতর ছিলেন। তাহাদের আদর যত্ন করাকেই পিতৃযজ্ঞ বলে। যিনি চব্বিশ বৎসরকাল

১। **স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ।**...য এবং বিদ্বান্ অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। শতপথ ১১।৫।৬।৩।

২। মনু ৩।৮১॥ উল্লিখিত উদ্ধরণে 'অর্চয়েৎ' পদের বাক্যপূর্ত্যর্থ **'স্বাধ্যায়েনার্চয়েদ্ ঋষীন্'** দ্বারা ইহার অনুষঙ্গ (যোগ) আছে।

৩। পূর্ণশ্লোক এরূপ—"ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পালিতং শিরঃ। যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥ মনু ২।১৫৬

৪। মনু ২।১৫৪॥ ৫। মনু ২।১৫৩॥

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন তিনি বসু, চুয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত [ব্রহ্মচর্য্য পালনকারী] রুদ্র এবং আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত [ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারী] আদিত্য নামে খ্যাত। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাতঃ মধ্য ও সায়ং সবনের[১] বর্ণনা করা আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করা উচিত। পিতৃ অর্থাৎ বিদ্যা যোগ দ্বারা জন্মদানকারী বিদ্বান্ বলিয়া জানিবে। আর ঋষি অর্থাৎ যথার্থ দ্রষ্টা। মন্ত্রার্থ—দ্রষ্টা এই-ই অর্থ হয়।

আজকাল প্রচলিত পিতৃ-যজ্ঞ বলিলে [মৃত পিতরদের] সন্তর্পণ বা শ্রাদ্ধ এই অর্থ বুঝায়, উহা যথার্থ নহে। কারণ মনু বলিয়াছেন—

অক্রোধান্ সুপ্রসাদান্ বদন্ত্যেতান্ পুরাতনান্।
লোকস্যাপ্যায়নে যুক্তান্ শ্রদ্ধাদেবান্ দ্বিজোত্তমান্॥[২]
অনুপ্যায়নেদ্ধদেবান্ দ্বিজোত্তমান্॥[৩]

এই বচনানুসারে শ্রদ্ধা পূর্বক যে কর্ম করা যায় উহা শ্রাদ্ধ, সন্তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্ত করা। এইভাবে [শাস্ত্রীয়] বচনগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, আজকালকার দেবযজ্ঞ এবং সেইভাবে পিতৃযজ্ঞ, কাব্য সমূহের [অর্থাৎ কবিদের অত্যুক্তিরূপ কর্ম] রীতি অনুসারে যথার্থ সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করুন। বিদ্যা-সৎকার অর্থাৎ ঋষি-সৎকার, পিতৃ-সৎকার অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সৎকার আদর যত্ন করা। ইহাকেই পিতৃযজ্ঞ স্বীকার করা উচিত।[৪] শ্রদ্ধা বিরহিত যে কর্ম উহা ধর্ম-কর্ম বা শ্রাদ্ধ হয় না। মনু বলেন—

'পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকাঞ্ছঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তিংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥[৫]

বেদের মূল পরম্পরা ত্যাগ করিয়া সত্য ও যথার্থ সিদ্ধ (শ্রাদ্ধ) কর্ম ত্যাগ করিয়া সমুদ্র, পর্বত নদী [ও বৃক্ষ] তর্পণে ইহাদের সম্মিলিত করিল এবং নবীন পদ্ধতিতে শ্রাদ্ধ[৬] কর্মের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ইহাকে ঢং না বলিয়া আর কি বলিব? পরম্পরাগত শিষ্টাচার যদি পালন করিতে হয় তাহা হইলে আবার পূর্ব ঋষিদের পরম্পরাকে গ্রহণ করিয়া চলো।

১। ছাং° উ° ৩।১৬॥ সেখানে তৃতীয় সবনের নির্দেশ আছে।

২। মনু ৩।২১৩॥ ৩। অনুপলব্ধ তথা অশুদ্ধ পাঠ।

৪। পিতৃযজ্ঞ সম্বন্ধে প্রবক্তা :সং ১৯৩২ (সন ১৮৭৪ খৃঃ) লিখিত বা ভাষ্য সন্ধ্যোপাসন বোধতে এইরূপ লেখা আছে। দ্র° দয়ানন্দায় লঘ গ্র°২ সংগ্রহ পৃ° ৩৪৮—৩৪৯॥

৫। মনু° ৪।৩০॥ ৬। মলপাঠ 'আণি চটাবর শ্রাদ্ধ হেউন লাগলে'।

নিত্য কর্ম সমূহের মধ্যে চতুর্থ কর্ম **ভূত-যজ্ঞ-যদ্‌ভূতেভ্যঃ করোতি স ভূতযজ্ঞঃ ॥**

এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

নিত্য কর্মের মধ্যে **পঞ্চম কর্ম অতিথি যজ্ঞ**—মনু [বলেন]

"অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।"[১]

অতিথি শ্রেণীর কেহ হইলেই উহা অতিথি-যজ্ঞের অর্থাৎ সৎকারের—আদর যত্ন করিবার পাত্র হইবে। এ নিয়ম অতীব উত্তম।

এবার আবার ব্রহ্মযজ্ঞের বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই যজ্ঞের বিধান অনুসারে সন্ধ্যোপাসনা অবশ্য করণীয়। এই উপাসনা বিষয়ক **'সন্ধ্যোপনিষদ্'**[২] নামক এক পুস্তক আছে। উহাতে বিশদ্ আলোচনা করা হইয়াছে।

উপযুক্ত বয়সে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই এই উপাসনার অধিকার আছে। দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে এই উপাসনা করা উচিত। এইরূপ সন্ধিকাল (দিন ও রাত্রির) দুইবারই আসে, তিন সময় আসে না। এই জন্য তৃতীয় মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার উপপত্তি হয় না। সামবেদ ও যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ দেখুন—

"তস্মাদহোরাত্রস্য সংযোগে সন্ধ্যামুপাসীত। সাম ব্রাহ্মণ[৩]

উদ্যন্তমস্তং[৪] **যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্।** যজু ব্রা০[৫]

সন্ধ্যোপাসন সম্বন্ধে গায়ত্রী মহামন্ত্রের অর্থ বিচার করা উচিত। এই মন্ত্রে সম্পূর্ণ সৃষ্টির স্রষ্টা পরমাত্মার যাহা উৎকৃষ্ট তেজ উহার ধ্যান করিলে আপন বুদ্ধির জড়তা (= মলিনতা) নষ্ট হইয়া ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে উহার প্রেরণা লাভ যেন করিতে পারি এইরূপ প্রার্থনা এই মন্ত্রে আছে। এইরূপ গম্ভীরতা ও যথার্থতা অপর কোনও মতের প্রার্থনায় নাই। খৃষ্টানদের প্রার্থনায় "প্রত্যেক দিন আমি যেন ভোজনের জন্য রুটি পাই।" এইরূপ যাচ্‌না করা আছে। ইহা অপেক্ষা এই

১। মনু ৩।১০২ ॥ ২। এই সন্ধ্যোপনিষদ্ অদ্যাবধি মুদ্রিত হয় নাই। ইহার বিবিধ পাঠ আছে। প্রবক্তা দ্বারা উল্লিখিত সন্ধ্যোপনিষদ্ এর কিছু বাক্য গুজরাটি প্রেস বম্বাই হইতে ছাপা হইয়াছিল" উপনিষদ-বাক্য-মহাকোষ গ্রন্থে সংগৃহীত পাওয়া যায়।

৩। ষড্‌বিংশ ব্রা০ ৪।৫। ইহা সামবেদীয় তাণ্ড্য (পঞ্চবিংশ) ব্রাহ্মণের অন্ত্যভাগে।

৪। তৈ০ আ০ ২।২।২ এ 'যন্তং' পাঠ আছে। পরন্তু প্রবক্তা মহাশয় স্বীয় অন্য গ্রন্থ সমূহেও 'যন্ত' পাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্র০ সত্যার্থ প্রকাশ সমু০ ৪ (আসমস০ ২, রা. লা. কংট্রষ্ট সং) পঞ্চমহাযজ্ঞ বিধি, সম্বৎ ১৯৩২ তথা সং '১৯৩৪ এ' তথাগ্নিহোত্র সন্ধ্যোপাসনয়োঃ প্রমাণানি প্রকরণে। ৫। তৈ০ আ০ ২।২।২ ইহা কৃষ্ণ যজুর্বেদের আরণ্যক। গ্রন্থ মধ্যে আরণ্যক সমূহের গণনা ব্রাহ্মণ করা হয়।

গায়ত্রী মহামন্ত্রের অর্থ কত গম্ভীর !! এইরূপ আজকাল যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত মতান্তর সৃষ্টি হইয়াছে উহাদের গুহ্য মন্ত্রোপদেশ এই [গায়ত্রী] মহামন্ত্র অপেক্ষা যে কত তুচ্ছ, সকলের ইহা বিচার করা প্রয়োজন।

প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা সর্বপ্রকারে উপযুক্ত। এই দুই সময়ে মনের একাগ্রতায় সহজ প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। সন্ধ্যা সূতক কালে ও অবশ্য করা উচিত। অনধ্যায় সম্বন্ধে মনু এইরূপ বলিয়াছেন।

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।
ন নিরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোম মন্ত্রেষু চৈব হি ॥[১]

নিত্য কর্মের উদ্দেশ্য হইল পরমাত্মার প্রতি নিজের লক্ষ্য স্থাপন করা, ইহা অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মের অন্তে তৎসদ্‌ ব্রহ্মার্পণমস্তু এইরূপ বলিবার পরিপাটি আছে।

এই পর্য্যন্ত নিত্য কর্মের বিচার করা হইল। এবার মুক্তি বিষয়ে অল্প কিছু বিচার করা যাক্।

মুক্তি শব্দের অর্থ 'মুক্ত' হওয়া। কি হইতে মুক্ত হওয়া ? যদি কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করে, [তাহা হইলে] বলিতে হইবে দুঃখ হইতে অথবা বন্ধন দশা হইতে মুক্ত হওয়া, ইহাই মুক্তি। যেখানে বন্ধন নাই সেখানে মুক্তি কোথায় ? সেখানে মুক্তি নাই। জীব বদ্ধ, সেই বন্ধ হইতে তাহার মুক্তি অপেক্ষিত। ঈশ্বর সদা মুক্ত অর্থাৎ বন্ধন রহিত। মুক্তি লাভ করা ইহা দুর্ঘট (=কঠিন) কর্ম। মুক্ত অবস্থায় শাশ্বত (=নিত্য) সুখ অনুভব হয়।

আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছে যে, যথেষ্ট কর্ম দ্বারা লঙ্কা তরিতরকারীর ন্যায় মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু এরূপ ধারণা মূর্খতা পূর্ণ। সাধারণ মানুষ যে মুক্তির ভিন্ন ভিন্ন চার প্রকার বর্ণনা করিয়া থাকে, সে বিচার ও মিথ্যা। মুক্তি এক প্রকারেরই হয়। সাযুজ্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য, লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে। এই রীতি অনুসারে মুক্তি চার প্রকারের। এরূপ অভিমতের আধার বেদের কোথাও পাওয়া যায় না।

তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। ইত্যাদি[২]

১। মনু০ ২.১০৫ ।।
২। যজুঃ ৩১।১৮ ॥

এই বচন হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, মুক্তির মার্গ একটিই এবং সে মার্গ পরমেশ্বরের জ্ঞান এরূপ প্রমাণিত হয়। সে পরমেশ্বর কিরূপ ?

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।[১]

তলবকার (=কেন) উপনিষদ্ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ দেখুন—

'য আত্মনি তিষ্ঠন্'[২] ইত্যাদি।

যদ্ বাচানভ্যু৹[৩] ॥১॥ **যন্মনসানভ্যু৹**[৪] ॥২॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি[৫] ॥৩॥ **যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি৹** ॥৪॥[৬]

যৎপ্রাণেন৹[৭] ॥৫॥

ঋগ্বেদ দেখুন—**কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।**[৮]

একো বিষ্ণুঃ৹।[৯] **একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম**[১০]।

এইরূপ বচন দ্বারা অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ভজন ইহা ব্যতীত মুক্তির স্থিতি লাভের অপর পথ নাই। ইহাই প্রমাণিত হয়। সেই পরমেশ্বর অরূপ অনাদ্যনন্ত মহতঃ পর ও ধ্রুব (=নিশ্চল)।[১১]

আজ কাল মুক্তি বলিলে 'জীব ও পরমাত্মা এক' এইরূপ জ্ঞান হওয়া, বেদান্তীরা ইহাকেই মুক্তি বলে। পরন্তু ইহা সত্য বা যথার্থ বেদান্ত নহে। বেদের সত্য রহস্য ইহা নহে। এ কথা ছয়টি দর্শনের রচয়িতা মুক্তি সম্বন্ধে যাহা

১। যজুঃ ৩২।২॥ ২। সম্পূর্ণ বাক্য এইরূপ—য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্। আত্মনোঽন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ বৃ৹ উপ৹ (মাধ্য৹) ৩।৮।৩০। শত৹ ব্রা৹ ১৪।৬।৭।৩০।

৩। যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ কেনো৹ ১।৪॥

৪। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব……কেনো৹ ১।৫॥

৫। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি। তদেব……কেনো ১।৬॥

৬। যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্। তদেব……কেনো ১।৭॥

৭। যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।…। কেনো ১।৮॥

৮। ঋ৹ ১০।১২১।১—৯॥

৯। শরভোপ৹ ২৫ ; বাসুদেবোপ৹ ॥ ৯॥

১০। পৈঙ্গলোপনিষদ্ ১।১। দ্র৹ "একমেবাদ্বিতীয় তদ্ধৈক আহুঃ। ছান্দোগ্য ৬।২।১॥

১১। দ্র৹ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ কঠোপ৹ ১।৩।১৫।

বলিয়াছেন, এ বিষয়ে বিচার করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

জৈমিনি কৃত পূর্বমীমাংসা দর্শনে প্রথম (=মুখ্য)[১] ধর্ম দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, এই রূপ বলা হইয়াছে। এবং উহাতে **যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ**[২] এইরূপ শতপথ আদির প্রমাণ আছে। এ সব বিচার বিবেচনা করিয়া দেখুন। কণাদকৃত বৈশেষিক শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয় এরূপ বলা হইয়াছে। ন্যায়সূত্রকার গৌতম দুঃখ ধ্বংস অর্থাৎ অত্যন্ত বিমোক্ষ, ইহাকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি এইরূপ বলা হইয়াছে। মিথ্যাভাসের (=অজ্ঞান) নাশ হয় অর্থাৎ বুদ্ধি বাক্ শরীর ইহার সুপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং শুদ্ধ জ্ঞান হয়, ইহাই মুক্তির স্থিতি। যোগশাস্ত্রকার, চিত্তের নিরোধ করিলে শান্তি ও বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তথা উহা দ্বারা কৈবল্য নামক মুক্তি লাভ হয়[৩] এরূপ বলিয়া থাকেন। সাংখ্য সূত্রকার কপিল মহামুনি বলিতেছেন যে [ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হওয়াই পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি] এবার উত্তর মীমাংসা সূত্রকার বাদরায়ণের মতের বিচার করা প্রয়োজন। তিনি কি বলেন দ্যাখো —

আত্মাপ্রকরণাৎ।[৪] **অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ॥**[৫]
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ।[৬]
অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্॥[৭]

এইরূপ অবশিষ্ট [উত্তর মীমাংসাকার] বাদরায়ণের মতে "উভয়বিধ" হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মুক্তিতে অভাব ও ভাব এই দুই প্রকার থাকে। অর্থাৎ মুক্ত জীবাত্মার ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ পরমেশ্বরের সহিত হইয়া থাকে। [উভয়ের] অভেদ রূপ হইতে একত্ব হয় না।

"ভোগমাত্র সাম্যং লিঙ্গাচ্চ"[৮]

পরমেশ্বরের জ্ঞান, সামর্থ্য ও আনন্দ জীব কিছু লাভ করে। পরমেশ্বরের আনন্দ নির্ভয়াদি (=অসীম)। এমনি তো [আনন্দ] মুক্ত পুরুষের হইতে পারে না। জীবাত্মার ব্রহ্মে অভেদ রূপী লয়ের কল্পনা করিলে ধর্মানুষ্ঠানের যোগ

১। দ্র০—তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। ঋ০ ১০।৯০।১৬॥ যজু০ ৩১।১৬॥ মীমাংসাভাষ্য ১।১।২॥

২। শত০ ব্রা০ ১৩।১।৮।৮॥

৩। ইহার পূর্বে মরাঠী সংস্করণে 'ইতরাম্নন:' পাঠ আছে। ইহার অভিপ্রায় অজ্ঞাত। আমরা মুক্তি বিষয়ক সাংখ্যের প্রথম সূত্রের ভাব [ ] কোষ্ঠকে দিয়াছি। হিন্দী সংস্করণেও এই পাঠ আছে।

৪। বেদান্ত ৪।৪।৩॥ ৫। বেদান্ত ৪।৪।৪॥ ৬। বেদান্ত ৪।৪।৬॥ ৭। বেদান্ত ৪।৪।১০॥

৮। বেদান্ত ৪।৪।২১॥

সাধন ষট্‌ক অর্থাৎ [শ্রবণ মনন][1] নিদিধ্যাসন ; সাক্ষাৎকার, শান্তি শম এ সমস্ত ব্যর্থ (= নিষ্ফল) হইয়া যাইবে। এ কারণ [জীবাত্ম ও পরমাত্মার] অভেদের কল্পনা যথার্থ নহে। ব্যাপ্য-ব্যাপক, সেব্য-সেবক, সৃষ্ট[2] স্রষ্টা এ সমস্ত সম্বন্ধ মূলস্থিতিতেই থাকিতে পারে। অজ্ঞ জীবাত্মার জন্ম মরণের দ্বন্দ্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

—•—

১। এইরূপ পাঠ সত্যার্থ প্রকাশ সমু॰ ৯ পৃষ্ঠা ৫৮১ (আসশসং) অনুসারে ৬ সংখ্যক পূর্ত্তির জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। স॰ প্র॰ সমু॰ ৯ সাধন ষটক সম্পত্তিতে ও শম দম উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান গণনা করিয়াছেন।

২। জীব অনাদি, অতঃ সে ব্রহ্ম দ্বারা সৃষ্ট (= উৎপন্ন) হইতে পারে না। অতঃ এখানে 'সৃষ্ট' শব্দ দ্বারা শরীর-সম্বন্ধের অভিপ্রায় জানিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ প্রবচন

ইতিহাস বিষয়ক[১]

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠের ভীড়ের বাড়ে তাং ৩ অগস্তু[২] "ইতিহাস"[৩] এই বিষয়ে ব্যাখ্যান দেন, ইহা উহারই সারাংশ—

ওম্ যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ংকরু।
শং [নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ] পশুভ্যঃ॥[৪]

(এইরূপ ঋচা[৫] পাঠ করেন।)

(ইতিহাস পরে বিবৃত হইতেছে।)

সুধন্বা[৬] নামক জৈন রাজা এবং শঙ্করাচার্য্যের পর (=শাস্ত্রার্থ) হয়। ইহাতে ইহা স্থির (=নিশ্চয়) হইল যে, পরের নির্ণয় যদি শঙ্করাচার্য্যের বিপত্তি হয় তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্মী[৭] হইবে।

১। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত সংস্করণে এই ব্যাখ্যান ত্রয়োদশ সংখ্যকে আছে। বিশেষ দ্বাদশ প্রবচনে দ্রষ্টব্য।

২। শ্রাবণ শুক্লা ১, সম্বৎ ১৯৩২।

৩। মরাঠী সংস্করণে এই ব্যাখ্যানে তথা পরের ১৫শ ব্যাখ্যানে ১৫শ ব্যাখ্যানের বিষয় 'আহ্নিক কিংবা নিত্যকর্ম বা মুক্তি বিষয়াবর' ই ছাপা হইয়াছে। ইহা মুদ্রণ দোষ। এ বিষয়ে বিশেষ বিচার পূর্ব পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে। সেখানে দেখিতে অনুরোধ করি। প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রপাঠ বিষয়ে (ইতিহাস পুঁঢ়ে চালু) স্পষ্ট ছাপা আছে। অতঃ আমরা 'ইতিহাস' এইরূপ সংশোধন করিয়াছি।

৪। যজুঃ ৩৬।২২। পূর্বে মুদ্রিত এ মন্ত্রের পাঠে "নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ" কে [] দেওয়া হয় নাই পাঠক সেখানে শোধন করিয়া লইবেন।

৫। যজুর্বেদের অন্তর্গত হইলেও এ মন্ত্র পাঠবদ্ধ; অতএব ইহাকে 'ঋচা' বলা হইয়াছে। এই টিপ্পনী পূর্ব পৃষ্ঠার অন্তর্গত ও জানিবেন।

৬। সুধন্বা রাজা ও শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্রার্থের উল্লেখ, প্রবক্তা স্বীয় সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থ সম্বৎ ১৮৭৫-এর তথা সংশোধিত (১৮৮২র) উভয় সংস্করণের ১১শ সংস্করণে করিয়াছেন।

৭। বাক্যের আরম্ভে সুধন্বাকে "জৈন রাজা' লিখা হইয়াছে। অতএব এখানে 'জৈন ধর্মী' পাঠ হওয়া উচিত। এ বিষয়ে সত্যর্থ প্রকাশ সমু: ১১শে শঙ্করাচার্য্যও সুধন্বা রাজার শাস্ত্রার্থ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধদের পণ্ডিত বেদের নিন্দা করা কালে এইরূপ বলিতেন যে, **"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ধূর্ত্তভাণ্ডনিশাচরাঃ"**[১] এইরূপ বেদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে। মহীধর **"যকাসকৌ"**[২] এই ঋচার[৩] যেরূপ অর্থ করিয়াছে সেই দৃষ্টিতে বৌদ্ধদের উক্তির পুষ্টিই হইয়া থাকে। **'গভ'** অর্থাৎ **'ভগ'** এইরূপ অক্ষরের বিপর্যয় করিয়া মহীধর যথার্থকে অনর্থ করিয়াছে। 'ভগ' অর্থাৎ প্রজা, রাজ্য, অথবা শ্রী। শতপথ ব্রাহ্মণের এতাদৃশ অর্থ না করিয়া মহীধর 'ভগ' শব্দের অসংগত বিভৎস অর্থই করিয়াছে।[৪] আর তাহারই অনুকরণ শাস্ত্রীর দল করিয়া থাকে। **'অগ্নির্বৈ অশ্বঃ'**[৫] এরূপ [অর্থ] শত ব্রাহ্মণের আধার মানিয়া **"যকাসকৌ শকুন্তিকা"**[৬] এই যজুর্বেদীয় ঋচার যদি অর্থ করে তো বৌদ্ধরা যে বীভৎস অর্থ দোষ বেদ সম্বন্ধে করিয়া থাকে ইহা কি শোভনীয়? [অর্থাৎ বীভৎস অর্থের দোষ আরোপ করা হয় না কি?]। পরন্তু মহীধরের ন্যায় অনাড়ী টীকাকারের আগ্রহের অনুকরণ করিলে বৌদ্ধদের দ্বারা প্রচারিত [দোষ] কিভাবে দূর হইতে পারে? এ বিষয়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিদের বিচার করা উচিত। [বেদের] মহীধরের ন্যায় ভাষ্যকার যদি অর্থ করিবার জন্যই নির্বেদবাদী (= বেদ বিমুখ) নিরীশ্বরবাদী (= ঈশ্বর বিমুখ) তীর্থঙ্কর, কৈবলী, স্বভাববাদী সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। পরে সুধন্বার পরাজয় ঘটিলে সে বেদমার্গে চলিতে লাগিল [অর্থাৎ বৈদিকধর্মী হইয়া গেল]।

ইহার পর শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ গয়ায় যান। সেখানের রাজা গোঁড়া বৌদ্ধ ও ধর্মাভিমানী। সে রাজা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মোটেই মানিত না। শঙ্করাচার্য্য তাহাকে শাস্ত্রার্থে পরাজিত করিয়া বেদমার্গ প্রচলন করেন। বৌদ্ধ মতের হ্রাস হইতে লাগিল। সে সময় উহার রূপান্তর হইয়া জৈন মত প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈনরা যুক্তিবাদী এবং তাহারা কীট-পতঙ্গ, কুকুর আদি জীবের প্রতি

১। সর্বদর্শন-সংগ্রহ, চার্বাক দর্শন। সত্যার্থ প্রকাশ ১২শ সমুল্লাসের আরম্ভে আছে।

২। যজুঃ ২৩।২৩॥

৩। ইহা যজুর্বেদান্তর্গত হইলেও পাদবদ্ধ হওয়ায় ঋচা বলা হয়।

৪। এই মন্ত্রের মহীধর কৃত বীভৎস অর্থ ও শতপথানুসারী শুদ্ধ অর্থ প্রবক্তার 'ঋগ্বেদাদি-ভাষ্য ভূমিকা'র' ভাষ্যকরণশঙ্কাসমাধানাদি বিষয় প্রকরণে দেখান হইয়াছে।

৫। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৬।২।৫ প্রকৃত প্রসঙ্গে এই উদ্ধরণের উপাদেয়তা অবোধ্য প্রতীত হয়। সম্ভবতঃ ব্যাখ্যানের লেখনে এস্থলে সামান্য পাঠ অমুদ্রিত রহিয়া গিয়াছে। অথবা অন্যত্র লেখা হইয়াছে।

৬। যজুঃ ২৩।২৩॥

সহানুভূতিশীল ও রক্ষাকারী হওয়ায় মনুষ্যের ন্যায় জীবের প্রতি অধিক উদ্বিগ্ন হইত না [অর্থাৎ মনুষ্যের প্রতি বিশেষ দয়া করিত না][১]। বৌদ্ধ ও জৈনদের মতের প্রচার হওয়ায় আর্য্য ক্ষত্রিয়দের বীর্য্য হানি (=পরাক্রম) ঘটে।

অতঃপর বিক্রমাদিত্য, ভর্তৃহরি, ভোজ, শালিবাহন[২] আদি রাজা হন। এই সময়ে কালিদাস উৎপন্ন হয়। গ্বালিয়র রাজ্যে ভিণ্ড নামক এক নগর আছে। এই গ্রামে মিশ্র নামক লোকের বাস। তাহাদের নিকট "সঞ্জীবনী" নামক এক গ্রন্থ আছে।[৩] উহাতে মহাভারত গ্রন্থ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ব্যাস প্রথমে এক সহস্র শ্লোক রচনা করেন, তাহার পর সেই এক সহস্র শ্লোককে ব্যাসের শিষ্যবর্গ ছয় সহস্র করিয়া দেয়। আর বর্তমান কালে অসংখ্যাত শ্লোকে মহাভারত পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জৈনদের যখন ঐশ্বর্য্য [=উৎকর্ষ] ছিল তখন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বায়ু এইরূপ দুই তিনখানিই পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে অষ্টাদশ পুরাণ এইরূপ নামমাত্র (=নামেই) রহিয়াছে। পরন্তু পুরাণ কতগুলি, আর উহাতে কি লেখা আছে ইহা স্থির করা অশক্য (=কঠিন) হইয়া পড়িয়াছে।[৪]

ন বদেদ্ যাবনীং ভাষাং [প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
হস্তিনা তাড্যমানোঽপি] ন বিশেজ্জৈন মন্দিরে ॥[৫]

এইরূপ বিচার শূন্য সহস্র সহস্র শ্লোক রচনা করা হয় এবং হোম করিবার স্থানকে অর্থাৎ দেবায়তনকে ত্যাগ করিয়া লোকে [মূর্তির স্থানকে] দেবালয় বলা আরম্ভ করিল এবং জৈনদের মন্দিরে রক্ষিত মূর্তিকে দেব জ্ঞান করিয়া উহাদের পূজা করিতে আরম্ভ করিল। জৈনীদের মন্দিরে মূর্তি স্থাপন করিয়া সাক্ষাৎকারের (অনুভব-বিষয়ক) গালগল্প ঝাড়িতে লাগিল এবং নানা প্রকারের কপট যুক্তি

১। শঙ্করাচার্য্যকে একজন জৈনী ই বিষ দিয়াছিল। (দ্রঃ সং প্রঃ ১১শ সমুল্লাস)

২। এখানে রাজাদের কালক্রম অপেক্ষিত নয়।

৩। এই সঞ্জীবনী নামক গ্রন্থের তথা মহাভারতে শ্লোকের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বিষয়ে প্রবক্তা সত্যার্থ প্রকাশের উভয় সংস্করণে ও উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। পৌরাণিকেরা ১৮ পুরাণ ও ১৮ উপপুরাণ স্বীকার করে। পরন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটি পুরাণ আর কোনটিই বা উপপুরাণ এ বিষয়ে মতৈক্য নাই। এই ১৮ পুরাণ ও ১৮ উপপুরাণের পর ও কিছু গ্রন্থ অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে যাহাদের নামের সহিত পুরাণ শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

৫। এই শ্লোকের নির্দেশ ১২ প্রবচনে পাওয়া যাইবে। সেখানে চতুর্থ চরণের পাঠ **'ন গচ্ছেজ্জৈন মন্দিরে'** আছে।

প্রচার করিয়া লোকদের দেবতাদের অলৌকিকত্ব দেখাইতে লাগিল। আজকালকার মত সে যুগে মানুষ চতুর ছিল না, এ কারণ কোথাও কোথাও পূজারীদের ভেল্কিতে আবদ্ধ হইতে লাগিল।

'সর্বং ভগলিঙ্গাত্মকং জগৎ' বামমার্গীর দল এইরূপ বাক্য রচনা করিয়া ফেলিল। ইহার নমুনা দেখুন—

'সহস্র ভগদর্শনান্মুক্তিঃ। কাশ্যাং তু মরণান্মুক্তিঃ। হরিস্মরণান্-মুক্তিঃ। অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাধিবিনাশনম্।'

এতাদৃশ শ্লোক রচনা করিল আর এই সমস্ত শ্লোকের অভিমানী আত্মসুখকামী পূজারী, বৈরাগী, গোঁসাই, সম্প্রদায়বাদীদের, প্রবলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। **অষ্টাদশ পুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ'।** পুরাণ সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে লাগিল। ইহার পরিণাম স্বরূপ [কল্পিত] মন্ত্র সমূহের সুকাল আর জ্ঞানের দুষ্কাল, এই উভয়বিধ বিষয় সহজভাবেই বৃদ্ধি পাইল। প্রতিষ্ঠা-ময়ূখ এবং প্রতিষ্ঠা-ভাস্কর নামক গ্রন্থে মন্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে উহা দেখুন—

[প্রাণা ইহাগচ্ছন্তু ইহ তিষ্ঠন্তু স্বাহা]
ইন্দ্রিয়াণীহাগচ্ছন্তু ইহ তিষ্ঠন্তু স্বাহা ॥[১]

এইরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কেচ্ছা কোনও আর্য্য গ্রন্থের কোথাও পাওয়া যায় না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার গ্রন্থ সমূহে উক্ত একটি মন্ত্রের ও প্রয়োগ চার বেদের সংহিতায় পাওয়া যায় না। কেবল অর্বাচীন অশুদ্ধ ও স্বকপোলকল্পিত নবীন মন্ত্র পৌরা নিক যুগে লোকেরা রচনা করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা মূর্ত্তিতে পূজ্যত্ব লাভের জন্য ঢং সৃষ্টি করিয়াছে।

এইভাবে মূর্ত্তিপূজা জৈনদের নিকট হইতে আমরা শিখিয়াছি এবং পুরাণ আদি গ্রন্থ এতাদৃশ আচার অনুষ্ঠানকে উত্তেজনা দিয়াছে, এইরূপ মনে হয়।

অবতার বিষয়ক বর্ণনাও পুরাণ সমূহেই প্রথমতঃ পাওয়া যায়। হরিবংশে[২] নরসিংহ (নৃসিংহ) অবতারের কথা আছে। এবং অবতারদের কাহিনী দ্বারা তথা মূর্ত্তিপূজার প্রচারের জন্য মানুষের মধ্যে বিচার করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া কর্ম-মার্গে

১। এ বিষয়ের বর্ণনা চতুর্থ প্রবচনে বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। তথা প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রায় সবই মন্ত্র 'সত্যার্থ প্রকাশ' প্রথম সংস্করণে উদ্ধৃত আছে।

২। হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট রূপ অংশ। ইহাকে হরিবংশ পুরাণ ও বলে।

অনের প্রবৃত্তি জন্মিল আর মানুষ অসঙ্গত (খেয়াল খুশী মত) কঠিন ব্রত উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত কর্ম করায় শক্তির হানি ও রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই রূপে প্রথমতঃ—দুষ্পরিণাম সৃষ্টি হয়। কেবল ইহাই নহে, দ্বিতীয়তঃ—শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে দ্বেষ, বল্লভ ও রামানুজ সম্প্রদায়, এইরূপ নানা প্রকার মনুষ্য চালিত পন্থ সৃষ্টি হইয়া দ্বেষ বৃদ্ধি পাইল। তৃতীয়তঃ—জড়মূর্ত্তির সম্মুখে রাজভোগ, বালভোগ দেওয়া, শয়নের জন্য শয্যা প্রস্তুত করা, রাসলীলা করা এইরূপ মনগড়া আচার সমূহে [সাধারণ মানুষকে] আবদ্ধ করায় অনাদি বেদ প্রণীত ধর্মের তিরস্কার হইয়া থাকে এবং দেশে পাপ কর্মের বৃদ্ধি হয়। এইভাবে মূর্ত্তি পূজা দ্বারা হানি হয়। মন্দিরে যেরূপ দক্ষিণা দিবে পূজারীরা সেইরূপ প্রসাদের ব্যবস্থা করিবে। এইভাবে মন্দির দোকান হইয়াছে। পূজারীরা স্বীয় লাভের জন্য আলস্য ও অজ্ঞান বর্দ্ধক বহু নবীন বচন প্রস্তুত করিয়া মানুষকে জালে আবদ্ধ করে। মন গড়া বাক্য প্রয়োগ করে—

পঠিতব্যং তদপি মর্ত্তব্যম্, দন্তকটা কটেতি কিং কর্ত্তব্যম্।
প্রাতঃকালে শিবং দৃষ্ট্বা সর্বপাপং বিনশ্যতি ॥

বাঃ, কি চমৎকার পুরুষার্থ ? জ্ঞান ব্যতীত ভোগ পুরুষার্থ ও আনন্দ নাই। পরন্তু যেখানে এইরূপ (উপর কথিত অনুসার) পুরুষার্থের সম্বন্ধে ধারণা, সেখানে ভাগবত সদৃশ পুরাণ সমূহের প্রাবল্য দেখা দিবে না কেন ? জ্ঞান লাভ করাকে কোনঠাসা করিয়া পুরাণ শ্রবণেই সমস্ত মাহাত্ম্য সাজাইয়া রাখা হইয়াছে আর প্রত্যেক পুরাণের সমাপ্তিতে পুরাণ শ্রবণ করিলে কি ফল পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা ভবিষ্যৎ ফললাভের ছড়াছড়ি। অস্তু।

এইভাবে ধর্ম বুদ্ধি ভ্রষ্ট হওয়ায় মানুষ বলহীন ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই নবগ্রহের ফেরে নিজের হানি হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকে। ইহাকে ভিত্তি করিয়া ফলিত জ্যোতিষের নবগ্রহের জন্য মন্ত্র তৈরী করা হইল।[১] এই সমস্ত মন্ত্রার্থের সহিত উহার যোজনার[২] কোনও প্রকারের সম্বন্ধ নাই। কেহ এ বিষয়ে কোনও দিনও বিচার করে নাই। উদাহরণ স্বরূপ **'শন্নো দেবী'**[৩]

১। তৈরী করা হইল—রচনা করিল ইহার অভিপ্রায় মন্ত্র রচনা নহে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রকে নবগ্রহ পূজার সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করা। পরবর্তী পংক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

২। অর্থাৎ নবগ্রহ মন্ত্রের জপ যোজনা করা।

৩। যজুঃ—৩৬।১২ ॥

ইহাকে শনি [গ্রহ] মগ্ন করিয়া ফেলিল, আর জ্যোতিষীরা নিজেদেরা ধনাগমের পথ প্রশস্ত করিল।

এইভাবে সম্প্রদায়বাদীর দল তাহাদের তনু-মন-ধন গোঁসাই ঠাকুরকে অর্পণার্থে[১] এইসব উপদেশ দান করিয়া সাদাসিদে মানুষের মনকে বিপথগামী করিল। ওগো শ্রোতৃগণ! আপনারা এ বিষয়ে ভালভাবে বিচার করুন।

প্রমা-জ্ঞান কি, এবং ভ্রম-জ্ঞান কি? ইহা বিচার করিয়া ভাখো, "যে বস্তু যেরূপ, উহার সেইরূপ জ্ঞান তৎপ্রকারক জ্ঞানকেই প্রমাজ্ঞান বলিয়া জানিবে। এবং **প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ**[২] এই বচন অনুসারে কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া [কষিয়া] সত্যাসত্যের নির্ণয় করো। আমার শাস্ত্রী বন্ধুরা আগ্রহী হইয়া বসিয়া আছেন। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। আমাদের ভারতবর্ষ হইতে বেদ প্রণীত ধর্ম প্রায় বহু অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং [অবশিষ্টটুকু] সম্প্রতি আমাদের সামনে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। শুধু তাহাই নহে তৎস্থলে, অনাচার, ভণ্ডামী, তথা দম্ভ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার পর স্বাভাবিক সত্য ও সদাচার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? সনাতন আর্য্যগ্রন্থ অবহেলিত এবং পুরাণ আদির আজে-বাজে দুরাচারের কথা শিরোধার্য্য হইয়া পূজা পাইতেছে। এই পাগলামীর কোনও ঔষধ আছে কি? যদি আমায় কেহ এ প্রশ্ন করে তাহা হইলে আমি বলিব হ্যাঁ, ইহার ঔষধ আছে। যদিও দেশের চরম দুরবস্থা হইয়াছে, তথাপি পরমেশ্বরের কৃপা হইলে এ রোগ দুঃসাধ্য নহে। **বেদ ও ষড্ দর্শনের[৩] ন্যায় সনাতন (প্রাচীন) গ্রন্থ সমূহের বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তর করিয়া**

১। পূর্বের চতুর্থ ব্যাখ্যানে সাধুদের দ্বারা তনু-মন-ধন অর্পণ করিবার বিষয়ে লেখা আছে। ইহার সহিত সেই প্রসঙ্গের যোগ আছে।

২। ন্যায় বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১।১।১॥

৩। ঋষি দয়ানন্দ বেদের পর মনুস্মৃতিও ষড্ দর্শনকে অধিক মহত্ব দিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, মনুস্মৃতি মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য-বোধ সৃষ্টি করে এবং দর্শন শাস্ত্র মানুষের বুদ্ধিকে সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপযুক্ত করে। এই উদ্দেশ্যে ঋষি দয়ানন্দ উদয়পুরের মহারাণা সজ্জন সিংহকে এবং শাহপুরার (মেওয়াড়) মহারাজা নাহরসিংহকে এই গ্রন্থ নিজে পড়াইয়া ছিলেন। ঋষি দয়ানন্দ নিজে ষড্দর্শনের ভাষ্য করিবার ইচ্ছুক ছিলেন। পণ্ডিত লেখরাম কৃত জীবন চরিত (হিন্দী॰ সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৬০১ এ লিখিতেছেন —'দরবার (=মহারাণা সজ্জন সিংহ) স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন আপনি ষড্দর্শনের টীকা মুদ্রিত করান। ইহার জন্য আমি ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিব। স্বামীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন **ইহার টীকা করা আবশ্যক ইহা আমি জানি,** বেদ ভাষ্যের পর ইহার ব্যবস্থা করিব।

সমস্ত মানুষ যাহাতে সেই সনাতন জ্ঞান সহজেই লাভ করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এতদতিরিক্ত সুশিক্ষিত বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সকলের লক্ষ্য হইবে, সদ্ধর্মের উপদেশ দেওয়া এবং গ্রামে গ্রামে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়া মূর্ত্তি পূজন আদি অনাচার দূর করা এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিজের সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য সমস্ত বর্ণাশ্রমবাসীদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক সম্পত্তি লাভ করাইতে পারিলে অনায়াসেই সমস্ত মানুষের চোখ খুলিয়া যাইবে. নীচাবস্থা (=দুর্দশা) দূর হইয়া উত্তম অবস্থা লাভ হইবে। আমার মত এক সাধারণ মানুষের দ্বারা এই কাজ কি করিয়া হইবে? আপনাদের ন্যায় সুজ্ঞ (=বুদ্ধিমান্) ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিবেন, আমার এই আশা।

—•—

পঞ্চদশ প্রবচন

স্বীয় পূর্ব চরিত্র

(স্বয়ং কথিত জীবন চরিত্র)[১]

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠে ভিড়ের বাড়ে তাং ৪ আগষ্ট[২] [রাত্রি আট ঘটিকায়] স্বীয় পূর্ব চরিত্র[৩] বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইহা তাহার সারাংশ –

নিজের পূর্বেকার চরিত্র, সর্বত্র কৃত কর্মের পরিচয় বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ—

ওম্ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥[৪]

(স্বামীজী এই ঋচা প্রথমে পাঠ করেন, তাহার পর স্বীয় চরিত্র বলা আরম্ভ করেন)

"তুমি ব্রাহ্মণ, ইহা কিরূপে জানিব" ? অনেকে এরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন এবং কোনও ইষ্ট মিত্র আপ্ত (=প্রামাণিক পুরুষ) ব্যক্তির পত্র আনাইয়া অথবা কোনও পরিচিত ব্যক্তির নাম বলিবার জন্য আগ্রহ করিয়া থাকেন।

গুজরাত দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা মানুষের মধ্যে মোহ অধিক আর আমি যদি নিজের পুরাতন ইষ্ট মিত্র তথা আপ্ত ব্যক্তির পরিচয় দিই তাহা হইলে আমার অত্যধিক পীড়া হইবে এবং যে উপাধি (=জঞ্জাল) হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি সে সমস্ত উপাধি আমার পিছনে যুক্ত হইবে। এই কারণেই পত্র প্রভৃতির উদ্যোগ (=যত্ন) করি না।

গুজরাতে ধাংগধ্রা নামক এক সংস্থান (=রাজ্য) আছে। উহার সীমাপ্রান্তে মোরবী নগর, সেখানে আমার জন্ম। আমি উদীচ্য ব্রাহ্মণ। ঔদীচ্য

১। ইহার তুলনা করিবার জন্য দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখিতে হইবে। সে স্থলে "স্বয়ং লিখিত আত্মচরিত্র" দেওয়া আছে।

২। শ্রাবণ শুক্লা ৩, সম্বৎ ১৯৩৩॥

৩। এই বিষয়টি উত্তর—বাক্য রূপে লিখিত। মরাঠী সং (১৮৭৫) এস্থলেও ১৪ ব্যাখ্যানের ন্যায় **আহ্নিক কিম্বা নিত্যকর্ম ও মুক্তি অথবা বিষয়াবর"**। অশুদ্ধ পাঠই মুদ্রিত রহিয়াছে।

৪। যজুঃ ২৫।২১॥

ব্রাহ্মণেরা সামবেদী ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমি শুক্ল যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমাদের বড় জমিদারী আছে। বর্ত্তমানে আমার বয়স ৪৯/৫০ বৎসর হইবে। আট বৎসর বয়সে[১] আমার পীঠে (= পরে) এক ভগিনী জন্ম গ্রহণ করে। আমার এক কাকা[২] ছিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসিতেন। আমার পরিবারে এখন পনর ঘর হইয়া গিয়াছে হইবে।

বাল্যকালে আমাকে রুদ্র[৩] (রুদ্রাধ্যায়) আদি শিক্ষা দিয়া (= কণ্ঠস্থ করাইয়া) শুক্ল যজুর্বেদ পড়ান আরম্ভ করান হয়। আমার পিতৃদেব আমাকে শিবার্চনায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দশ বৎসর (বয়স) হইতে আমি পার্থিব পূজন আরম্ভ করি। আমার পিতৃদেব শিবরাত্রি[৪] (ব্রত) করিতে বলেন, পরন্তু আমি শিবরাত্রি (ব্রত) করিবার জন্য বলিলে, আমি শিবরাত্রি [র ব্রত] করি নাই। তখন আমাকে শিবরাত্রির [ব্রত] কথা শোনান হয়। সেই [ব্রত] কথা শুনিতে আমার খুবই ভাল লাগায় আমি উপবাস করিতে মনস্থ করি। মা উপবাস 'করিও না' এ কথা বলিতেন। কিন্তু সেকথা (মায়ের কথা) না শুনিয়া উপবাস করিলাম। কিন্তু আমার দ্বারা উপবাস করা হইল না।

১। স্বলিখিত আত্মচরিত অনুসারে ২ বৎসর ছোট।

২। মরাঠী সংস্করণ (১৮৭১) 'মাঝা এক চুলত অজা হোতা' পাঠ আছে। হিন্দী সংস্করণ সমূহে 'চুলত অজা'র অনুবাদ 'খুড়তোত দাদা' পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য দাদার সহিত। মরাঠী সংস্করণে পরবর্ত্তী সন্দর্ভে 'অজ্যানে' 'অজ্যালাহী' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। মরাঠীতে 'অজা' এবং 'আজা'র প্রয়োগ ঠাকুর দাদা ও দাদা মশাই উভয়ের পক্ষে প্রয়োগ করা হয়। এইরূপ 'অজী' ও 'আজী'র প্রয়োগ ঠাকুর মা, দিদিমার পক্ষে করা হয়। কিন্তু মরাঠী সংস্করণে পরে 'কাকা প্রমাণে'-এর প্রয়োগ ও সেই ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ হয় যাহার জন্য প্রথমে 'চুলতা অজা' 'অজ্যানে' 'অজ্যালা' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

থিয়োসোফিষ্ট পত্রিকার জন্য প্রবক্তা দ্বারা লিখিত ভুল আত্মচরিতে সবত্র 'চাচ' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। দ্র০ পরোপকারী পত্রের (অজমীর) মার্চ ১৯৭৫ সংখ্যা, এই সংখ্যায় মূল হস্ত লিখিত পৃষ্ঠ সমূহের প্রতিকৃতি (ফটো) ছাপা হইয়াছে? উহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠে সর্বত্র 'চাচা' শব্দের ই প্রয়োগ পাওয়া যায়। হিন্দী সংস্করণে কোথাও—'চচেরাদাদা' কোথাও 'দাদা' কোথাও 'চাচা' বিবিধ প্রয়োগ পাওয়া যায়। আমরা ঋষি দয়ানন্দ দ্বারা লিখিত আত্মচরিতকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া সর্বত্র 'চাচা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি।

৩। আত্মচরিতে রুদ্রাধ্যায় পাঠ আছে। মরাঠী সংস্করণে কেবল 'রুদ্র' এক দেশের নির্দেশ আছে। শৈবদের মধ্যে রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিবার অধিক প্রচলন আছে।

৪। মূল পাঠ 'মলা বাপানে শিবরাত্র করাবয়ালা সাংগিতলী' আছে। এখানে স্পষ্টরূপে শিব রাত্রির ব্রতের সহিত সম্বন্ধ আছে।

আমাদের গ্রামের বাহিরে এক বড় দেবালয়[১] আছে। উহাতে শিবরাত্রির সময় রাত্রিকালে বহু মানুষ যায় এবং পূজা অর্চনা করে। আমি, আমার পিতৃদেব এবং আরও বহু লোক সেখানে একত্র হইয়া ছিলাম। প্রথম প্রহরের পূজা পূর্ণ করা হইল। দ্বিতীয় প্রহরের পূজাও হইয়া গেল। তাহার পর রাত্রি বারটা বাজিলে মানুষ যে যেখানে পাইল ঝিমাইতে লাগিল। আমার পিতৃদেবেরও চোখ ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। ইত্যবসরে পূজারী বাহিরে চলিয়া গেলেন। উপবাস নিষ্ফল হইবার ভয়ে আমি ঘুমাইলাম না। ইতিমধ্যে এক মজার ঘটনা ঘটিয়া গেল। মন্দিরের গর্ত্ত হইতে এক ইঁদুর বাহির হইয়া আসিল আর [মহাদেবের] নৈবেদ্যর আশে পাশে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। নৈবেদ্যর চাউল হইতে সে খাওয়া আরম্ভ করিল। আমি জাগিয়া ছিলাম। এইজন্য এই সব চমৎকারকারী ঘটনা দেখিয়া ছিলাম। ইহার আগের দিন শিবরাত্রির কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। উহাতে শিবের অক্রাল-বিক্রাল (=ভয়ঙ্কর) গণ, উহার পাশুপতাস্ত্র, তাহার বাহন বৃষভ এবং উহার অদ্ভুত বীর্য্য আদি বিষয়ের কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। এই কারণ যখন ইঁদুরের এরূপ লীলা দেখিলাম তখন আমার বালকবুদ্ধিতে এরূপ বিচার উদয় হইল যে, যে শিব স্বীয় পাশুপৎ-অস্ত্র দ্বারা মহান্ অপেক্ষাও মহান্ প্রচণ্ড দৈত্যকে সংহার করে, সে এই ইঁদুরকে দেখিয়া [নিজের উপর হইতে] কেন উহাকে অপসৃত করে না ? এইরূপ অনেক তর্ক আমার মনে উদয় হইল। আর আমি পিতাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এত মহান্ শিব এই ক্ষুদ্র ইঁদুরকে কেন সরাইতেছে না ?

১। এ দেবলায় ঋষি দয়ানন্দের পিতা টংকারায় ডেমী নদীর তটে নির্মাণ করান। যদিও এ দেবালয় বড় নহে, তথাপি টংকারায় প্রায় প্রত্যেক গৃহে ছোট ছোট দেবালয় আছে, তাহাদের তুলনায় এ দেবালয়টি বড়। পরে এই দেবালয়ের আশে পাশে আরও দেবালয় নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু সে সময় মাত্র এই দেবালয়টিই ছিল। ইহার চতুর্দিকে খোলা স্থান ছিল। পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ 'বড়' বিশেষণ দেখিয়া ভ্রমে পড়েন এবং তিনি টংকারা হইতে ৭—৮ মাইল দূরে জড়েশ্বর দেবালয়ে যাইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয় প্রহরের পূজার পর গৃহে আসিয়া ভোজন সারিয়া রাত্রি একটার সময় ঘুমাইয়া পড়া (থিয়োসেফিস্টে প্রকাশিত আত্মচরিত) কদাপি সম্ভব নহে। আমি টংকারায় দুই বৎসর ছিলাম। জড়েশ্বরের মন্দির ও দর্শন করিয়াছি। কর্শনজীর পিতা জীবাপুরে ও নদীর তটে কুবেরনাথের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি আছে। কর্শনজী কুবেরনাথের ভক্ত ছিলেন। অতএব তিনি টংকারাতেও উহার হুবহু কুবেরনাথের মন্দির নির্মাণ করেন। স্বীয় স্ব নির্মিত স্ব-ইষ্টদেবের দেবালয় টংকারায় বিদ্যমান থাকিলেও টংকারা হইতে ৭—৮ মাইল দূরে জড়েশ্বরের দেবালয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে জানিয়া তিনি শিবরাত্রিতে এই দেবালয়েই শিবার্চ্চনা করেন।

পিতা বলিলেন—তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত মলিন। ইহা কেবল দেবতার মূর্ত্তি। তখন আমি সংকল্প করিলাম যে, যখন সেই ত্রিশূলধারী [শিব] কে আমি প্রত্যক্ষ করিব তখন তাহার পূজা করিব, অন্যথা [পূজা] করিব না। এই স্থির করিয়া আমি বাড়ী চলিয়া গেলাম, ক্ষুধাও লাগিয়াছিল। এজন্য মায়ের নিকট খাইবার কথা বলিলাম। মা বলিলেন—আমি তো তোমায় প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে, তোমার পক্ষে উপবাস করা ঠিক্ হইবে না। তুমিই তো হঠ করিতে লাগিলে। মা আমায় আবার খাইতে দিলেন। দুদিন তুমি তাঁহার (=পিতার) নিকট যাইবে না এবং [তাঁহাকে] একথা বলিও না, নইলে পিটন খাইব একথাও বলিলেন। ভোজন করিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম, আর পরের দিন সকাল আটটার সময় উঠিলাম। আমি [সমস্ত কথা] কাকাকে[১] বলিলাম। "অধ্যয়ন করে বলিয়া তাহার উপবাস আদি সহ্য হয় না" এভাবে কাকা[২] পিতৃদেবকে বুঝাইয়া দিলেন। সে সময় আমি যজুর্বেদ পড়িতাম। আর একজন পণ্ডিত আমায় ব্যাকরণ পড়াইতেন। ষোল বা সতের বৎসর বয়সে যজুর্বেদ পাঠ শেষ হইল।

ইহার পর আমি আমাদের জমিদারীর গ্রামে অধ্যয়ন করিতে গেলাম। সেখানে আমাদের ঘরে একদিন নাচ হইতেছিল। আমার পিঠের (=পরের ছোট) ভগিনীর প্রাণোন্মুখ (=মরাণাসন্ন) অবস্থা হইয়াছিল। আমি [সেখানে] গেলাম এবং তাহার বিছানার পাশে দেওয়ালকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মানুষের মৃত্যু আমার জীবনে সেইদিন দেখিয়াছিলাম [অর্থাৎ মরণাসন্ন মানুষকে জীবনে আমি সেই প্রথমবার দেখিলাম]।

ভগিনীর মৃত্যু হইলে, আমার অতিশয় ভয় হইতে লাগিল। সকলকে এইভাবে মরিতে হইবে? আমার মনে এই ভয় জাগিয়া উঠিল। সকলে কাঁদিতেছিল, কিন্তু আমার হৃদয়ে ভয়ের আঘাত জাঁকিয়া বসিল। এ কারণ এক বিন্দু চোখের জল আমার চোখ হইতে পড়ে নাই। পিতৃদেব আমাকে পাষাণ হৃদয় বলিলেন। আমার মা আমায় ভালবাসিতেন, তিনিও আমায় সেই কথাই বলিলেন। আমায় ঘুমাইবার জন্য বলিলে আমার ভালভাবে ঘুম ধরিল না। আমি সর্বদা ভয়ে চমকাইয়া উঠিতেছিলাম। প্রতিমুহূর্তে ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতে ছিলাম। সকল সময় মনে নানা প্রকারের বিচারের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

১। মরাঠী সং॰ 'অজ্যমালা'। দ্র॰ পূর্ব পৃষ্ঠ টিপ্পনী ১।

২। মরাঠী সং॰ 'অজ্যানে'। দ্র॰ পূর্ব পৃষ্ঠ টিপ পনী ১।

আমাদের দেশের প্রথা অনুসারে আমার ভগিনীর [মৃত্যুর] জন্য কাঁদিবার পাঁচ ছয়টি প্রসঙ্গ আসিলেও আমি কাঁদি নাই। এ কারণ সকলে আমায় ধিক্কার দিতে লাগিল।

আমার ১৯ বৎসর বয়সে যে কাকা[১] আমায় ভালবাসিতেন, তাহাকে বিসূচিকা (=কলেরা) আক্রমণ করে। মৃত্যুর সময় তিনি [আমাকে নিকটে ডাকিলেন। সকলে তাঁহার নাড়ী দেখিতে লাগিল। আমি [তাঁহার] নিকট বসিয়া ছিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চোখ দিয়া অঝোরে জল ঝরিতে লাগিল। তখন আমারও খুবই কান্না পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে আমার চোখ ফুলিয়া গেল। আমি কোনও দিনও এত কাঁদি নাই। সে সময় আমার এরূপ মনে হইতে লাগিল যে, কাকার[২] ন্যায় একদিন আমাকেও মরিতে হইবে। আমি আমার বন্ধু-বান্ধবও পণ্ডিতদের নিকট পরামর্শ করিতে লাগিলাম, অমর হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তাহারা আমায় যোগ অভ্যাস করিতে বলিল। ইহার পর আমার মনে জাগিল 'গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই'। সে সময় আমার বয়স কুড়ি বৎসর হইয়াছিল।

আমার ভাল লাগিতেছে না (অর্থাৎ উদাসীন) দেখিয়া পিতৃদেব আমায় জমিদারী দেখাশুনা করিতে বলেন। কিন্তু আমি তাহা করিলাম না, তখন পিতৃদেব স্থির করিলেন যে, ইহার বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে সে নষ্ট না হইয়া যায়। এসব কথাবার্ত্তা বাড়ীতে হইতে লাগিল। তখন বন্ধুবান্ধবদের নিকট আপন স্থির নিশ্চয়—'আমি বিবাহ করিব না', ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু আমায় অভিপ্রায় তাঁহার মনঃপূত হইল না। অধিকন্তু, বিবাহ দিবার আগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমার মনে গৃহত্যাগ করিবার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু সেরূপ করিতে কেহ পরামর্শ দিত না। প্রত্যেকেই বিবাহ করিবার উপদেশ দিত। এক মাসের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

বিবাহের সম্পূর্ণ আয়োজন প্রস্তুত, ইহা দেখিয়া আমি একদিন সন্ধ্যায় শৌচ যাইবার অছিলায় ধুতি সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। এবং 'এক বন্ধুর বাড়ী গিয়াছি' এক সিপাহী দ্বারা এ কথা বলিয়া পাঠাইলাম। তাহার পর আমি নিকটস্থ এক গ্রামে চলিয়া গেলাম। এদিকে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আমার প্রতীক্ষায় সকলে বসিয়া আছে। সেই রাত্রির শেষে ভোরে—

১। মরাঠী সংস্করণে 'অজ্যালাহ'। দ্র॰ পূর্বপৃষ্ঠা টিকা ১।

২। মরাঠী সংস্করণে 'কাকাপ্রমাণে' শুদ্ধপাঠ।

চার দণ্ড রাত থাকিতে আমি [গ্রাম হইতে] যাত্রা করিলাম এবং নিজের গ্রাম হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরের এক গ্রামে হনুমানের মন্দিরে অবস্থান করিলাম। সেখান হইতে, সায়লা যোগী নামক কোনও এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানে আমি শান্তি পাইলাম না। লালা ভগত নামক কোনও এক যোগী আছে, লোকে একথা বলে। এই কারণ আমি সেখানে (=তাহার নিকট) উপস্থিত হইলাম। পথে এক বৈরাগী এক মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়া ছিল, 'হাতে সোনার আংটি ধারণ করিয়া কিরূপে বৈরাগ্য সিদ্ধি হইবে ? এইরূপ আমায় উত্যক্ত করিয়া সে আমার নিকট হইতে তিনটি আংটি মূর্ত্তির সম্মুখে সমর্পণ করাইয়া লইল। আমি লালা ভগতের নিকট গিয়া যোগ সাধন করিতে লাগিলাম। রাত্রিকালে এক বৃক্ষের নীচে বসিয়া পড়িলাম, সেই (বৃক্ষের) উপর পক্ষী ঘু ঘু করিতে লাগিল।[১] উহা শুনিয়া আমার মনে ভূতের ভয় উৎপন্ন হইল। তাহার পর আমি মঠে[২] ফিরিয়া আসিলাম। সেখান হইতে বাহির হইয়া আহমদাবাদের নিকট কোঠকাংগড়[৩] নামক এক গ্রাম আছে, সেখানে আসিলাম। অনেক বৈরাগী ছিল এবং কোথাকার এক রাণী তাহাদের জালে ধরা পড়িয়াছিল। সেই (রাণী) আমার সহিত হাঁসি ঠাট্টা করা আরম্ভ করিল। কিন্তু আমি তাহার জাল ছিঁড়িয়া চলিয়া গেলাম। আমি এখানে তিন মাস কাল ছিলাম। এখানে বৈরাগী আমায় দেখিয়া হাসিতে লাগিল। এইজন্য [আমি] পাড়যুক্ত রেশমী ধুতি ফেলিয়া দিলাম। আমার নিকট তিন টাকা ছিল, উহা ব্যয় করিয়া সাধারণ ধুতি ক্রয় করিলাম। ইহার পর আমি 'ব্রহ্মচারী' নাম ধারণ করিলাম এবং কার্তিক মাসে সিদ্ধপুরে যে মেলা লাগিত, সেখানে কোনও না কোন যোগী পাইব আর অমর হইবার পথ তাহারা বলিবে।

এই আশায় আমি সিদ্ধপুরের পথে পা বাড়াইলাম। পথে আমাদের গ্রামের কোনও ব্যক্তির সহিত দেখা হয়, সে [বাড়ী ফিরিয়া] আমার পিতৃদেবকে "আমি যে সিদ্ধপুরের দিকে গিয়াছি" একথা বলিয়া দিল।

এদিকে আমার পিতৃদেব ও আত্মীয় স্বজন [আমার] সন্ধান করিতেই ছিলেন' সেই লোকটির নিকট আমার কথা শ্রবণ মাত্রই আমার পিতৃদেব চারজন সিপাইকে

১। এরূপ শব্দ পেচকের। পেচকের শব্দ রাত্রিকালে ভয়ানক প্রতীত হয়। ইহা অমঙ্গল সূচক। ২। মঠ—সাধুদের নিবাস স্থান।

৩। থিয়োসফিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত আত্মচরিতের মূল লেখনে 'কোঠকাওড়' কে ছোট রাজ্য বলা হইয়াছে, উহা ইহার রাজধানী ছিল।

সঙ্গে লইয়া সিদ্ধপুরে আসিয়া উপস্থিত। একদিন আমি মঠে[১] বসিয়াছিলাম এমন সময় অকস্মাৎ আমার পিতৃদেব ও চারজন সিপাই আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আমার বুক ধড়-ফড় করিতে লাগিল, পাছে বাবা দুর্দশা করেন (=মারধোর) এই ভয়ে আমি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, কোন এক ধূর্ত্ত আমাকে এথানে ভুলাইয়া আনিয়াছে, আমি ঘরে ফিরিতে তো প্রস্তুতই ছিলাম এমন সময় আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার তুম্বা[২] ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং ছাটি[৩] ও ছিঁড়িয়া দিলেন এবং আমাকে দেশীয় রীনির বস্ত্র পরিতে দিয়া[৪] আমার সহিত দুইজন সিপাই রাখিয়া দিলেন। রাত্রে যথন নিদ্রা যাইতাম তথন একজন সিপাই আমার মাথার দিকে [বসিয়া] জাগিয়া থাকিত। ভাবিতে লাগিলাম সিপাইকে বঞ্চনা করিয়া সরিয়া পড়ি। এই কারণ আমি রাত্রে ঘুমাইবার ভান করিয়া জাগিতে থাকিতাম—সিপাই রাত্রে নিদ্রা যায় কিনা দেখিতাম। বিছানায় শুইয়া নিদ্রার ভান করিয়া ঘুর ঘুর শব্দে নাকও ডাকাইতাম। এইভাবে তিন দিন জাগিয়া ছিলাম। চতুর্থ দিবসে সিপাই-এর চোখ ঘুমে ঢুলঢুলু। তথন আমি হাতে একটি ঘটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কি জানি সে যদি দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে বলিব প্রস্রাব করিতে গিয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্যে ঘটি লইয়াছিলাম। গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম গ্রামের বহিঃপ্রান্তে এক বাটিকা। সেথানে গেলাম, আর আঁধার না কাটিতেই এক বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়া রহিলাম। সেই অবস্থায় আমাকে একদিন অনাহারে কাটাইতে হয়। [সমস্ত দিনের পর] রাত্রি সাতটা বাজিতেই বৃক্ষ হইতে নীচে নামিয়া পথ ধরিলাম। ইহাই গ্রামের অথবা গৃহের মানুষের সহিত অন্তিম দেখা বলা চলে। ইহার পর আর একবার প্রয়াগে আমার গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু সে সময় আমি তাহাদের নিকট আমার পরিচয় দিই নাই। সময় হইতে অদ্যাবধি আর কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমি সিদ্ধপুর হইতে বরোদা আসিলাম। এবং সেথান হইতে নর্মদা তটে

১। পূর্ব নির্দিষ্ট আত্মচরিত অনুসারে নীল-কণ্ঠ মহাদেবের মন্দির।

২। সন্ন্যাসীদের জলপান করিবার তিক্ত স্বাদের লাউয়ের পাত্র বিশেষ।

৩। ইহা মরাঠী শব্দ। ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসীদের লজ্জা নিবারণের জন্য ব্যবহৃতব্য বস্ত্র, যাহার দুই খুঁট গলার দিকে পিছনে গিঁঠ বাঁধিয়া রাখিতে হয়। মারওয়ারী ভাষায় ইহাকে 'গাতী' বলে। আত্ম চরিতে 'গেরুয়া রঙের বস্ত্র' পাঠ আছে।

৪। মরাঠী সংস্করণে—'মলা আমচ্যা তিকড়চ্যা রিওয়াজা চা পোসাথ দিলা' পাঠ আছে।

ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। নর্মদা তটে যোগানন্দ স্বামী থাকিতেন, সেখানে কৃষ্ণ শাস্ত্রী নামক চিৎপাবন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ নিবাস করিত। তাহার নিকট আমি সামান্য অধ্যয়ন করি। অনন্তর রাজগুরুর নিকট বেদ পাঠ করি।[১] ২৩ কি ২৪ বৎসর বয়সে চাণোদকন্যালীতে আমার সহিত এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। অধ্যয়ন করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং সন্ন্যাস আশ্রমে অধ্যয়নের সুবিধা হয়, এজন্য তাঁহার উপদেশ অনুসারে আমি শ্রাদ্ধ আদি করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম[২] এবং সেই সময় দয়ানন্দ নাম ধারণ করিলাম। আমি গুরুর নিকট দণ্ড সমর্পণ করি—[অর্থাৎ তাঁহার সম্মুখেই দণ্ড পরিত্যাগ করি]।

চাণোদ গ্রামে দুইজন গোস্বামী (গোসাই) আগমন করেন। তাঁহারা রাজযোগ করিতেন। আমি তাঁহাদের সহিত অহমদাবাদ পর্য্যন্ত যাই। সেখানে এক ব্রহ্মচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু কয়েক দিন পর আমায় সেই ব্রহ্মচারীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়। সেখান হইতে চলিতে-চলিতে আমি হরিদ্বার গেলাম। সে সময় কুম্ভ মেলা লাগিয়াছিল। সেখান হইতে হিমালয়ের সেই স্থানে গমন করিলাম যেখান হইতে অলখনন্দা নির্গত হইয়াছে। সেখানে কেবল বরফ ছিল, জলও অত্যন্ত শীতল। সেখানে জলের ভিতর কিছু থাকায় আমার পায়ে ক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতে থাকে। হিমালয় পর্বতে গিয়া দেহত্যাগ করিব, এইরূপ আমার মনে বাসনা জাগিল। কিন্তু আবার মনে হইল জ্ঞান লাভ করিবার পর কি দেহত্যাগ করা উচিত? এইরূপ বিচার করিয়া আমি মথুরায় আসিলাম। সেখানে আমি এক সন্ন্যাসী সৎপুরুষ গুরুর দর্শন পাইলাম। তাঁহার নাম **বিরজানন্দ স্বামী** তিনি প্রথমে আলওয়ারে থাকিতেন। সে সময় তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইবে। বেদশাস্ত্রাদি আর্ষ গ্রন্থসমূহে তাঁহার অধিক অভিরুচি ছিল। তাঁহার চক্ষু দুইটিতে দৃষ্টিশক্তি ছিল না (অর্থাৎ অন্ধ ছিলেন)। তাঁহার উদরশূল রোগ ছিল। আধুনিক কৌমুদী শেখরাদিক গ্রন্থ তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি ভাগবত আদি পুরাণের খুব তিরস্কার (=খণ্ডন) করিতেন। সমগ্র আর্ষ গ্রন্থের প্রতি তাঁহার অত্যধিক ভক্তি ছিল। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে জানিলাম তাহার নিকট পড়িলে তিন বৎসরে ব্যাকরণে পারদর্শিতা লাভ করা

১। থিয়োসোফিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য লিখিত আত্মচরিতে চাণোদকন্যালীতে যোগানন্দ স্বামীর সহিত যোগ অভ্যাস করিবার ও ছিন্নোরে কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট অধ্যয়নের উল্লেখ আছে। রাজগুরুর নিকট বেদ অধ্যয়নের উল্লেখ নাই।

২। এ স্থলে আত্মচরিতের ঘটনাক্রমের সহিতও পৌর্বাপর্য্য আছে।

যায়। এই কথা শুনিবার পর আমি তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করিলাম। মথুরায় অমর লাল নামে এক ভদ্র পুরুষ ছিলেন। তিনি আমার অধ্যয়নকালে আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন উহা আমি ভুলিতে পারিব না। তিনি পুস্তকাদি সামগ্রী ও পানাহারের ব্যবস্থা খুবই ভাল করিয়া দিয়াছিলেন। যদি কখনও তাঁহাকে কোনও কাজে বাহিরে যাইতে হইত, সে সময় তিনি প্রথমে আমাকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে বাহিরে যাইতেন। এই রূপ তিনি উদারমনা ব্যক্তি ছিলেন।

অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আমি আগ্রায় দুই বৎসর কাল ছিলাম। কিন্তু সকল সময় আমি পত্র দ্বারা অথবা নিজে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শঙ্কা সমূহের সমাধান করিয়া লইতাম। সেখান হইতে আমি গ্বালিয়র যাই এবং সেখানে একটু-আধটু বৈষ্ণব মতের খণ্ডন করিতে আরম্ভ করি। সেখান হইতেও স্বামীজীকে পত্র লিখিতাম। সেখানে 'অনুমতাচার্য'[১] নামক এক মাধ্ব ছিলেন। তিনি কারকুনের (কেরানী বাবু[২]) বেশে বাদ আদি শুনিবার জন্য উঠা-বসা করিতেন। এক আধবার আমার মুখ হইতে অশুদ্ধ শব্দ বাহির হইয়া পড়িলে তিনি [অশুদ্ধি] ধরিয়া ফেলিতেন। আমি বহুবার 'আপনার পরিচয় কি' জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি ইহার উত্তরে বলিতেন—'সে একজন লিপিক, শুনিতে শুনিতে তাঁহার সামান্য বোধ জন্মিয়াছে। একদিন—বৈষ্ণবেরা ভালে লম্বা রেখা অঙ্কন করেন এই প্রসঙ্গে আলোচনা কালে আমি বলিয়াছিলাম—একটি লম্বা রেখাঙ্কনে যদি স্বর্গ লাভ হয়, তাহা হইলে সমস্ত মুখ রেখায় রেখায় কালো করিয়া ফেলিলে তো স্বর্গ অপেক্ষা অধিক কোনও পদ লাভ হইবে। এইরূপ শ্রবণমাত্রই তিনি রাগিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরে খোঁজ লইয়া জানিতে পারা গেল যে, সেই ব্যক্তি টি 'অনুমতাচার্য্য'[৩]।

গ্বালিয়র হইতে আমি 'করৌলী' গমন করিলাম। সেখানে এক কবীর পন্থীর সঙ্গে দেখা হয়। সে 'একবীর' ইহার 'এ কবীর' এইরূপ অর্থ করিয়াছিল এবং আমায় বলে যে, একটি কবীরোপনিষদ্‌ও আছে। আবার জয়পুরে হরিশ্চন্দ্র নামের এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। প্রথমে সেখানে আমি বৈষ্ণব মতের খণ্ডন করিয়া শৈব মতের প্রতিষ্ঠা করি। জয়পুরের মহারাজা [সওয়াই] রামরাজ (রামসিংহ), ইনিও শৈব মতের অনুযায়ী হইয়া পড়েন। শৈব মতের

১। শুদ্ধ নাম হনুমান্তাচার্য্য। ২। মরাঠী হিন্দী কোশ অনুসারে।
৩। শুদ্ধনাম 'হনুমন্তাচার্য্য'।

প্রসারের জন্য সহস্র সহস্র রুদ্রাক্ষ মালা আমি আপন হাতে লোকদের দিয়াছি (পরাইয়াছি)। সেখানে শৈব মত এত যশপ্রস্থ হয় যে, হাতি ঘোড়া সকলের কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা পরান হইয়া গেল [অর্থাৎ পরান হইয়াছিল।]

জয়পুর হইতে আমি পুষ্কর যাত্রা করিলাম এবং সেখান হইতে অজমের পৌঁছিলাম। অজমের গিয়া সেখানে শৈব মতের খণ্ডন করা আরম্ভ করিলাম। ইতিমধ্যে জয়পুরের মহারাজা লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশায় আগ্রায় গমন করিবার তোড়জোড় করিতেছিলেন। বৃন্দাবনে রঙ্গাচার্য্য নামের এক পণ্ডিত ছিলেন। সেখানে কোথাও শাস্ত্রার্থ হউক, এই আশায় রাজারাম সিংহ আমাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য [লোক] পাঠান। তাহার পর আমি জয়পুর গমন করিলাম। কিন্তু সেখানে আমি শৈব মতেরই খণ্ডন করা আরম্ভ করিয়া দিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া রাজা [আমার প্রতি] অসন্তুষ্ট হন, আমিও জয়পুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। পুনরায় স্বামীজীর নিকট গিয়া শঙ্কা সমাধান করিয়া লইলাম।- সে স্থান হইতে পুনরায় আমি হরিদ্বার গমন করিলাম। সেখানে 'পাখণ্ড মর্দন' [পাষণ্ডদলন] এই অক্ষর লিখিয়া স্বস্থানে ধ্বজা উড়াইয়া দিলাম। সেখানে বহু বাদ-বিবাদ হয়। আবার মনে হইতে লাগিল যে, সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এবং গৃহস্থদের অপেক্ষা অধিক পুস্তকাদির জঞ্জাল সঙ্গে রাখিয়া কি হইবে? [অর্থাৎ জঞ্জাল রাখা ঠিক্ নহে] এই অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিলাম [অর্থাৎ সমস্ত পুস্তক বিতরণ করিয়া দিলাম]। এবার কৌপীন ধারণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলাম। সেখানেই আমি নিজ দেহে ছাই (ভস্ম) মাখা আরম্ভ করি। অস্তু, সেখানে (=হরিদ্বারে) আমি মৌনাবলম্বন করি বটে কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ অনেকে আমাকে জানিত। একদিন আমার পর্ণকুটীরের দ্বারে **"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্"** ভাগবত অপেক্ষা কেহ বড় নহে, বেদ ও ভাগবত অপেক্ষা ছোট (নিম্ন স্তরের), এই বলিয়া একজন বক্ বক্ করিতে থাকে। তখন আর আমার সহ্য হইল না, মৌন ব্রত ভঙ্গ করিয়া ভাগবতের খণ্ডন করিতে লাগিলাম। ইহার পর স্থির করিলাম যে, ঈশ্বরের কৃপায় আমার যে অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ হইয়াছে লোক মধ্যে উহা ব্যক্ত করা উচিত। এই কথা বিচার করিয়া আমি ফরুখাবাদে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে আবার রামগড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রামগড় থাকাকালে (শাস্ত্রার্থ) আরম্ভ করিলাম। সেখানে যখনই দুইচারজন শাস্ত্রী একসঙ্গে বলা আরম্ভ করিতেন, তখনই আমি বলিয়া উঠিতাম 'কোলাহল'। এ কারণ অদ্যাবধি সেখানে লোকেরা আমায় **'কোলাহল স্বামী'** বলিয়া থাকেন। সেখানে চক্রাঙ্কিত মতাবলম্বী জনা দশ মানুষ আমায় হত্যা করিবার জন্য আসে, পরন্তু আমি তাহাদের হাত হইতে অতি কষ্টে রক্ষা পাই। [সেখান হইতে ফরুর্খাবাদ গমন করি] ফরুর্খাবাদ হইতে আমি কানপুরে আসিলাম। এবং কানপুর হইতে প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। প্রয়াগেও আমাকে হত্যাকারীর দল হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছিল। পরন্তু মাধবপ্রসাদ নামে এক ভদ্রলোক তিনি আমায় তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করেন। এই গৃহস্থ মাধবপ্রসাদ খৃষ্ট মত স্বীকার করিতে উদ্যত ছিলেন এবং তিনি সমস্ত পণ্ডিতদের নিকট নোটিশ (=বিজ্ঞাপন) বিতরণ করিয়াছিলেন যে, তিন মাসের মধ্যে নিজ আর্য্যধর্ম বিষয়ে যদি আমার শ্রাদ্ধা (=বিশ্বাস) উৎপন্ন না করিতে পারেন, তাহা হইলে "আমি খৃষ্টমত স্বীকার করিব।" আমি তাঁহার মনে আর্য্যধর্ম বিষয়ে শ্রাদ্ধা উৎপন্ন করাইয়া দিই। এইভাবে তিনি খৃষ্টান না হইয়া রক্ষা পান। প্রয়াগ হইতে আমি রামনগর গমন করিলাম। রামনগরের রাজার কথামত কাশীস্থিত পণ্ডিতদের সহিত বাদ-বিবাদ (শাস্ত্রার্থ) করিবার জন্য [কাশীতে] উপস্থিত হইলাম। সেই বাদ (=শাস্ত্রার্থে) প্রতিমা[১] আদি শব্দ বেদে আছে, না—নেই ? এইরূপ বিষয় স্থির করা হইয়াছিল। প্রতিমা শব্দ বেদে আছে, পরন্তু ইহার অর্থ মাপ (=মাপা, ওজন) এইরূপ। আমি ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিলাম। সেই বাদ (=শাস্ত্রার্থ) পৃথক্ ভাবে মুদ্রিত করিয়া প্রসিদ্ধ (প্রকাশিত) হইয়াছে। সকলে উহা পাঠ করিয়া দেখুন। ইতিহাস অর্থে ব্রাহ্মণ গ্রন্থই স্বীকার করা উচিত। এই রূপ বাদ ও সেখানে হয়। গত বৎসর ভাদ্র মাসে[২] আমি কাশীতে ছিলাম এবং আজ পর্য্যন্ত চারবার কাশী গিয়াছি। যখনই আমি [কাশীতে] গমন

১। মরাঠী সংস্করণে 'প্রতিমা বগৈরো শব্দ' পাঠ আছে। পরন্তু শাস্ত্রার্থের মুখ্য বিষয় ছিল মূর্ত্তি পূজার বিধান বেদে আছে অথবা নাই। সেই প্রসঙ্গে প্রতিমা শব্দ লইয়া বিচার হয়।

২। গত বৎসর=সন্ ১৮৭৩ খৃঃ ঋষি দয়ানন্দ জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে (সম্বৎ ১৯৩১) প্রায় দুই মাস কাশীতে ছিলেন। আষাঢ় (দ্বিতীয়া) কৃ০ ২=১ জুলাই ১৮৭৪ হইতে আশ্বিন=অক্টুবর পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাস সত্যার্থপ্রকাশ (প্র০ সং০) লিখাইবার জন্য প্রয়াগে ছিলেন। অতঃ এ স্থলে পাঠে কিছু ভ্রান্তি প্রতীত হইতেছে।

করিতাম তখনই 'কেহ বেদে [মূর্ত্তি পূজার] কোনও বচন পাইয়া থাকিলে [আমার নিকট] আসুন' এই রূপ বিজ্ঞাপন দিতাম। পরন্ত আজ পর্য্যন্ত কেহ বেদে [মূর্ত্তি পূজার] বচন বাহির করিতে পারে নাই।

এইবোধে উত্তর ভারতের[১] সমস্ত অংশে আমি গিয়াছি। আজ দুই বৎসর হইল কলিকাতা, লখনউ, ইলাহাবাদ, কানপুর, জব্বলপুর আদি স্থানে বহু লোককে আমি ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছি এবং ফরুর্খাবাদ, কাশী আদি স্থানে আর্য বিদ্যা পড়াইবার জন্য তিন চারটি[২] পাঠশালা স্থাপন করিয়াছি। শিক্ষকদের উচ্ছৃঙ্খলতা[৩] বশতঃ যে পরিমাণ উপযোগ (=লাভ) উহা হইতে পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পাওয়া যায় নাই। গত বৎসর আমি মুম্বাই আসিয়াছিলাম। মুম্বাই এ গোসাঁই মহারাজের মত[৪] বিষয়ে বহু সমালোচনা করি, ইহার পর মুম্বাই নগরে আর্য্যসমাজ স্থাপনা[৫] করি। মুম্বাই হইতে অহমদাবাদ ও রাজকোট গমন করিয়া এই সমস্ত স্থানে কিছু কাল ধর্ম উপদেশ দিই এবং আপনাদের এই নগরে দুই মাস হইল আসিয়াছি।

এইরূপ আমার অতীত চরিত্র। আর্য্য ধর্মের উন্নতি হউক এতদর্থে আমার ন্যায় বহু ধর্মোপদেশক আমাদের এই দেশে উৎপন্ন হওয়া উচিত। একার পক্ষে এ কার্য্য ভালভাবে হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি আপন বুদ্ধি মত এবং সামর্থ্য

১। মরাঠী সংস্করণে 'হিন্দুস্থান' শব্দের প্রয়োগ আছে।

২। ঋ০ দ০ কাসগঞ্জ ফরুর্খাবাদ, মির্জাপুর ও কাশীতে পাঠশালা স্থাপন করেন।

৩। মরাঠী সংস্করণে 'লবাড়ী' পাঠ আছে। ইহার অর্থকোষে বদমাশী, লুচ্চাপন, কপট, চালাকী প্রভৃতি দেওয়া আছে। হিন্দী সংস্করণে উচ্ছৃঙ্খলতা পাঠ আছে। আমি ইহাই উচিত নিশ্চয় করিয়াছি।

৪। হিন্দী সংস্করণে 'চরিত্র' পাঠ আছে। মরাঠী সংস্করণে 'পক্ষ' শব্দ আছে। ইহার অর্থ মতও হয়।

৫। মুম্বাই নগরে আর্য্যসমাজের স্থাপনা চৈত্র শুক্লা ৫ সম্বৎ ১৯৩২ (গুজ ১৯৩১) শনিবার ১০ এপ্রিল ১৮৭৫ খৃঃ হয়। কাকড়বাড়ী আর্য্যসমাজ বম্বাই-এ, যে লিখিত শ্বেতপ্রস্তর প্রাচীর গাত্রে রহিয়াছে উহাতে চৈত্র শুক্ল ১ বুধবার, ৭ এপ্রিল ১৮৭৫ লিখিত আছে। এই শিলা লেখ অপ্রামাণিক। এ বিষয়ে ঋ০ দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপন দ্বিতীয় ভাগে চতুর্থ পরিশিষ্টে পৃষ্ঠা ৯৪২—৯৫৯ পর্য্যন্ত বিস্তার পূর্বক বিচার করা হইয়াছে। শোধপ্রিয় পাঠক ইহা অবশ্য যেন দেখেন।

অনুসারে আমি যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি উহাকে চলিতে দিব এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। সর্বত্র আর্য্যসমাজের স্থাপনা হইয়া মূর্ত্তিপূজা আদি দুষ্ট আচার সর্বত্র বন্ধ হউক, বেদশাস্ত্রের শুদ্ধ অর্থ [সকলে] জানুক, এবং সেই অনুসারে আচরণ করিয়া দেশের উন্নতি হউক, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা। আপনাদের সকলের মনোযোগ পূর্বক সাহায্যে এই [কার্য্য] সিদ্ধ হইবে এইরূপ আমার পূর্ণ আশা।

সন্ ১৮৭৫ খৃঃ মরাঠী ভাষায় প্রকাশিত পূনা প্রবচনের পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক কৃত আর্য্যভাষানুবাদের বঙ্গভাষানুবাদ

আচার্য্য প্রিয়দর্শন

দ্বারা

কার্ত্তিক কৃষ্ণ অমাবাস্যা সোমবার সম্বৎ ২০৪২

১১ নভেম্বর ১৯৮৫ খৃঃ

পূর্ণ হইল।